মহৎ চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপদেশ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

মহৎ চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপদেশ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

মহৎ চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী 8, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

গুরুত্বপূর্ণ আমল

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদিসের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য দেওয়া হল, যেখানে কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং কিছু খারাপ বৈশিষ্ট্য তাদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

মহৎ চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপদেশ

আন্তরিকতা

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আন্তরিকতার প্রতি: আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী মুহাম্মদের প্রতি, শান্তি। এবং তার উপর, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল এই বিশ্বাস করা যে তাঁর আদেশ এবং পছন্দগুলি জড়িত লোকদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের আকাঙ্ক্ষার সাথে খাপ খায় এমন হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং নিজের ইচ্ছার পরিপন্থী আদেশে বিরক্ত হওয়া মহান আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, প্রতিটি অবস্থা ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি অনুগত হন। সত্যিই আন্তরিক এক.

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিষ্ঠাবান মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, যা সুনানে আবু দাউদ, 1342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল আন্তরিক অভিপ্রায়ে এর কাছে যাওয়া। পবিত্র কুরআন দ্বারা কারো ইচ্ছা বিরোধিতা করা নির্বিশেষে এর সমস্ত কিছু বোঝা এবং তার উপর কাজ করা । যে ব্যক্তি উল্লসিতভাবে বেছে

নেয় কোন আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশ অনুসরণ করবে এবং তাদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে উপেক্ষা করবে সে এর প্রতি অকৃত্রিমতা অবলম্বন করেছে এবং তাই তারা সত্যই এর নির্দেশনা থেকে উপকৃত হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই৷ এইভাবে আচরণ করা এর প্রতি অকৃত্রিমতা দেখানো।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত

এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তার প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর বরকতময় জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। কীভাবে একজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা জানে না? যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসা ও সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের দাবীতে নির্দোষ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত পরবর্তী বিষয় হল সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া এবং ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। ইসলামে নেতাদের প্রতি কোন অন্ধ আনুগত্য নেই, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আনুগত্য।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয়

জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি একজনের পুরস্কার নষ্ট করে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

ইসলামকে পরিপূর্ণ করা

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে যে দায়িত্বগুলো রয়েছে তা পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন

মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি তাদের বিষয়গুলির সাথে নিজেকে আবদ্ধ করে সে সমস্ত দরকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণ করবে যার জন্য তারা দায়ী এবং তাই মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের একটি প্রধান উত্স হল যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে এমন কিছু নিয়ে আবিষ্ট করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, কারণ এটি তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করা একজনকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করার অনুমতি দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে তাদের আরাম করার জন্য এবং তারা যে জিনিসগুলি উপভোগ করে তা করার জন্য তাদের প্রচুর অবসর সময় আছে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে যেমন, আত্মরক্ষায়। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে না যায়, যা মহানবী (সাঃ) দ্বারা নিখুঁতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য।

এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা

উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে, সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচিত উপদেশ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা একজনের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদ 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার মূল হল রাগ। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলাম কাউকে রাগ দূর করার নির্দেশ দেয় না, কারণ এটি অর্জন করা সত্যিই সম্ভব নয়, বরং এটি তাদের ইসলামের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

অবিচল থাকা

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে এই দিকগুলোকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পূরণ করা জড়িত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন ভাল কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা । সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা এবং চেরি বাছাই করা থেকে বিরত থাকা কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুসরণ করবে।

অটলতার মধ্যে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা অন্তর্ভুক্ত। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তাদের জানা উচিত যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বা মানুষ কেউই তাদেরকে মহান

আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানে অটল থাকার জন্য যথেষ্ট। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার হুকুম ও উপদেশ মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি

অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে, মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

অন্যদের জন্য ভালবাসা

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস হারাতে হবে না। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং উপদেশ দেয়, যা অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী, তখন তাদের উচিত হবে এমন নম্রভাবে যেমন তারা চায় যে অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। তাদের আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর প্রচেষ্টা করার জন্য উত্সাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা

দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যাপক পরামর্শ

সহীহ মুসলিমের ৫৩৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

বিশ্বাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমার্ধে সৎ কাজ করা এবং দ্বিতীয়ার্ধে পাপ থেকে বিরত থাকা। এই হাদিসে উল্লেখিত পবিত্রতা দ্বিতীয়ার্ধকে নির্দেশ করতে পারে, অর্থাৎ আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে পাপ থেকে পবিত্রতা। এর মধ্যে নিজের পাপের জন্য অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অন্য কারো সাথে অন্যায় করা, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং মহান আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকারের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। এবং জনগন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং যখনই তারা পিছলে যায় এবং পাপ করে তখন তাদের আন্তরিক অনুতাপের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন 2 অধ্যায় আল বাকারাহ, 143 নং আয়াতে প্রার্থনা বোঝাতে বিশ্বাস শব্দটি ব্যবহার করেছে:

"...এবং আল্লাহ কখনই আপনাকে আপনার বিশ্বাস [অর্থাৎ, আপনার পূর্বের প্রার্থনা] হারাতে দেবেন না..."

যদি হাদিসটি নামাযকে নির্দেশ করে তাহলে এর অর্থ হতে পারে যে নামাযের অর্ধেক পবিত্রতা অর্থাৎ অযু।

পরিশেষে, বিশুদ্ধতা বলতে একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেও বোঝানো হতে পারে, নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে এবং ইসলামের শিক্ষাগুলো শেখার ও আমল করার মাধ্যমে ভালোগুলোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে। এই অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে। এই দুই অর্ধেক হল ঈমান ও সাফল্যের উপাদান। অতএব, এই অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি ঈমানের অর্ধেক।

মূল হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, সালাত একটি নূর। এর অর্থ এই হতে পারে যে, যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করবে, তার সমস্ত শর্ত ও শিষ্টাচার সঠিকভাবে পালন করে, সে নামাযের আলো দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের দিকে পরিচালিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

উপরন্তু, নামাজ একটি মুসলমানের কবরে একটি আলো হবে. এই মুহূর্ত যখন তাদের সম্পদ এবং পরিবার তাদের পরিত্যাগ করে এবং তারা কেবল তাদের

ভাল এবং খারাপ কাজগুলি রেখে যায়। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের নামাজ কায়েম করবে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের কবরকে আলোকিত করে এবং তাদের অভাব ও একাকীত্বের মুহূর্তে তাদের আরাম দেয়।

কেয়ামতের দিনও নামাজ একজন মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। এই আলোর মাধ্যমে তারা নিরাপদে জান্নাতের দরজায় পৌঁছানো পর্যন্ত এক ভয়ঙ্কর পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

আলোর উদ্দেশ্য জিনিসগুলিকে আলোকিত করা। প্রার্থনা একজন মুসলমানকে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকিত করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়, যথা, কার্যত বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। এ কারণেই সারাদিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, একজন মুসলমানের উদ্দেশ্য তাদের নামাজের আলোর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আলোকিত হয় যাতে তারা সর্বদা জাগ্রত থাকে। উপরন্তু, যখন কেউ একটি মসজিদে জামাতের সাথে তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পূর্ণ করে, তখন তাদের নামাজের আলো তাদের এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ঘরের দিকে নিয়ে যায়, যেমন তাদের নামাজের আলো তাদের দরবারে নিয়ে যায়। বিচার দিবসে মহান আল্লাহ। কেয়ামতের দিন এই পদ্ধতিতে নেতৃত্ব দেবেন তিনিই সফলকাম হবেন। অধ্যায় 19 মরিয়ম, আয়াত 85:

"যেদিন আমরা সৎকর্মশীলদের পরম করুণাময়ের কাছে প্রতিনিধি দল হিসেবে একত্র করব।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা হল দান করা একটি প্রমাণ। এর অর্থ হতে পারে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত দান, একজনের ঈমানের প্রমাণ। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় সম্পদ বিসর্জন দেওয়া তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের প্রমাণ যে এতে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তারা উভয় জগতেই এর প্রতিদান পাবেন। যারা দান করে না, তাদের বিশ্বাসের দাবিকে সমর্থন করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য শেষ বিচারের দিন এমন কোন প্রমাণ থাকবে না।

দাতব্যও পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ না থাকার প্রমাণ। যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে সে তাদের পার্থিব জিনিসের লোভে তা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার ফলে যে আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তা তাদের কাছে থাকা পার্থিব নেয়ামতের চেয়ে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, একজন দাতব্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত শান্তি জাগতিক জিনিসপত্রের মজুদ করে লাভ করা যায় না, যদিও তারা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়। এটা স্পষ্ট, কারণ যারা সবচেয়ে ধনী তারা প্রায়ই তাদের জীবনে শান্তির অভাব হয়।

দাতব্যও অন্যের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ, যা ইসলামের অনেক শিক্ষা অনুসারে ইসলামে একটি কর্তব্য, যেমন সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া হাদিস। যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময় এবং শক্তি, অন্যদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যদের সাহায্য করে।

দাতব্যও একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণ। সহীহ বুখারী, 13 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও ভালোবাসে। একজন ব্যক্তি

যেভাবে সাহায্য চান, যেমন আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সাহায্য, তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে, তাদের অবশ্যই অন্যদের জন্যও এটি পছন্দ করতে হবে। এবং এটি অবশ্যই একজনের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে দেখাতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ধৈর্য হল একটি উজ্জ্বল আলো। ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য হল একটি দীপ্তিময় আলো কারণ এটি একজন মুসলিমকে এই দিকগুলো সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য পথ দেখায়।

এছাড়াও, ধৈর্য্য সমস্যার মুহুর্তে সঠিক পথ এবং কর্মের গতিপথকে আলোকিত করে, যাতে উভয় জগতে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করার সময় তারা যে প্রতিটি অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে কীভাবে আচরণ করা যায় তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল পবিত্র কুরআন কারো পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বাড়ায় না।"

এর অর্থ হল যে পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করবে সে দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিনে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই দিকগুলির মধ্যে রয়েছে সঠিকভাবে এবং নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, পবিত্র কুরআন বোঝা এবং অবশেষে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে কাজ করা। কিন্তু যারা এই দিকগুলো সঠিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে পবিত্র কোরআন তাদের বিরুদ্ধে বিচার দিবসে সাক্ষ্য দেবে। প্রকৃতপক্ষে, যারা পবিত্র কুরআন বুঝতে ও আমল করতে ব্যর্থ হয় তারা কেবল নিজেদের ক্ষতি করে যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা পুরস্কার পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1 পাঠ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেরাই গীবত করে এবং অন্যদের অপবাদ দেয় তারা কেবল নিজের উপর মহান আল্লাহর অভিশাপ প্রার্থনা করছে।

"দুর্ভোগ প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দাকারীর জন্য।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল কিভাবে একজন ব্যক্তির আচরণ তাকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায় বা এটি তাদের নিন্দা করে। এর অর্থ এই যে, যে মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাঁর এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে, সে নিজেকে শাস্তি থেকে মুক্ত করবে। পক্ষান্তরে, যারা এটি করতে ব্যর্থ হয় তারা কেবল উভয় জগতের শাস্তির জন্য নিজেদের নিন্দা করে। অধ্যায় 91 আশ শামস, আয়াত 9-10:

“সেই সফলকাম হয়েছে যে তা পরিশুদ্ধ করেছে। এবং তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যিনি এটিকে [দুর্নীতি দিয়ে] উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে কাজ করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে, সে কষ্ট এবং চাপ থেকে মুক্তি পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, সে তাদের সমস্ত পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করলেও উভয় জগতে অন্ধকার ও সংকীর্ণ জীবনের জন্য নিজেকে নিন্দা করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব

সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

"যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত..."

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কারটি সেই মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হল একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর, 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান

আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা ঈমানের ভিত্তি, সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে, 1 নম্বর। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়। মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান ততই মজবুত হয় যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আচরণের পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাদের অবশ্যই আলোচনার মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। . যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। আগেই বলা হয়েছে, এই মনোভাব একজনকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং

নিঃসঙ্গ রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি ক্রমাগত ঐশ্বরিক দৃষ্টিকে স্মরণ করে নিম্ন স্তরে কাজ করে তারা শেষ পর্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে, ক্রমাগত তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। এই পদ্ধতিতে জীবনযাপন সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্য নিশ্চিত করে।

ঈমানের উৎকর্ষের উভয় স্তরই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। তারা যত বেশি এটি করবে, তত বেশি তারা ঐশ্বরিক উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবে। এই আচরণের উপর অবিচল থাকা তাহলে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

কিভাবে বাচ্‌তে হয়

সহীহ বুখারী, 6416 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পৃথিবীতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিতেন যে, যখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যায় পৌঁছায় তখন তার সকালবেলা বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যদি তারা সকালে পৌঁছায় তবে সন্ধ্যায় তাদের বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যে একজন মুসলিমকে অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদের জীবনকে ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে।

এই হাদিসটি মুসলমানদের দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা সীমিত করতে শেখায়। দীর্ঘ জীবনের আশা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ কারণ এটি একজনকে তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে বস্তুগত জগতে উৎসর্গ করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা নিশ্চিত যে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় রয়েছে।

একজন মুসলমানের এই অস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের এমন একজনের মতো আচরণ করা উচিত যে এটি ছেড়ে যেতে চলেছে, কখনও ফিরে আসবে না। এটি একজনকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে বস্তুজগত লাভের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 39:

"...এই পার্থিব জীবন শুধুমাত্র [অস্থায়ী] ভোগ-বিলাস, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটি [স্থায়ী] বন্দোবস্তের আবাস।"

আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিস যা জামি আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই পৃথিবীতে এমন একজন সওয়ার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ছায়ার নীচে অল্প বিশ্রাম নেয়। একটি গাছ এবং তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়. এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য মহানবী (সা.) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন যা সকলেই জানেন, স্থায়ী বলে মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুগত জগত কারো কারো কাছে এভাবেই দেখা দিতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

উপরন্তু, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া কাউকে নয়। এর কারণ হল একজন রাইডার পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বিশ্রাম নেবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির থাকার সময় খুব কম। এটা সবার কাছে বেশ স্পষ্ট। এমনকি যারা বয়স্ক বয়সে পৌঁছেছে তারা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি ঝলকানি দিয়ে গেছে। তাই বাস্তবে কেউ বার্ধক্যে উপনীত হোক বা না হোক, জীবন মাত্র একটি মুহূর্ত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগৎ একটি সেতুর মতো যাকে অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেভাবে একজন মানুষ বাসস্টেশনকে তার বাসস্থান হিসেবে নেয় না জেনেও সেখানে তার অবস্থান অল্প সময়ের জন্য হবে, একইভাবে, একজন ব্যক্তি অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে পৃথিবী একটি ছোট স্টপ।

যখন কেউ সারাজীবনের ছুটিতে একবার বেড়াতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা তাদের বিলাসবহুল গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন একটি প্রশস্ত স্ক্রীন টেলিভিশনের উপর ব্যয় সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেল যে পরিষেবাগুলি অফার করে তার সাথে কাজ করে। তারা এইভাবে আচরণ করে যে তারা বুঝতে পারে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী বাড়ি হিসাবে নিতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে এমন একটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী আবাসে পরিণত করবে না। পরিবর্তে, তাদের পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে বিধান গ্রহণের জন্য যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে।

যখনই একজন ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছা করেন তখনই তারা ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...নিশ্চয়ই সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."

এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জিনিসটি বেছে নেন। . দুনিয়া থেকে পরকালের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের মতো অন্যান্য বিধানের প্রয়োজন। তবে যে বিধানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র বিধান যা এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাউকে উপকৃত করবে। এটি ইহকাল এবং পরকালে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু জড়জগৎ কোন ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয় তাই তাদের উচিত আলোচনার মূল হাদীসের উপর আমল করা এবং হয় অপরিচিত বা ভ্রমণকারীর মত জীবনযাপন করা।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হল এমন কেউ যে তাদের হৃদয় ও মনকে তাদের অস্থায়ী বাড়িতে সংযুক্ত করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি একজন কাজের ভিসায় বিদেশে বসবাসকারীর মতো। তাদের কাজের জায়গা তাদের বাড়ি নয়; শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের একটি জায়গা যাতে তারা এটি নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই বিচিত্র দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে গণ্য করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করবে এবং তাদের সম্পদ সংরক্ষণে মনোনিবেশ করবে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা সিংহভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে স্বদেশে ফিরে আসে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। কারণ তারা কাজের ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলমানের উচিত আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিধান অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুজগতের বিলাসিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অনন্ত পরকালের বিধান অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে তবে তারা অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে পরকালে প্রবেশ করবে এবং তাই তারা তাদের মিশনে ব্যর্থ হবে যা মহান আল্লাহ তাদের অর্পণ করেছেন। একজন মুসলমানের নিজের সাথে সৎ হওয়া উচিত এবং দিনের কত ঘন্টা তারা বস্তুজগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তা প্রতিফলিত করা উচিত। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কি না এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা সবচেয়ে নিচু মানুষ ছিল এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহ সত্যের পথে আহবান করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই তার স্পষ্ট বাণী গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। এই সতর্কতার একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় বিলাসের জন্য প্রতিযোগিতা করা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেন এবং এর পরিবর্তে পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবকিছুই সত্য হয়েছে। যখন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ এবং বস্তুজগতের আধিক্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে, তারা পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয় যেমনটি তাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা বলেছিলেন। মাত্র কয়েকজন তার উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করেছিল এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিল। এই ছোট দলটি, অর্থাত্ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সৎ পূর্বসূরিরা আখেরাতে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কারণ তারা কার্যত তাঁর পরামর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অমনোযোগী হয়ে বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা দেয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা হল মুসাফিরের মত দ্বিতীয় মানসিকতা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত । এই ব্যক্তি এই জড় জগতকে তাদের বাসস্থান হিসাবে দেখেন না এবং পরিবর্তে তাদের প্রকৃত গৃহের অর্থ, পরকালের দিকে যাত্রা করেন। এই মানসিকতা একজন ব্যাক প্যাকারের মতো যে বিভিন্ন শহরে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাদের কখনই তাদের বাড়ি বলে মনে করে না। তারা তাদের সাথে নিয়ে যায় একমাত্র বিধান যা তারা অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। একজন ব্যাক প্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না জেনে যে এই জিনিসগুলি কেবল তাদের জন্য একটি বোঝা হবে। তারা নিরাপদে তাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যর্থ হবে না। একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান শুধুমাত্র এই জড় জগত থেকে কর্ম এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করে, যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সব কাজ ও কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4104 নম্বর অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8-এ পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মনোভাবটি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। :

“নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, দিন ও রাত হল সংক্ষিপ্ত পর্যায় যেখানে মানুষ পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়। তাই তাদের উচিত প্রতিটি পর্যায়কে সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা। তাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে তাদের যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। এমনকি যদি যাত্রাটি

দীর্ঘ দেখায় তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহুর্তের মতো মনে হবে তাই এটি অপ্রস্তুত থাকাকালীন এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে বাধ্যতার মুহূর্ত করা উচিত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে তারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও, কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হতে পারে না কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত তাদের পরিবহন হিসাবে কাজ করে যা তাদের দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, শীঘ্রই একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তারা ফিরে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাল কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত এই পৃথিবীতে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি অব্যাহত রাখে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শের দিকে অগ্রসর হলাম, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন

মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এই পৃথিবীতে থাকা দীর্ঘ, কারণ তারা যে কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে, তবুও মনে হয় জীবন এক ঝলকানিতে চলে গেছে। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা সন্ধ্যায় পৌঁছালে তারা সকালে বেঁচে থাকবে। পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার মূল কারণ এই মানসিকতা। যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকাজ সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদের জড়জগতকে সংগ্রহ ও মজুত করতে উত্সাহিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সেখানে অবস্থান করে। এটা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে.

এছাড়াও, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেশীরভাগ মানুষ সুস্বাস্থ্যের মূল্য হারানোর পরেই তা উপলব্ধি করে, যা সহীহ বুখারী, ৬৪১২ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করার অর্থ হল একজন মুসলিমকে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বাধ্যতামূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সৎ কাজ করার মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তা আর করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে, তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি আর করতে পারে না। সহীহ বুখারী, 2996 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহার করে না সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য পুরস্কার হারাবে। আসলে তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের চূড়ান্ত অংশ হল, একজন ব্যক্তির উচিত মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা যা সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ধন-সম্পদ, এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা যেমন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। মুসলিমদের জন্য তাদের সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি বিভ্রান্ত হওয়ার আগে, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে থাকে, যেমন বিবাহ। এবং তাদের আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগেই তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। সময়ের সদ্ব্যবহার করা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য কারণ এটি একটি অদ্ভুত পার্থিব আশীর্বাদ, যা অন্য সমস্ত আশীর্বাদের বিপরীতে চলে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে তাদের কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে । যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

জামে আত তিরমিযী, 2403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের জন্য অনুশোচনা হবে। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আফসোস করবে যে, মৃত্যুর আগে তারা বেশি ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি আফসোস করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। এই বিশ্বে লোকেদের প্রায়ই দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একবার একজন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে কোনো কাজ নেই। আফসোস তাদের কিছুতেই সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে , তাদের মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। আগামীকাল পর্যন্ত দেরি করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। একজন মুসলমানের আজকের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাই, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজগুলি করা

উচিত, যেমন আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে তবে তারা এটি দেখার জন্য জীবিত নাও থাকতে পারে।

ন্যায়পরায়ণ কর্ম

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ যেভাবে আচরণ করেন, একইভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি অন্যের জন্য এই ধরনের কষ্ট লাঘব করবে, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয় হোক, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ

তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পান করাবে তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, সেহেতু এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা আখিরাতে পৌঁছায়। এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, একজন মুসলমানকে দুনিয়ার কষ্টের চেয়ে হাশরের দিনের কষ্টের প্রতি সবসময় বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কষ্টগুলো সর্বদাই হবে ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের কষ্টের চেয়ে কম কঠিন এবং কম প্রসারী। এই বোঝাপড়া নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালের কষ্ট এড়াতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। কেউ যদি এটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তারাই যাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু যে অন্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাকে সমাজ এমন একজন বলে মনে করে যার কোনো স্পষ্ট দোষ নেই।

এই উপদেশের প্রতি দুই ধরনের লোক আছে। প্রথমটি হল তারা যাদের ভুল কাজগুলি ব্যক্তিগত অর্থ, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না এবং অন্যদের কাছে

গর্বিতভাবে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি পিছলে যায় এবং এমন কোন গুনাহ করে যা অন্যদের কাছে জানা যায়, তবে তা যতক্ষণ না অন্যের ক্ষতি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আবৃত করা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 19:

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক [বা প্রচার করা হোক] তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4375 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের ভুলগুলি উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল সেই পাপাচারী যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পরোয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়ই অন্যদের কাছে করা পাপের বিষয়ে গর্ব করে। তারা যেমন অন্যদেরকে খারাপ কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে, তেমনি অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এই হাদিসের বিরোধী নয়। কিংবা এই ব্যক্তিকে এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ নং 2546-এ পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। সঠিক কারণে।

আলোচ্য মূল হাদীসের এই অংশে আমল করা জরুরী, কারণ বিচার দিবসে সমগ্র সৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হওয়ার অপমান কল্পনার বাইরে। সুতরাং একজন ব্যক্তির এই বিশ্বাসে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে, এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হওয়া তাদের জন্য যেমন সহনীয়, তেমনি তারা বিচারের দিনে উন্মুক্ত হওয়াও সহ্য করতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ না তারা অন্যদের সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন একটি সফল ফলাফল নিশ্চিত হয়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ঐশ্বরিক সাহায্য তখন পাওয়া যায় যখন কেউ অন্যকে ধর্মীয় এবং বৈধ পার্থিব উভয় বিষয়ে সাহায্য করে। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে হবে, যদি তারা এই পুরস্কার চায়। এর মানে তাদের আশা করা উচিত নয়, আশা করা উচিত নয় এবং তারা যারা সাহায্য করছে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার কোনো লক্ষণ চাওয়া উচিত নয়।

তাই মুসলমানদের উচিত, নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ। উল্লিখিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে উপকারী পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, কারণ আগেরটি প্রায়শই একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য দরকারী পার্থিব জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে হারাম সম্পদ উপার্জন এড়াতে সহজ হবে। এই মনোভাব তাদের জান্নাতের দিকে যাত্রায় সাহায্য করবে।

উপরন্তু, জান্নাতের পথ কেবল তারাই ভ্রমণ করে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। ধার্মিকতার মূল তাই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলিমের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর কাজ করার উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শনের জন্য, তাকে জাহান্নামের সতর্ক করা হয়েছে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মসজিদে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তেলাওয়াত করে এমন একদল মুসলিম দ্বারা প্রাপ্ত আশীর্বাদ। যথা, তাদের উপর প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হবে, ফেরেশতারা

তাদের ঘিরে থাকবে এবং মহান আল্লাহ তাদের স্বর্গীয় ফেরেশতাদের কাছে উল্লেখ করবেন।

এটি পবিত্র কুরআন শেখার ও অধ্যয়নের ফজিলত নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 5027 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে পবিত্র কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই দলটি এতই বিশেষ যে, মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করবেন যে তাদের সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ দেয়। এটি সহীহ বুখারি, 6408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে যারা নিয়মিত এই কাজটি করে তারা তাদের দিনব্যাপী পূর্বে উল্লেখিত প্রশান্তি এবং মহান আল্লাহর রহমত দান করবে। যে কেউ এই আশীর্বাদগুলি পাবে সে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য পাবে এবং যখন তারা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হবে তখন এই উপহারগুলি তাদের নিরাপদে এর মাধ্যমে পরিচালনা করবে।

আশা করা যায় যে এই পৃথিবীতে যারা ফেরেশতাদের সঙ্গ পাবে তাদের মৃত্যুর সময় এবং পরকালে তাদের সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 31:

"আমরা [ফেরেশতারা] পার্থিব জীবনে আপনার মিত্র ছিলাম এবং আখিরাতেও..."

পরবর্তী পুরষ্কারটি এমন একটি বাস্তবতার সাথে মিলে যায় যা ইসলামী শিক্ষা জুড়ে উল্লেখ রয়েছে। একজন ব্যক্তি যা দেয় তাই তারা পাবে। যেমন তারা পৃথিবীর মানুষের সাথে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে আসমানে ফেরেশতাদের সাথে স্মরণ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

যে মুসলিম মহান আল্লাহর স্মরণকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে গ্রহণ করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে, তাদেরকে শান্তি ও আলো দেওয়া হবে, যা তাদের প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। পরকাল এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য সফলভাবে পৌঁছান। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"…নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা হল যে, কারো বংশধর যদি তাদের ভালো কাজের অভাব না থাকে তাহলে বিচার দিবসে তাদের কোন উপকার হবে না। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের নেক আমল অনুসারে পরকালে রহমত ও মর্যাদা দান করেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 132:

"এবং সকলের জন্য তারা যা করেছে তার থেকে ডিগ্রী [অর্থাৎ, অবস্থানের ফলস্বরূপ]..."

তাই একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে তাদের বংশ তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। যদি কিছু থাকে, যে ব্যক্তির বংশে একজন ধার্মিক মুসলিম রয়েছে, তার উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা, যাতে তারা তাদের স্তরে পৌঁছায় এবং মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত নাম ও মর্যাদা অনুসারে বেঁচে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছিল, তখনও তিনি ইবাদতে এত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন যে তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 7124 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 519 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, একমাত্র মহান আল্লাহ এবং সৎ বিশ্বাসীরা তার বন্ধু এবং তার নিকটবর্তী। তিনি বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দেননি এবং মুসলমানদেরও উচিত নয়।

ইসলাম একটি সাম্যের ধর্ম এবং তাই সকলের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা অনুসারে আচরণ ও বিচার করবেন, লিঙ্গ, বংশ এবং ভ্রাতৃত্বের মতো অন্যান্য সমস্ত জিনিসের কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মন্দের প্রতি আপত্তি

সুনানে আবু দাউদ 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সব ধরনের আপত্তি করা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে ছিল না। বর্তমান কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে তা করার সময় উপস্থিত এবং নীরব ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার এটি করার শক্তি আছে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের ক্ষতি করা হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন

বেআইনিভাবে লঙঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। এটি পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে লোকেদের দৃষ্টিতে অবস্থানের কারণে নীরব থাকে, যদিও তারা ঘটছে এমন মন্দের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নির্ভরশীলদের ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যাদের মনে করে। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ, এটা মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে একজন মুসলমানকে অবশ্যই মন্দের বিরুদ্ধে কোমলভাবে আপত্তি জানাতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জন ও আমল ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং অন্যদের রাগ করার ফলে আরও পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই সঠিক সময়ে মন্দের আপত্তি করতে হবে, কারণ ভুল সময়ে কাউকে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা , যেমন তারা যখন রাগান্বিত হয়, তাদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

স্মরণের মাত্রা

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না তার মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একজন মৃত ব্যক্তির কাছে।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে, যতটা সম্ভব মহান আল্লাহকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে কথা বলা বা চুপ থাকা জড়িত। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কারো বলার মতো ভালো কিছু নেই, এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা একটি ভাল কাজ এবং তাই মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অংশ।

মহান আল্লাহর সাথে নিজের বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ এবং কার্যকর উপায় হল কার্যতঃ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। যে ব্যক্তি এটি করে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে। কিন্তু এর জন্য একজনকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে, যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

যিনি তিনটি স্তর পূরণ করেন তাকে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং স্বেচ্ছায় ইবাদত করে তারা উপেক্ষা করে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এই স্তরগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের ইবাদত এবং ভাল কাজ করা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়।

নামাজ জান্নাতে নিয়ে যায়

সহীহ বুখারী, 574 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি দুটি শীতল ফরজ নামাজ কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুটি শীতল ফরজ নামাজ ভোর ও শেষ বিকেলের ফরজ নামাজকে (ফজর এবং আছর) বোঝায়, কারণ এই দুটি সময়ে আবহাওয়া অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতল থাকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে।

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে তাদের সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সঠিকভাবে পালন করা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যথাসময়ে আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে অর্পণ করা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির একটি। এটি সহীহ মুসলিমের 252 নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও, পাঁচটি ফরজ নামায রয়েছে যা এখনও কায়েম করতে হবে, আলোচনায় মূল হাদীসে মাত্র দুটির কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল এই দুটি নামাজ তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে কঠিন। ফরজ ফজরের নামায এমন সময়ে হয় যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। অতএব, সঠিকভাবে অফার করার জন্য একজনের আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনেক শক্তি এবং প্রেরণা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক দেরী বিকালের প্রার্থনা বেশিরভাগই এমন সময়ে ঘটে যেখানে বেশিরভাগ লোকেরা তাদের কর্মদিবস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে

বাড়ি ফিরেছে। তাই তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে আদায় করার জন্য ক্লান্তিকর এবং এমনকি চাপযুক্ত দিনের পর অবসর ত্যাগ করা কঠিন। অতএব, কেউ যদি এই দুটি নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করে তবে তারা মহান আল্লাহর রহমতে অন্যান্য ফরয নামাজগুলোকে সহজতর করে তুলবে, যা সাধারণত বেশি সুবিধাজনক সময়ে হয়।

তাই মুসলমানদের উচিত তাদের সকল ফরয নামায কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ এটিই ইসলামের সারমর্ম এবং এটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসকে কুফর থেকে পৃথক করে। জামি আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য প্রধান হাদীসটির অর্থ এই নয় যে কেউ কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেই সফলতা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের অন্যান্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও দায়িত্বকে অবহেলা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি তাদের ফরয নামায কায়েম করবে সে তার অন্যান্য সকল ফরয কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে, কারণ এটি ফরয নামায কায়েম করার অন্যতম ফলাফল। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

উপরন্তু, হাদিস তাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দেয় যে তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করে কিন্তু তাদের পাপের ফলস্বরূপ তারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ

করবে না এমন গ্যারান্টি দেয় না। তাই বরাবরের মতো পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

পুরস্কার লাভ

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি, এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটা সেই জিনিস যার উপর মহান আল্লাহ মানুষের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতেই তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততা প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে, কারণ তারা মনে করে

যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"…সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে - সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

বিশুদ্ধ খরচ

জামে আত তিরমিযী, 661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান হালাল উপার্জন থেকে একটি মাত্র খেজুরের মতো সামান্য পরিমাণ দান করে, তখন মহান আল্লাহ , কিয়ামতের দিন একটি বড় পাহাড়ের সমান সওয়াব প্রদান করবে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ কেবল সেই সম্পদেই সন্তুষ্ট হন যা হালালভাবে অর্জিত হয় এবং বৈধ উপায়ে ব্যবহার করা হয়। বেআইনিভাবে অর্জিত যে কোনো ধন-সম্পদ যা ব্যবহার করা হয়, যেমন দান-খয়রাত বা পবিত্র তীর্থযাত্রা করা কোনো সৎ কাজকে নষ্ট করবে। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 2346 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তির দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হবে যদি তারা হারাম জিনিস গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে। কারো দুআ প্রত্যাখ্যান হলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অন্য কোন আমল কিভাবে কবুল হবে?

পরিশেষে, এই হাদিসটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন যেকোন উপায়ে ব্যয় করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা সঠিক উপায়ে তাদের নিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করে, তাদের ব্যয়ের গুণমান অনুযায়ী, পরিমাণ অনুযায়ী নয়, মহান আল্লাহ তাদেরকে অনেক পুরস্কৃত করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে তাদের নিয়ত সংশোধন করা, তা যতই কম হোক না কেন। একজন মুসলমানের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করা গুরুত্বপূর্ণ এবং

তারা কত বা কম খরচ করে তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আশা করা যায় যে কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে তাকে মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে, যা বোধগম্য নয়। কিন্তু যে পিছিয়ে থাকবে সে এই মহান পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে।

এছাড়াও, মূল হাদিসটিতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অন্যান্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন অন্যদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে সাহায্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং তারা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা না চায়, ততক্ষণ তারা অগণিত পুরস্কার পাবে।

আপনার অর্ধেক পূরণ করুন

সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে সমস্ত প্রাণীর জন্য সমস্ত কিছু যেমন রিযিক বরাদ্দ করেছিলেন। এবং পৃথিবী।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত অবস্থার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে, যেমন একজনের রিজিক লাভ করা। প্রথম দিকটি হল, মহান আল্লাহ যা অর্থ, ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন; এটি ঘটবে এবং সৃষ্টির কিছুই এটি ঘটতে বাধা দিতে পারে না। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির হাতের বাইরে, তাই এই দিকটির উপর চাপ দেওয়ার কোন মানে হয় না কারণ তারা বা অন্য কেউ যাই করুক না কেন নিয়তির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। উপরন্তু, এই বিধান এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, যতদিন তারা জীবিত থাকবে ততদিন একজন ব্যক্তি তাদের রিজিক পেতে থাকবে এবং কোন কিছুই তাদের তা গ্রহণ ও ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে না , এমনকি তারা নিজেরাও নয়।

দ্বিতীয় দিকটি হল নিজের প্রচেষ্টা। এই দিকটির উপর একজন ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাই তাদের উচিত এই দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যে উপায়গুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর মধ্যে রয়েছে হারাম, অতিরিক্ত, অপব্যয়

ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের চেষ্টা করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমের কখনই এমন জিনিসের উপর চাপ দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় যেগুলির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের হাতে থাকা উপায়গুলি ব্যবহার করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা জিনিসগুলির উপর কাজ করা। একজন মুসলমানকে তাদের রিযিক পৌঁছে দেওয়ার জন্য অলসতা অবলম্বন করে এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চরম মানসিকতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। ভারসাম্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহর গ্যারান্টির উপর নির্ভর করা, কারণ এই নির্ভরতা অধৈর্যতা এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অন্বেষণকে প্রতিরোধ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি দেহ

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মতানুযায়ী অন্যদের সমর্থন করতে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। মানে একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরে প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন হওয়া এড়াতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের জন্য কার্যত যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুদের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিত।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতি বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি তার নিজের কষ্ট দূর করতে চায়, তাকে অবশ্যই অন্যদের জন্য এইভাবে আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একজন মুসলমানের জন্য তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং অন্য মুসলমানের জন্য দুর্দশার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই মধ্যে একটি.

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলমান পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

অন্যদের গাইডিং

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে গুনাহের পথ দেখায়, তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্ক হওয়া জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না কেবল এই দাবি করে যে তারা কেবল অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যাতে তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেরা করতে পারে না এমন কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

উপরন্তু, এই ইসলামি নীতিটি একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার ভাল কাজের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি চমৎকার উপায়। একজন ব্যক্তি যত বেশি অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দের দিকে পরিচালিত করবে, তাদের নেক আমল তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এটি এমন একটি উত্তরাধিকার যা একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাথে চিন্তা করতে হবে, কারণ অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার যেমন সম্পত্তি সাম্রাজ্য, আসবে এবং যাবে, এবং তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের কোন উপকার করবে না। যদি কিছু থাকে তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করে।

বিয়ের কারণ

সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ কার্যকর না হয়, তবে এটি বিবাহের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের অর্থ, ভালবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, কারণ এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার

মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর সাথে সন্তুষ্ট থাকে, তবুও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, যা তাকওয়া দূর করতে সাহায্য করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অবশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে, যেমন তাদের স্ত্রীর, তারপর তারা তাদের অধিকার পূরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করবেন তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কি না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকারগুলি পূরণ করেছে কিনা, কারণ যখন মহান আল্লাহ অন্যদেরকে প্রশ্ন করেন তখন এটি মোকাবেলা করা হবে, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অথচ, পাপাচারী মুসলমান কেবল তাদের অধিকার, অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করবে যা সে সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকারের সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলামের অজ্ঞতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে এত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমান যদি বিয়ে করতে চায় তবে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন তাদের স্ত্রীর পাওনা অধিকার, তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে একজনের স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা তাকওয়ার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

সমতা

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোনো কাজ করার সময় একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা উচিত, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করবে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করা হয়েছে, ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে

ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। তার উপর। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এছাড়াও, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীরা যেন পুরুষদের ব্যাপারে দুনিয়াতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক ও তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট না করে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুলিপি করা বা ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নেই। একমাত্র মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মধ্যেই এর নিহিত রয়েছে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে তার অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের কিছু আছে বা তাদের আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মানুষের বিচার করে, তেমনি মানুষের উচিত। জাগতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তাদের অন্যদেরকে তাদের থেকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নয়, কারণ এটি

প্রায়শই গর্বিত হয় এবং অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়, উভয়ই উভয় জগতে বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকিয়ে থাকে, কারণ একজনের উদ্দেশ্য লোকেদের থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের থেকে উচ্চতর হতে পারে।

সত্যিকারের আশা

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা একটি ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে, কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, এমনকি তাঁর সুপারিশে কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদেরকে শয়তান বুঝিয়ে দেয় যে, তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন

এবং তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করেছেন যে তাকে অবিশ্বাস করেছে। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসের দ্বারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় যে তারা একজন মুসলিম হিসাবে, তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে , এমনকি তাদের পাপের ফলস্বরূপ তাদের প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কেউ তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে, সে তাদের ঈমান ছাড়া এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার মহা বিপদে পড়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান হল একটি গাছের মতো যা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে লালন-পালন ও যত্ন নিতে হবে। যখন বিশ্বাসের গাছটিকে অবহেলা করা হয় তখন এটি ভালভাবে মারা যেতে পারে, উভয় জগতে তাদের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য কিছুই না রেখে।

সফলতার দুটি অংশ

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতি থেকে দূরে রাখে। ব্যক্তি এবং তাদের সম্পত্তি, তারা যে ধর্মই অনুসরণ করে না কেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয়, একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিনে তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে।

নামায ও রোযার মত নেক আমল জমা করার কোন মানে হয় না, শুধু বিচার দিবসে তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার পূরণ করে তাদের নেক আমল বৃদ্ধি এবং তাদের পাপ কমানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

বৃদ্ধি বা ক্ষতি

সহীহ মুসলিম, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। প্রথমটি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে তার জন্য ব্যয় করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে। দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহকে অনুরোধ করে, যে বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করতে।

এই হাদিসটির উদ্দেশ্য হল একজনকে উদার হতে এবং কৃপণতা এড়ানোর জন্য উত্সাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দান-খয়রাতের সাথে জড়িত নয় বরং এর মধ্যে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত, অপচয় ও অপব্যয় ছাড়াই, কারণ এটি ইসলাম দ্বারা আদেশ করা হয়েছে। . যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, কারণ তারা এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বর অধ্যায় 34 সাবা, 39 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে দান করার ফলে কারো সম্পদ কমে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

"...কিন্তু আপনি [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করবেন - তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন..."

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি সমস্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, শুধু সম্পদ নয়। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করতে এবং ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ফেরেশতার দোয়া তাদের বিরুদ্ধে যাবে। মূল হাদীসে যে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য বরকত হারানোর কথা নয় বরং পার্থিব আশীর্বাদকে উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ ও অসুবিধার উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি তাদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন তাদের সম্পদ। তারা যে সম্পদ অর্জন করে এবং মজুদ করে এই আশায় যে এটি তাদের জন্য শান্তির উত্স হয়ে উঠবে তা তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের উত্স হয়ে ওঠে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা উভয় জগতে আরও বেশি করে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

পার্থিব বিষয়ে সংযম

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে, পার্থিব জিনিসের সন্ধান করার সময় একজন মুসলমানকে মধ্যপন্থী হতে হবে কারণ তাদের জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই তাদের কাছে পৌঁছাবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানদেরকে বস্তুগত জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করে না, কারণ এটি একটি সেতু যা একজনকে পরকালের সাথে সংযুক্ত করে। এই সেতু অতিক্রম না করে কিভাবে পরকালে পৌঁছানো সম্ভব? ইসলাম বরং মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে গ্রহণ করতে শেখায় এবং অতিরিক্ত, অপচয় ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে এবং তারপর মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে পরকালের প্রস্তুতিতে তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে, এ থেকে বিরত থেকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, এই পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যাবে, যেমন তাদের রিজিক, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে থেকেই তাদের জন্য বন্টন করা হয়েছে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু একজন ব্যক্তির বিধান নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে না, তাদের প্রচেষ্টা নির্বিশেষে, তাদের তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব অনুসারে এটির জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত , কারণ আরও বেশি করার চেষ্টা করা কেবল চাপের দিকে নিয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইচ্ছা যা অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু, এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটি পরিবর্তে উভয় জগতে তাদের জন্য আরও চাপের দিকে নিয়ে যাবে। যেখানে, মূল হাদিস মেনে চলা এবং নিজের রিযিকের জন্য পরিমিতভাবে চেষ্টা করা, তারা তাদের বরাদ্দকৃত অংশটি ন্যূনতম চাপের সাথে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে।

ভাল পার্থিব আশীর্বাদ

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2141 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সম্পদ ততক্ষণ খারাপ নয় যতক্ষণ না যার কাছে আছে তার তাকওয়া থাকে। তিনি যোগ করেছেন যে সুস্বাস্থ্য সম্পদের চেয়ে ভাল এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে প্রফুল্ল থাকা একটি আশীর্বাদ।

যে মুসলমানের মধ্যে তাকওয়া আছে তারা সর্বদা তাদের সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করবে অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। তাই তাদের জন্য তা উভয় জগতেই বরকত হয়ে উঠবে। এটা মনে রাখা জরুরী, সঠিক উপায়ে ব্যয় করা দাতব্যের বাইরে চলে যায় এবং এর মধ্যে সব ধরনের বৈধ দরকারী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা অতিরিক্ত, অপচয় বা অযথা অকার্যকর, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তাকওয়া অর্জিত হয় শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এই জ্ঞান নিশ্চিত করবে যে একজন মুসলিম বুঝতে পারে কিভাবে তাদের সম্পদ এবং তাদের অন্যান্য পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারা বুঝতে পারবে যে এই আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে যেখানে তাদের অপব্যবহার করলে উভয় জগতেই চাপ ও অসুবিধা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও এই ধরনের সম্পদ একটি মহান আশীর্বাদ কিন্তু সুস্বাস্থ্য যার দ্বারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি স্বাধীনভাবে তার সমস্ত বাস্তব কর্তব্য পালন করা হয়, এটি একটি বড় আশীর্বাদ। এটি সুস্পষ্ট কারণ ধনী ব্যক্তিরা সুস্থ থাকার জন্য এবং অসুস্থতা এড়াতে সুখে তাদের সম্পদ ব্যয় করে। তাই একজনের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করা মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং স্বেচ্ছাকৃত নেক কাজগুলি সম্পাদন করার মাধ্যমে, যেমন মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়া এবং আদায় করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছাসেবী উপবাস, এমন একটি দিন আসার আগে যখন তারা তাদের সুস্বাস্থ্য হারায় এবং অনুশোচনায় পড়ে যায়।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য প্রফুল্লতার মতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং বিভিন্ন অসুবিধা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতেও সাহায্য করে। তাদের জীবন। যে ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করে সে এই সময়ে আরও সহজে ধৈর্য ধরবে। পক্ষান্তরে, যারা সাধারণ নেতিবাচক ও হতাশাবাদী

মানসিকতা অবলম্বন করে তারা কঠিন সময়ে আরও সহজে অধৈর্য ও মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়ে। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখার জন্য একজন মুসলমানের নিয়মিতভাবে তাদের দেওয়া অসংখ্য আশীর্বাদ পর্যালোচনা করা উচিত। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, কারণ এটি তাদের বাস্তবতা বুঝতে উত্সাহিত করবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম জিনিসের সিদ্ধান্ত দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে, তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামিক জ্ঞান অনুসারে, ভদ্রভাবে, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম হোক বা দৃশ্যত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফেল হয়ে গেলেও, তাদের পরিবারের মতো নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য, সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। আবু দাউদ, নম্বর 2928। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় তবে তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত অবিরতভাবে তাদের নম্র উপায়ে উপদেশ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। অজ্ঞতাবশত এবং মন্দ আচার-ব্যবহারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে সত্য

ও সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, যা পুরো সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ সঠিকভাবে করে তখনই তারা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজগুলিকে উপেক্ষা করে, তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

সুষম খাদ্য

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এই ডায়েট প্ল্যানটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের ক্ষেত্রে, সামান্য খাদ্য একটি কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং ইচ্ছা এবং ক্রোধের দুর্বলতা নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম।

এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী সে বিচারের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। তারা বিভিন্ন ধরণের খাবার অর্জন, প্রস্তুত এবং খাওয়ার সাথে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে এতে তাদের সময়, শক্তি এবং অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়। এই মনোভাব একজনকে সাধারণ খাবার খেতেও বাধা দেয়, যেগুলো তৈরি করা সহজ এবং কম সময়সাপেক্ষ এবং কিনতে সস্তা। খাদ্যে বাড়াবাড়ি একজনকে অন্য জিনিসে বাড়াবাড়ি করতে উৎসাহিত করে, যেমন একজনের পোশাক এবং বাসস্থান। ঘুরেফিরে এই মনোভাব একজনকে তাদের অসংযত জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরও সম্পদ উপার্জন করতে উৎসাহিত করে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং আমল করা থেকে আরও বিভ্রান্ত করে যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি তাদের অযৌক্তিক জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের বেআইনি দিকে উত্সাহিত করতে পারে।

মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

সমস্ত পরিস্থিতিতে ধন্য

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়, সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময় হোক না কেন। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিস্থিতির উপর চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উল্লেখ্য যে, মূল হাদিসে প্রতিটি অবস্থাতেই সফলতা মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলমানের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞতা জড়িত। যেখানে, মুসলিম হল এমন ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে হয়, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

ভাল প্রাপ্তি

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান, তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালো কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত, এই হাদিসটি এটাকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামি জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল রয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল দরকারী পার্থিব জ্ঞান যার মাধ্যমে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ভাল মিথ্যা তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কতজন মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে জাগতিক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, সেখানে সত্যিকারের ভালো পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, ইসলামিক জ্ঞান শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করে কিভাবে আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে এবং কোনটি হারাম ও বৈধ। বাস্তবে, এটি মানুষকে শেখায় কীভাবে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে হয় যাতে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতে নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে যার ফলে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা যায়। একমাত্র যিনি মানবজাতিকে এই শিক্ষা দিতে পারেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু জানেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও আমল করাকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন ও আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে। এবং তারা সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে গিয়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের মতো বৈধ উপায়ে ভরণ-পোষণ করা, তাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি তাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে প্রকৃত ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে, কারণ তারা জিনিসের থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। কারণ জড় জগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করবে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করবে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের

হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ঢেকে দেবে, এটি তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হল একজনকে সর্বদা এমনভাবে কাজ করা এবং কথা বলা উচিত যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে অযথা বা অযৌক্তিক না হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য তার বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত। পরকালে কারো উপকারে আসবে না এমন কোনো কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনতে হবে। এই পদ্ধতিতে কেউ যত বেশি আচরণ করবে তত বেশি তৃপ্তি পাবে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম তত সহজ হবে। উপরন্তু, তারা পরকালের জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেয় , তাদের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। , কারণ পার্থিব জিনিস কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এটি, সংজ্ঞা অনুসারে, তাদের অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা উভয় জগতেই বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে, তাদের মনোভাবের কারণে, তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অতএব, এই ব্যক্তি উভয় জগতে চাপ এবং অসন্তুষ্টি লাভ করে।

শুধুমাত্র যদি

সুনানে ইবনে মাজা, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল, শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না, যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করাকেও নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে, সহজে এবং অসুবিধার সময় পালন করবে। অথচ, একজন দুর্বল মুমিন সহজে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে কঠিন পরিস্থিতিতে।

উপরন্তু, দুর্বল বিশ্বাসীর বিশ্বাস অন্যের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে, ইসলামিক জ্ঞান নয়। অন্ধ অনুকরণ একজনকে নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নতি করতে বাধা দেয় এবং এটি প্রায়শই বিচ্যুত অভ্যাসের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন একজন ব্যক্তি অনুকরণ করে সে নিজেই অজ্ঞ। যখন কেউ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন অন্ধ অনুকরণই যথেষ্ট নয়, যার জন্য দৃঢ়তা প্রয়োজন, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করা। যেমন, যে ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী নয় সে সহজেই নিয়তিকে প্রশ্ন করে এবং চ্যালেঞ্জ করে।

আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য যত বেশি শক্তিশালী হবে। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন ব্যক্তিকে হাল ছেড়ে না দিয়ে উপকারী বিষয়গুলো অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এর অর্থ হল তাদের সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে ইসলাম উভয় জগতের জন্য নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত একটি বৈধ উপায়ে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইসলামের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এই পৃথিবীতে সত্যিকারের উপকার সর্বদা আখিরাতে উপকার করবে। তা না হলে সত্যিকারের লাভ হয় না। একজনের অলস হওয়া উচিত নয় এবং ভাল জিনিসগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে বলে আশা করা উচিত, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। এই মঙ্গল অন্বেষণের জন্য তাদের যে শক্তি এবং সংস্থান দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা উচিত এবং তারপর একটি ভাল ফলাফলের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের আশা করা উচিত। মূল হাদিসের এই অংশটি প্রথম অংশের সাথে যুক্ত, যেহেতু একজন ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে এই পৃথিবীতে প্রকৃত কল্যাণ কী তা বুঝতে পারে না। সহজ কথায়, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার মধ্যেই আসল ভাল মিথ্যা, কারণ এটি উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন কিছু একজনকে এটি করতে বাধা দেয় তবে তা মোটেও ভাল নয়, যদিও সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি অন্যথা বলে।

আলোচনার অধীন প্রধান হাদীসের চূড়ান্ত অংশ মুসলমানদের নিয়তি নিয়ে প্রশ্ন না করার পরামর্শ দেয়, কারণ এটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়। তিনি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তারা তাদের স্বল্প দৃষ্টিশক্তি এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে এর পেছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করে না। এর ফলে অধৈর্যতা এবং পুরস্কারের ক্ষতি হয়। একজনকে তাদের অতীতের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি বাস্তবে খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে তাদের ধৈর্য ধরে থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, কারণ শীঘ্র বা পরে তাদের এই সুবিধাগুলি দেখানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মূল হাদিসের এই অংশটি আবার প্রথম অংশের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, কারণ জ্ঞান এবং দৃঢ় বিশ্বাস উভয়ই একজনকে নিয়তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা থেকে বিরত রাখবে, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর হুকুম জড়িত সকলের জন্য সর্বোত্তম এবং অনিবার্য। অতএব, অধৈর্যতা প্রদর্শন করা নিয়তিকে ঘটতে বাধা দেবে না এবং এটি কেবলমাত্র উভয় জগতে পুরস্কার ও শান্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে।

সাধুত্ব

সহীহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদীসে মহান আল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যে তার কোনো সৎ বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে।

এটি ঘটে কারণ যে একজন ব্যক্তির বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায় সে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির সাথে শত্রুতা দেখাচ্ছে। এটি পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা বা অপছন্দ দেখাবে না, কারণ এটি শয়তানের মতো মহান আল্লাহর শত্রুদের মনোভাব। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 1:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না..."

এটা লক্ষ করা জরুরী যে, যে কোন প্রকারের অবাধ্যতা মহান আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার অবাধ্যতা পরিহার করা, যার মধ্যে যারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের অপছন্দ করা, কারণ এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি কখনই

তার সাহাবীদেরকে অপমান করবেন না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের অপমান করা অপমানের সমান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যে কেউ তাকে ক্ষতি করে সে মহান আল্লাহকে অপমান করেছে। এবং এই পাপী ব্যক্তি শীঘ্রই শাস্তি পাবে, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

উপরন্তু, ধার্মিকতা, যা একজনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে, মানুষের কাছ থেকে লুকানো হয়, মুসলমানদের অবশ্যই অন্য মুসলমানদের অপছন্দ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা জানে না কে মহান আল্লাহর একজন ধার্মিক বন্ধু। তাই মূল হাদিসের এই অংশটি সকল মুসলমানদের সাথে এমন আচরণ করার মাধ্যমে যেভাবে মানুষ ব্যবহার করতে চায় তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

আলোচ্য প্রধান আসমানি হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয় তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয়, তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে, কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই কাউকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারবে না। . অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব

তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, এই উচ্চ গোষ্ঠীর মুসলমানরা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন তাদের শক্তি এবং সময়, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তারা এগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে না এবং পরকালে তাদের উপকারও করবে না, যদিও এই উপায়গুলি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দান করেন যাতে তারা তাদের আনুগত্যের জন্য ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে

সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে, যখন তারা কথা বলে, তখন মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে, তখন তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে, তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা স্থির থাকে, তখন তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ক্ষমতায়নের মধ্যে ধৈর্যের সাথে অসুবিধার সাথে মোকাবিলা করা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে মানসিক শান্তি লাভ করাও অন্তর্ভুক্ত, কারণ যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তার মানসিক অবস্থা সহজে নড়বড়ে হবে না বা এই বিশ্বের বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা ভেঙে পড়বে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি উভয় জগতে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে আরেকটি আশ্রয় ও সুরক্ষা দিতে পারে না এবং দেবে না। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এই সুরক্ষা পাওয়া যায়। এটি এমন কিছু লোকের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে দূর করে যারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে পারে এবং এখনও তার শাস্তি থেকে সুরক্ষা পেতে পারে, বিশেষ করে পরকালে, অন্য কারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে। হাশরের দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যস্থতা

একটি সত্য হলেও, এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণের কারণে কেউ এটি হারাতে পারে না।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অন্য সব নির্ধারিত পদ্ধতি মিথ্যা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার ইসলামে কোনো মূল্য বা ওজন নেই।

সত্যটি

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন তারা অন্যের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এর মধ্যে

অসার কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায় এবং এটি একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয়, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য আফসোস হবে। কেউ কেবল ভাল কিছু বলে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন। ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিজের নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম হওয়া এবং মানুষের জন্য ভাল কাজ করা। কথাবার্তায় মিথ্যা বলা সব ধরনের পাপপূর্ণ কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। কাজকর্মে মিথ্যা বলা হল পাপের উপর অবিচল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচার দিবসে সেই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না, যিনি মহান আল্লাহর কাছে মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছেন।

সত্যিই ধনী

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা আখেরাতে গরীব হবে যদি না তারা তাদের নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর মানে হল যে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে। অর্থ, যা হয় নিরর্থক এবং সেগুলিকে পরকালের জন্য কোন উপকার এবং দুনিয়াতে কোন প্রকৃত উপকার প্রদান করে না। অথবা তারা গুনাহের কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অথবা তারা হালাল জিনিসগুলিতে এমনভাবে ব্যয় করে যা ইসলাম অপছন্দ করে যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে ধনীরা বিচারের দিনে দরিদ্র হয়ে যাবে, কারণ তারা তাদের নিয়ামত, যেমন তাদের সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেনি। এই দারিদ্র্য একটি কঠিন জবাবদিহিতা, চাপ, অনুশোচনা এমনকি শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঞ্চয় করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে পৌঁছে যাবে, নিঃস্ব হয়ে। জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে যাবে যখন তারা তা উপার্জন ও সঞ্চয় করার জন্য দায়ী থাকবে।

পরিশেষে, ধনী ব্যক্তিরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, সঠিকভাবে ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায়। এই মনোভাব তাদের অবসর সময়ও প্রদান করে যা তাদের সৎকর্ম সম্পাদন করতে দেয়, যার ফলস্বরূপ, পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেন, তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এতে উভয় জগতে

তাদের জন্য বরকত বৃদ্ধি পাবে। এটাই হল সমৃদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মহৎ চরিত্র

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিও মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে মানুষের সাথে সদয় আচরণ করতে চায়, তাকেও অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে তাদের ধর্ম নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পক্ষে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রটি সবচেয়ে ভারী জিনিস হয় তবে এর অর্থ হ'ল বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি খারাপ চরিত্র, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যের দ্বারা একজন ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করতে চায় তাদের সাথে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া।

জাতির জন্য ভয়

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে, তিনি আশংকা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদগুলি তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি বৈধ হলেও, এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলি ব্যবহার করা জড়িত। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন অপব্যয় ও অযথা হওয়া, এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা করা তাদের অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন হিংসা, ঘৃণা এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতা এমনকি একজনকে অন্যের ক্ষতি করতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এই বিশ্বের একজন ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট না হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠতে পারে পার্থিব আশীর্বাদ পেতে, যেমন সম্পদ পেতে বা ছুটিতে যেতে কিন্তু প্রস্তাব করার পরামর্শ দিলে তারা তা করতে ব্যর্থ হবে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি এর বাইরে চলে যায়, তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাদের আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে বা তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। এটি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে আলোচ্য প্রধান হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। এমন ধ্বংস যা দুনিয়াতে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিত্রাণ

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা পরিণামে বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে, একজনের জীবন থেকে বক্তব্যের দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যে খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে, কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে বাধা দেবে, যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

অত্যধিক কথা বলা একজন ব্যক্তিকে এমন কিছুতে জড়িত করতে পারে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এটি সর্বদা নিজের এবং অন্যদের জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক। উপরন্তু, যে ব্যক্তি সেসব বিষয় পরিহার করতে ব্যর্থ হয় যা তাদের জন্য চিন্তা করে না, সে তার ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। নিজের ঈমানকে উৎকৃষ্ট করার চেষ্টা করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত।

অত্যধিক কথা বলা নিয়মিত তর্ক এবং মতবিরোধের দিকে পরিচালিত করে, যা শুধুমাত্র বক্তা এবং অন্যদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, অসার ও মন্দ কথা এড়িয়ে চলা এটিকে প্রতিরোধ করবে যার ফলে ব্যক্তি শান্তি লাভ করবে।

অবশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়ই এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

একটি গাছের ছায়া

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো, যে একটি গাছের ছায়ার নীচে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে রেখে চলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন, যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেদের খেয়াল না করেও দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, ঠিক এভাবেই একজন ব্যক্তির দিন ও রাত কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন, তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আরোহীকে নির্দেশ করেছেন যে কেউ হাঁটছে না, কারণ যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য, ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। তার উপর হতে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল হাদিসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তেমনি একজন মুসলিমকেও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, কারণ যত বেশি কেউ তাদের শক্তি ও সময় উৎসর্গ করবে। এই দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন এবং উপভোগ করার জন্য, তারা তাদের আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে তত কম সময় এবং শক্তি। এই বিভ্রান্তি উভয়

জগতেই চাপ এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই করবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজনকে মনে রাখা উচিত যে এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত, কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই তাদের প্রচেষ্টা এবং সময়কে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে উত্সর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

“এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

মহান আল্লাহর ছায়া

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে ছায়া দেওয়া হবে তিনিই ন্যায়পরায়ণ শাসক। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যেক মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা শাসক হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং তাদের সন্তানদের উপর নির্ভরশীলদের উপর রাখাল হিসেবে চেষ্টা করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ এবং বিশেষত তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করেন। এতে সেসব মুসলিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তি নেই কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজের দেহের উপর শাসক এবং তারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ যেমন সম্পদের মতো। তাই যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে তাদের শরীরের উপর শাসন করে এবং তাদের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগায়, তখন তারাও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করে তার লক্ষ্য সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, এমনকি তা মানুষের অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের ভেতরের শয়তানও। প্রকৃতপক্ষে, ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ

থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে আল্লাহর হক, নিজের অধিকার এবং নিজের অধিকার আদায় করে। মানুষের অধিকার।

পরের ব্যক্তি যাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ ছায়া দান করবেন তিনি হলেন একজন যুবক যিনি মহান আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছেন। যৌবনকালে পার্থিব জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলি পাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হওয়াই এটি একটি মহান কাজ। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্কদের নিয়মিত মসজিদে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করা সাধারণ কিন্তু একজন যুবককে পর্যবেক্ষণ করা বিরল। তাই তারা যদি তাদের কামনা-বাসনাকে একপাশে রেখে মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বাগ্রে চেষ্টা করে, তাহলে তাদের প্রতিদান হবে মহান।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এই হাদিসটি এমন একজন যুবককে নির্দেশ করে না যে সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত করে। এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে অন্যান্য হালাল কাজ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে। কিন্তু এই মনোভাব খুব কমই একজন অল্পবয়সী ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় কারণ বেশিরভাগ মুসলিমরা বয়স্ক হলেই তাদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই কারণে পিতামাতা এবং প্রবীণদের জন্য তাদের সন্তানদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পিতামাতাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদের ফরজ নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য তারা তাদের বয়সে পৌঁছানোর আগে যখন তারা তাদের উপর ফরজ হয়। . এই প্রস্তুতি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে যখন তারা তাদের উপর বাধ্য হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি শিশুদের লালন-পালনের একটি দিক যা মুসলিমরা প্রায়শই উপেক্ষা করে কারণ তারা তাদের সন্তানদের জাগতিক বিষয়ে সফল হওয়ার

জন্য উৎসাহিত করে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা বিলম্বিত করে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাদের পথ স্থির করে।

কিয়ামতের দিন পরবর্তী ব্যক্তিকে ছায়া দেওয়া হবে সেই মুসলমান যার হৃদয় মসজিদের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে সেই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত যারা মসজিদে তাদের ফরয নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করে। সহীহ মুসলিম, 1481 নম্বর হাদিসটি বোঝার মাধ্যমে যে কেউ এই কাজটি না করার গুরুতরতা বুঝতে পারে। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের গৃহে আদেশ দিতে চেয়েছিলেন যারা তাদের প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। একটি বৈধ অজুহাত ছাড়া মসজিদে জামাতে নামাজ পুড়িয়ে ফেলা হবে.

এই দিন এবং যুগে একজন শ্রমজীবী মুসলমানের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে তাদের সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করা কঠিন। কিন্তু তারপরও কিছু বাদে প্রত্যেক মুসলমান প্রতিদিন মসজিদে জামাতে অন্তত কয়েকটি ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তারা দিনের বেলায় হওয়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন। এবং যারা দিনের শিফটে কাজ করেন তারা মসজিদে জামাতের সাথে রাতে পড়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন।

এই হাদিসটি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যারা নিয়মিতভাবে ইসলামিক জ্ঞান শেখানোর বা শেখার জন্য মসজিদে যায় কারণ এই কাজটি তাদের হৃদয়কে মসজিদে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

বিচার দিবসে পরবর্তী ব্যক্তি যারা ছায়া পাবে তারা যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য লোকদের ভালবাসে। এর অর্থ হল তারা যোগাযোগ করে, পরামর্শ দেয় এবং অন্যদের সাহায্য করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয় কাজের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে। তারা মানুষের কাছ থেকে যা করে তার বিনিময়ে তারা কখনই কিছু চায় না বা আশা করে না এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে। এই আন্তরিকতাই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি মুসলমানকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচার করা হবে, শুধু তাদের কাজ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা মানুষের স্বার্থে কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আন্তরিকতার সাথে কাজ করা শুধুমাত্র উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার অর্জন করে না বরং এটি এমন একটি স্থান নিশ্চিত করে যা তারা মানুষের পরিবর্তে মহান আল্লাহতে আশা করে। যখন কেউ লোকেদের মধ্যে আশা রাখে তারা অবশেষে, শীঘ্র বা পরে, তাদের দ্বারা হতাশ হবে যা শত্রুতা, ভাঙা সম্পর্ক, তিক্ততা এবং অন্যান্য পাপ এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, ৪৬৮১ নং হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা হল নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি শাখা। এর কারণ হলো নিজের ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে ইসলামের অন্যান্য কর্তব্যগুলিকে সরাসরি এগিয়ে পাবে।

বিচার দিবসে পরবর্তী ব্যক্তি যাকে ছায়া দেওয়া হবে সে ব্যক্তি যাকে ব্যভিচারের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু মহান আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে।

নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ করে যখন মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না তখন এটি একটি মহান কাজ। মুসলমানদের এমন পরিস্থিতি এড়াতে চেষ্টা করা উচিত যেখানে তারা পাপের জন্য আমন্ত্রিত হতে পারে প্রথমে এমন জায়গাগুলি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে যেখানে পাপ বেশি সাধারণ, যেমন একটি নাইট ক্লাব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তির পরিবেশ প্রায়ই তাদের মনোভাব এবং আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। একজন ছাত্রের যেমন একটি ব্যস্ত এবং উচ্চস্বরে বাড়ির তুলনায় একটি শান্ত গ্রন্থাগারে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে একজন মুসলিমের পাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যখন তারা পাপ নিয়মিত এবং প্রকাশ্যে ঘটে এমন স্থানগুলি এড়িয়ে চলে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এমন লোকদের এড়িয়ে চলা যারা প্রকাশ্যে পাপ করে এবং অন্যদেরকে তাদের দিকে দাওয়াত দেয়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন গ্রহণ করবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানদের উচিত শুধুমাত্র তাদের ভালো লোকদের সঙ্গ নিশ্চিত করা নয় বরং তাদের নির্ভরশীলদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। মুসলমানরা যদি সত্যিকার অর্থে এর দিকে মনোনিবেশ করে তবে তা নাটকীয়ভাবে যুবকদের সংখ্যা হ্রাস করবে যারা গ্যাং এবং অপরাধে জড়িত। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

পরবর্তী ব্যক্তি যাকে বিচার দিবসে ছায়া দেওয়া হবে সেই ব্যক্তি যে গোপন দান করে। যদিও প্রকাশ্যে দাতব্য দান করা অন্যদেরকে একই কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ ও উত্সাহিত করতে পারে, যা কতজন লোক তাদের আচরণ অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে একজনের পুরষ্কার বৃদ্ধি করে যা সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তবুও, গোপনে দান করা বিপজ্জনক এড়ানো যায়। দেখানোর পাপ, যা একজনের কাজকে ধ্বংস

করে দেয়। যখন একজন মুসলমান গোপনে দান করে, তখন তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে কতটুকু দান করতে হবে তার সীমা নির্ধারণ করেনি। সুতরাং একজন মুসলমানের কোন অজুহাত নেই যদি তারা এই উপদেশের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় কারণ আল্লাহ, মহান, একটি কাজের অর্থের গুণমান, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, ইসলামে দান শুধু সম্পদ দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত ভাল কাজকে পরিবেষ্টন করে, যেমন ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নেক আমলগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তি অন্যের কাছে উল্লেখ না করে গোপনে করে থাকে, আশা করা যায় যে তারা এই হাদিসটি পূরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন ছায়া পাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি যিনি বিচার দিবসে ছায়া লাভ করবেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করেন, নির্জনে এবং কাঁদেন। প্রথমত, এই প্রতিক্রিয়া যে নির্জনতার মধ্যে ঘটে তা মুসলমানদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই প্রতিক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি কারণের কারণে হতে পারে যার মধ্যে একজনের অগণিত আশীর্বাদের উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত যা তারা মঞ্জুর করা হয়েছে যদিও তারা তাদের ভুলভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব দেখায়। মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে একজনের উপলব্ধি, যখন তিনি সৃষ্টির কাছ থেকে তাদের পাপ গোপন করেন। একজন মুসলিম ক্রমাগত আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এমনকি যখন তারা পাপ করে।

একজন মুসলমানের প্রতিফলন এবং তাদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করে। একজনের উপলব্ধি যে তারা কেবল মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করবে, তাদের সৎ কাজের কারণে নয়, যা সহীহ বুখারি, 6467 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রতিক্রিয়া তখনই ঘটে যখন কেউ সত্যিকারের এই জড় জগত, পরকাল, মৃত্যু, বিচার দিবস এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে। যে এ বিষয়ে গাফিলতি করবে সে কখনই এ পরিণতি অর্জন করতে পারবে না।

প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন

সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের বক্তৃতা ও কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সেরা পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে। সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তারা তাদের খারাপ পরামর্শের উপর কাজ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এতে অন্যের ব্যবসায় জড়িত না হওয়াও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলমানকে তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে অন্যদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলতে হবে, যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলুক।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয়, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ, জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে, কারণ সেগুলি হল একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

খারাপ চরিত্র

সহীহ বুখারির ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। যদিও একজন মুসলমান যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর কাজ করে তবে তাদের বিশ্বাস হারাবে না তবুও তাদের এড়িয়ে চলা অতীব জরুরী যে একজন মুনাফিকের মত আচরণ করে বিচারের দিন তাদের সাথে শেষ হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। মানে, তারা প্রায়শই মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয়, বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত করা এবং লোকেদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অবিরত থাকে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের উদ্দেশ্যের অর্থকে সংক্রামিত করে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। এতে উভয় জগতে পুরস্কারের ক্ষতি হয়। উপরন্তু, এটি তাদের ক্রিয়াকলাপকেও কলুষিত করবে, কারণ যখন একজনের জিহ্বা মিথ্যা কথায় আসক্ত হয় তখন শারীরিক পাপ করা সহজ হয়ে যায়।

মূল হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকির পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের আমানতের খেয়ানত করে। এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো

আশীর্বাদগুলোকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা ও রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে, কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়। একজনকে অবশ্যই তাদের এবং লোকেদের মধ্যে আস্থার সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আস্থার সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এসব মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই আমানতগুলো পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে, বুঝতে এবং আমল করতে উত্সাহিত করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকির চূড়ান্ত নিদর্শন হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যে প্রতিশ্রুতি সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু এবং ঈশ্বর হিসাবে মেনে নেয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা।

লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করা উচিত, যদি না একজনের একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে, যা একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন? যেখানে সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না করা সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন কোন বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে দান, রোধ, ক্ষতি বা উপকারের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবনের মধ্যে ঘটে যাওয়া সবকিছু, যা আল্লাহ, মহান, একাই সিদ্ধান্ত নেন,

জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি এটি তাদের এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি এবং উপায় ব্যবহার করে, তখন তারা নিঃসন্দেহে তার আনুগত্য করে এবং তার উপর নির্ভর করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল আনুগত্যের সেই কর্ম যা মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে করতে আদেশ করেন যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ একজনকে শান্তি ও সাফল্য দান করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এই কাজগুলো ত্যাগ করা কেবল ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি সরবরাহ করেছিলেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 117 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে, তবে তা হল গ্রহণযোগ্য অন্যথায় এটি দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে , সে হয়তো সক্রিয়ভাবে রিজিক অন্বেষণ করবে না, এটা জেনেও যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেগুলি তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায়, যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন, মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ, এমনকি যদিও তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

যদিও এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে উপায়গুলি মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা, সেগুলি পরিত্যাগ করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথের চেয়ে কোন কিছুই উন্নত নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ যা কিছু একজনের জন্য বেছে নেন, তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে বৈধ উপায়গুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে সেগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করুন যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেবেন তা ঘটবে, যা নিঃসন্দেহে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ, তারা এটি পর্যবেক্ষণ করে বা উপলব্ধি করে বা না করে।

ক্ষমা প্রাপ্তি

জামে আত তিরমিযী, 3540 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিস মহান আল্লাহর ক্ষমার গুরুত্ব ও বিশালতার পরামর্শ দেয়। হাদিসের প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের আশায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের ক্ষমা করবেন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনে সমস্ত বৈধ প্রার্থনার জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, কেবল ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নয়। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে প্রার্থনা একটি ইবাদত অর্থ, একটি সৎ কাজ। সুনানে আবু দাউদ, 1479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যতক্ষণ না তা বৈধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া বিভিন্ন উপায়ে কবুল হয়। ব্যক্তিকে হয় তারা যা অনুরোধ করেছে তা মঞ্জুর করা হবে বা পরকালে তাদের জন্য একটি পুরস্কার সংরক্ষিত থাকবে বা তাদের সমতুল্য পাপ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই দোয়ার শর্ত ও আদব পূরণ করতে হবে।

ক্ষমা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয়ভাবে পাপ এড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, কারণ এটি পাপের উপর অবিচল থাকা অবস্থায় ক্ষমা চাওয়া সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী।

একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় মিনতি হল ক্ষমার জন্য, কারণ এটি একজনের আশীর্বাদ পাওয়ার, দুনিয়ার অসুবিধা এড়ানো এবং পরলোকগত দুনিয়াতে জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়। অধ্যায় 71 নূহ, আয়াত 10-12:

"আর বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি চিরস্থায়ী ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবে এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের জন্য নদী প্রবাহিত করবে।"

আলোচনার প্রধান হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা করা, যখন প্রার্থনা করা ক্ষমার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে তাঁর বান্দার মতামত অনুসারে কাজ করেন, যা সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলিম কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করে যে, তারা তাদের ক্ষমা করবে, এই পূর্ণরূপে জেনে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষমা বা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, মানুষ যত পাপই করুক না কেন মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তার চেয়ে বড়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সীমাহীন, তাই একজন ব্যক্তির সীমিত পাপ কখনই এটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যা প্রার্থনা করে তা বড় করে দেখাতে, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এত বড় কিছুই নেই। এটি সহীহ মুসলিম, 6812 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পাকের ক্ষমা যে অসীম, পাপের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা শুধুমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে উপহাস করা। এবং যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে তার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনেক আয়াত ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমা চাওয়ার এই কাজটি আন্তরিক অনুতাপের একটি অংশ। এটা বোঝা যায় যে ক্ষমা চাওয়া জিহ্বার একটি কাজ এবং বাকি আন্তরিক অনুতাপ কর্মের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে সরে যাওয়া জড়িত। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে প্রকৃত অনুশোচনা অনুভব করা, আবার পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, একই পাপের উপর অবিচল না থাকা তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 135:

"এবং যারা, যখন তারা কোন অনৈতিক কাজ করে বা [অপরাধের মাধ্যমে] নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং [যারা] তারা যা করেছে তার উপর স্থির থাকে না যখন তারা জানে।"

একজন মুসলমানের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ, প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ এবং এমন জায়গা থেকে সমর্থনের দিকে নিয়ে যায় যেখানে কেউ আশা করতে পারে না। সুনানে আবু দাউদ, 1518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণ, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা দুই প্রকার: বড় শিরক এবং ছোট শিরক। প্রধান ধরন হল যখন কেউ আল্লাহ, মহান বা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ সংস্করণ হল যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা। সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে বলবেন যে, তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে তারা দেখতে পাবে যে তারা শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হবে এবং তারা অন্যদের সাথে যতই ভাল ব্যবহার করুক না কেন, তারা কখনই তাদের প্রকৃত ভালবাসা অর্জন করতে পারবে না বা পাবে না। তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সম্মান করুন। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭০৫ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন কেউ মহান আল্লাহর একত্বকে উপলব্ধি করে, তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ভয় ও ভালবাসার জন্য উদ্দেশ্য করে, চিন্তা করে, কাজ করে এবং কথা বলে। এই আচরণ পাপ করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং যা কিছু গুনাহ ঘটবে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3797 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এই উক্তিটি সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। .

এই আচরণই সকল মুসলমানকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে। এর ভিত্তি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি একজনের পাপকে কমিয়ে দেবে এবং যখনই তারা পাপ করবে তখনই তাকে আন্তরিক অনুতাপের দিকে উৎসাহিত করবে। এটি উভয় জগতে ক্ষমা, শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সাথে আচরণ করা

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা।

এটা অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই উপদেশ ইসলামের সকল শিক্ষা ও কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন কেউ এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করে তারা অবশেষে শ্রেষ্ঠত্ব নামক বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। শেষেরটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণের সাথে জড়িত। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে পরিপূর্ণ হয় যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি নেক আমলের সাথে একটি পাপ অনুসরণ করা যাতে তা গুনাহকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু

সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে, তখন তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং যে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

পরিশেষে, মূল হাদিস মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের আচরণ করার পরামর্শ দেয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজনকে এটিকে গ্রহণ করা উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা শেখানো চরিত্র। এর মাধ্যমে একজন তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে। যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সঙ্গী

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত করবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়া দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া সম্ভব নয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশগুলি পালন করার মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐতিহ্যের প্রতি। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে তারা বাধা দেবে। এই মনোভাব উভয় জগতেই তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা হালাল হলেও তাদের প্রয়োজনের বাইরে, কারণ যে আশীর্বাদগুলিকে বৃথা বা পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথেই শেষ হবে, সহীহ বুখারী, 3688 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সাথে থাকা এবং তাদের জীবনধারা ও আচরণ অবলম্বন করে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। . কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তাহলে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত সঙ্গ। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

অন্ধকার এড়িয়ে চলুন

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে. অত্যাচার করা তাই একজনকে এই আলো পেতে বাধা দেবে।

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কোন ব্যক্তি কোন পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে, ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ঢেকে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে। এটি ঘুরে, পরবর্তী পৃথিবীতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদের আকারে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত পূরণে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের উপর জুলুম করে। এই আস্থা পূর্ণ হয় যখন একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান, সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আশীর্বাদের মালিক আল্লাহকে খুশি করে।

এসব নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ঈমান। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে। ঈমান হল একটি গাছের মত যার প্রতিনিয়ত যত্ন নিতে হবে এবং ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে লালন-পালন করতে হবে। এই উদ্ভিদের মৃত্যু কারো ঈমানের আলো নিভিয়ে দেবে, যার ফলশ্রুতিতে তারা উভয় জগতেই অন্ধকারে পতিত হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে হবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই সকল প্রকার নিপীড়ন এড়িয়ে চলতে হবে যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আচরণ

জামে আত তিরমিযী, 2016 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মুমিনদের মা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি অশ্লীল বা উচ্চস্বরে নন। তিনি কখনো মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেননি বরং অন্যের দোষ ক্ষমা ও উপেক্ষা করতেন।

প্রথমত, সকল মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা তাদের উপর কর্তব্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে কখনই অশ্লীলভাবে কাজ করা বা কথা বলা উচিত নয় কারণ এটি মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। এবং বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি হাশরের দিনে পৌঁছাবে তার খারাপ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় একজন অশ্লীল ব্যক্তি হিসেবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জাহান্নামে প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি, কারণ বিচারের দিনে একজনকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সহজ কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাস ও অশ্লীলতা কখনোই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

একজন মুসলিমকে উচ্চস্বরে বলা উচিত নয় কারণ এর ফলে অন্যদের, বিশেষ করে আত্মীয়দের সম্মান নষ্ট হয়। উচ্চস্বরে প্রায়ই আক্রমনাত্মক জুড়ে আসে এবং সহজেই অন্যদের ভয় দেখাতে পারে। এটা একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় একজন মুসলিমকে অবশ্যই নম্র, সদয় এবং সহজবোধ্য হতে হবে, কারণ এটি ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি দেখায়। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 19:

"...এবং আপনার কণ্ঠস্বর নিচু করুন; প্রকৃতপক্ষে, সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ হল গাধার কণ্ঠ।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানুষ যেমন নিখুঁত নয় তারা ভুল করতে বাধ্য। একজন ব্যক্তি যেমন মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চায়, তেমনি তাদের উচিত অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা। সহজ কথায়, একজন অন্যের সাথে যেভাবে আচরণ করে তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। অন্যকে ক্ষমা না করাটাও মূর্খতা , তারপরও মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যকে ক্ষমা করা এবং অন্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা দুটি আলাদা জিনিস। একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের আবারও তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে।

গুণমান গুরুত্বপূর্ণ

সহীহ বুখারী, 1417 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে খেজুরের অর্ধেক ফল দান করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে।

ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার মতো এই হাদিসটিও পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। শয়তান প্রায়শই মুসলমানদেরকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের বিশ্বাস করে যে কাজটি খুবই ছোট এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে নগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অন্যান্য অজ্ঞ মুসলিমরাও প্রায়ই অন্যদেরকে কিছু ধার্মিক কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে দাবি করে যে সেগুলি নগণ্য এবং অপ্রয়োজনীয়।

একজন মুসলমানের পক্ষে এই ফাঁদে না পড়া গুরুত্বপূর্ণ এবং তার পরিবর্তে ছোট বা বড় সকল নেক আমল করার চেষ্টা করা, কারণ মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে একজনের গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর ভিত্তিতে মানুষের বিচার করেন। এই গুণের একটি দিক হল একজনের উদ্দেশ্য, অর্থ হল, কেউ এটা খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছে বা অন্য কোনো কারণে করছে, যেমন প্রদর্শন।

একজন মুসলমানকে প্রথমে তাদের ভালো কাজের গুণগত মান সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন একটি ভালো নিয়্যত থাকা, এবং তারপর নিশ্চিত করা উচিত যে ভালো কাজের উৎস যেমন দান-খয়রাত করা

বৈধ উৎস থেকে, যে কোনো কাজের ভিত্তি আছে। অবৈধভাবে গ্রহণ করা হবে না। জামি আত তিরমিযী, ৬৬১ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর, একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা উচিত। সহীহ বুখারী, ৬৪৬৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলো নিয়মিত করা, যদিও সেগুলোকে ছোট মনে করা হয়।

উপরন্তু, নীল চাঁদে একবার একটি বড় কাজ করার তুলনায় নিয়মিত ভাল কাজ করা একজন মুসলিমকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। স্বেচ্ছাসেবী দানের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা উচিত, এমনকি তা এক পাউন্ড হলেও, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তা কিয়ামতের দিন পুরস্কারের পাহাড়ে পরিণত করবেন। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত পরিমাণের চেয়ে মানের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী নিয়মিত সব ধরনের নেক আমল করা।

সত্য বিচার

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্তে, তাদের পরিবারের প্রতি এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বাধীনে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য সহকারে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে, মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি, সেইসাথে প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। সুতরাং [ব্যক্তিগত] প্রবণতা অনুসরণ করবেন না, পাছে আপনি ন্যায়পরায়ণ হতে পারবেন না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়, যেমন স্কুল এবং মসজিদ শিক্ষক। একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার মুক্ত নয়, যেমন ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

বৃদ্ধি লাভ

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল দান করলে কারো সম্পদ কমে না।

এটা এই জন্য যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা সময়ের মতো যেকোন নেয়ামতের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। এই ক্ষতিপূরণটি তারা মূলত যা ব্যবহার করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন তাকে আর্থিক সুযোগ প্রদান করতে পারেন যা সম্পদের সামগ্রিক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি এই বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে পারে যে একজন ব্যক্তির জন্য যা কিছু ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত হয়, যা তার প্রকৃত সম্পদ, তার আচরণ বা সমগ্র সৃষ্টির আচরণ নির্বিশেষে কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে একজন ব্যক্তির রিজিক তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, কারো দাতব্য সম্পদের পরিমাণ পরিবর্তন করবে না যা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে, যেমন

সম্পদ তাদের খাদ্যে ব্যয় করা হয়েছে। পরিশেষে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের পরকালের অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পদ জমা করে। এটি এমন একজন যিনি নিজের দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করেন। এই ক্ষেত্রে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ প্রকৃত উপকারভোগী নিজেই। এটি মনে রাখা একজনকে তারা যাদের সাহায্য করে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা চাওয়া থেকে বাধা দেবে এবং এটি অহংকারকে বাধা দেবে, যেমনটি বাস্তবে, তারা যখন দান করে তখন অন্য কারও উপকার হয় না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে তখন আরও সম্মানিত হবে। এটি ঘটে যখন যে অন্যকে ক্ষমা করে তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত সম্মান মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্বে নিহিত নয় বরং তা নিহিত রয়েছে করুণাময় ও ক্ষমাশীল হওয়ার মধ্যে। সহজ কথায়, কেউ যদি তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা পেতে চায় তবে তার উচিত অন্যকে ক্ষমা করা। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী

অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে। অন্যকে ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল, একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এবং অন্যদের সাথে সম্মান এবং দয়ার সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। নম্র ব্যক্তি মানুষকে অবজ্ঞা করে না, কারণ তাদের প্রত্যেকটি ভাল গুণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত। নম্র ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, তা যে থেকেই আসুক না কেন, কারণ সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। পরিবর্তে, যখনই তারা এটির মুখোমুখি হয় তারা এটি গ্রহণ করে এবং কাজ করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহর জন্য ভালবাসা

সহীহ মুসলিম, 6548 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসতেন এমন দু'জনকে ছায়া দেবেন। বিচার এর দিন।

মহান আল্লাহ এই দুই ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন যেদিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে মানুষ যদি সূর্যের তাপ মোকাবেলা করতে কষ্ট করে তাহলে বিচার দিবসে তাপের তীব্রতা কল্পনা করা যায় কি?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এমন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর যে ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে পারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এই কারণেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসাকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা ভালো তা কামনা করা। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, নিজের উপায় অনুসারে। একজন অন্যের জন্য যে অনুগ্রহ করে তা গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং তাদের অকৃত্রিমতাও প্রমাণ করে, কারণ তারা শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের মধ্যে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে।

উপসংহারে বলা যায়, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত যা একজন নিজের জন্য শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে পছন্দ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সত্যিকারের বিশ্বাসী হওয়ার একটি দিক। এটি তখন সর্বোত্তম অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

প্রকৃত স্বাধীনতা

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করবে তাকে মহান আল্লাহ ধৈর্য দান করবেন। আর যার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট তাকে স্বাবলম্বী করা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে ধৈর্যের চেয়ে বড় উপহার আর নেই।

প্রয়োজনে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু একজন মুসলমানের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এতে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারায় তার পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে তার যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের কাছে প্রার্থনা করে সেও তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিবর্তে তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করতে শুরু করবে। মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখা, যাকে বৈধ উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং তারপর সেই ফলাফলে বিশ্বাস করা, যা আল্লাহ, মহান, একাই বেছে নেন, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করার আগে তাদের দেওয়া সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্যের উপর জোর করতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহকে জানেন, তিনি ধৈর্যশীল মুসলমানকে একটি অগণিত প্রতিদান দেবেন এই সত্যটি সম্পর্কে অজ্ঞ তার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"...অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত ধৈর্য পরিস্থিতির শুরুতে দেখানো হয়, পরে নয়। যখন কেউ পরে ধৈর্য প্রদর্শন করে, তখন এটি গ্রহণযোগ্যতা, যা এমনকি সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে অভাবী নয় এবং জিনিসের জন্য লোভী নয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হন। এটা তখন অর্জিত হয় যখন কেউ সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোত্তম যা দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ধনী যেখানে যে ব্যক্তি সর্বদা জিনিসের জন্য লোভী এবং অভাবী সে দরিদ্র, যদিও তার কাছে প্রচুর সম্পদ থাকে। এটি সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, কারো রিযিকে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত সম্পদ, যেখানে বেশি পাওয়ার লোভ একজনকে অভাবী অর্থ দরিদ্র করে তোলে।

পরিশেষে, ধৈর্য অবলম্বন করা জরুরী কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানে প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা সম্ভব নয়। অতএব, যারা এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি দুর্দান্ত উপহার।

অর্থনৈতিক ব্যাপার

সহীহ বুখারী, 2076 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যারা আর্থিক বিষয়ে নম্র, যেমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যখন তারা ঋণ পরিশোধের দাবি করে।

মুসলমানদের জন্য আর্থিক বিষয়ে লোভী না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোভ একজনকে হারামের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি যদি কেউ হারামকে এড়িয়ে যায়, লোভ একজন মুসলিমকে রহমতের এই প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত করবে, কারণ লোভ তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে বাধা দেবে। সহজ কথায়, লোভ মানুষকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষের কাছ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে কখনই তাদের পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে অন্যের সুবিধা নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে, সাধারণ অসুবিধার সময়, যেমন আর্থিক সংকট। সমস্ত আর্থিক বিষয়ে মুসলমানদের উচিত সমস্ত বিষয় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে পরিষ্কার করা, কারণ জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখা, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, প্রতারণামূলক এবং একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে যখন লোকেরা আর্থিক বিষয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মুছে যায়। এটি তাদের সম্পদের সাথে সন্তুষ্টিকে সরিয়ে দেয়, তারা যতই প্রাপ্ত এবং অধিকার করুক না কেন। এর ফলে একজন লোভী হয়ে ওঠে। একজন যত বেশি লোভী হবে, তত কম শান্তি পাবে।

পরিশেষে, যখন অন্যরা আর্থিক সমস্যায় পড়ে তখন একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি ঋণের দোলা দেয়, তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় নম্রতা এবং ভাল আচরণ দেখানো একজনের ব্যবসায়িক খ্যাতি উন্নত করবে, যা তাদের ব্যবসায়কে সাহায্য করবে। সুতরাং ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই লাভ হয়।

পরিশেষে, ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করাও একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা তাদের জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার নয়। এটা শেষের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়, শেষ হচ্ছে পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা দেখাতে ব্যর্থ হবে, সে লোভী হয়ে উঠবে। এবং লোভ সর্বদা একজন ব্যক্তির মনোযোগকে বস্তুগত জগতে উপার্জন এবং মজুদ করার দিকে নিবদ্ধ করে। এটি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। এটি তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

জীবন একটি আয়না

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা হল যে মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কেউ যদি অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলিমকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা পাওয়ার একটি সহজ উপায় হ'ল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটি সমস্ত মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রসারিত।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সম্পদ এবং জীবনে আশীর্বাদ

জামে আত তিরমিযী, 1979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখলে সম্পদ ও জীবন বৃদ্ধি পায়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মুসলমানদের কর্তব্য, কেননা তাদের ছিন্ন করা মহাপাপ। যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সহীহ মুসলিমের ৬৫১৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যা জামে একটি হাদিসে পাওয়া যায়। তিরমিযী, 1909 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার অর্থ হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করা। তাদের সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা উচিত এবং তাদের আত্মীয়দের সন্তুষ্টি নয়, কারণ এটি একজনকে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করতে উত্সাহিত করে। তাদের অধিকার পূরণ করার সময় তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা বা দাবি করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রমাণ করবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মৃদুভাবে এবং সদয়ভাবে ভালোর আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো আত্মীয় তাদের পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়, একজন মুসলিমকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও। পরিবর্তে তাদের উপকারী জিনিসগুলিতে সাহায্য করা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতাপ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যদিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারে।

মূল হাদীসে উল্লিখিত সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে আরও আর্থিক সুযোগ প্রদান করেন, যা তাদের বৈধ সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানের সম্পদকে এমন অনুগ্রহে আশীর্বাদ করেন যে এটি তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি প্রদান করে, যা বাস্তবে প্রকৃত সম্পদ। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে এই অনুগ্রহ হারাবে, যা তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন তাদের অসন্তুষ্ট বোধ করবে। এবং এটা সবসময় মনে হবে যে তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রধান হাদীসে উল্লিখিত জীবনের বৃদ্ধি বলতে বোঝায় একজনের সময়ে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যাতে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি পালন করতে পরিচালনা করে, যদিও এখনও হালাল উপভোগ করার সময় খুঁজে পায়। অত্যধিকতা, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়া এই বিশ্বের আনন্দ. কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে সে এই অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং তাই তাদের যত সামান্য দায়িত্বই থাকুক না কেন, তাদের কাছে কখনই মনে হবে না যে সেগুলি পূরণ করার এবং সংযম সহকারে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় আছে। তারা পরিবর্তে কোনো বিশ্রাম বা মানসিক শান্তি ছাড়াই একের পর এক সমস্যা নিয়ে দিন কাটাবে।

সহজ পুরস্কার

সহীহ বুখারী, 6006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মুসলমান যদি আর্থিকভাবে সহায়তা করে তবে প্রতিদিন রোজা রাখে এবং সারা রাত স্বেচ্ছায় নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে। একজন বিধবা বা একজন দরিদ্র ব্যক্তি।

এই ব্যস্ত আধুনিক বিশ্বে মুসলমানরা প্রায়শই স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন স্বেচ্ছায় উপবাস বা স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করার জন্য সময় বের করার জন্য সংগ্রাম করে। ইসলাম, বরাবরের মতো, প্রত্যেককে, তাদের জীবনধারা নির্বিশেষে, মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার একটি সুবিধাজনক উপায় দেয়। এমতাবস্থায়, একজন মুসলিম এই মহান পুরস্কার লাভের জন্য একজন বিধবা বা দরিদ্র ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এই দিন এবং যুগে দরিদ্রদের স্পনসর করা আরও সহজ কারণ তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। নিয়মিত দান করার জন্য একজন সম্মানিত এবং বিশ্বস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারেন। এবং একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং বিশ্বাস করে দান করা থেকে বিরত রাখা উচিত যে তাদের অর্থ অভাবগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাবে না কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করবেন, অর্থ গরীবদের কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। সহীহ বুখারীর ১ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল সম্মানিত ও বিশ্বস্ত দাতব্যের মাধ্যমে সঠিক নিয়তে দান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

অভাবগ্রস্তদের স্পনসর করা ব্যয়বহুল নয় কারণ বেশিরভাগ লোকেরা তাদের মাসিক ফোন বিল এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে বেশি অর্থ ব্যয় করে। দুঃখজনক সত্য হল যে প্রতিটি আর্থিকভাবে সক্ষম মুসলিম যদি একজন অভাবী ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে তা বিশ্বের দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে।

পরিশেষে, যার সামর্থ্য নেই তার উচিত তাকে উৎসাহিত করা যার সামর্থ্য আছে এবং ফলস্বরূপ তারা দান করার সওয়াব পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং, সমস্ত মুসলমানের এই সহজ পুরষ্কারটি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

প্রতিবেশী

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এতটা সদয় আচরণ করতে তাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী তাদের মুসলিম প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী হবে। .

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও এই দায়িত্বটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা একজন মুসলমানের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই এর গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করা। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে তার ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, তাহলে প্রতিবেশীকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী সেই যে ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে দেয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। [মন্দকে] সেই [কাজ] দ্বারা প্রতিহত করুন যা উত্তম; এবং তারপর, আপনার এবং তার মধ্যে শত্রুতা [হবে] যেন সে একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন তাদের প্রতিবেশী বা অন্যদের সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেবেন না এবং যখন এটি উপযুক্ত হবে তখন তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা ছোটখাটো পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যা ভবিষ্যতে তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে না, আবার জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুনরুত্থিত হবে না।

প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের প্রতিবেশীদের দোষ গোপন করা যখন তারা কোন নেতিবাচক পরিণতি হবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করবেন এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ

করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীরা তাদের সাথে ব্যবহার করতে চায়, যার মধ্যে রয়েছে দয়া এবং সম্মান দেখানো।

জান্নাত পরিদর্শন

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি যেকোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। যদিও এটি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, তবুও একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা জরুরী। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য তা করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

এছাড়াও, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার শিষ্টাচার এবং শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান, কারণ একজন অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন এবং এটি তাদের পরিবারে সৃষ্ট ব্যাঘাত কমিয়ে দেবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা।

যদি একজন ব্যক্তিকে অসুস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে অন্য সময়ে ফিরে যেতে বলা হয়, একজন মুসলমানকে অবশ্যই কোনো ক্ষোভ না রেখেই তা গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 28:

"...আর যদি তোমাকে বলা হয়, "ফিরে যাও", তাহলে ফিরে যাও, এটা তোমার জন্য অধিকতর পবিত্র। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"

যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা হয় কোন পুরস্কার পাবে না অথবা তারা কেমন আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎ কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

ইতিবাচক চিন্তা

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমের উচিত যেখানে সম্ভব বিষয়গুলিকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করা। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যদি ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে জিনিস ব্যাখ্যা করা একটি শক্তিশালী মানসিক রোগের জন্ম দেয়, যেমন প্যারানয়া। যে প্যারানিয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের জন্য সন্দেহ করবে। এটি সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যেমন বিবাহ।

একজনকে ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। যদিও, সবসময় নেতিবাচক উপায়ে জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করা একজনকে সবসময় অন্যদের প্রতি নেতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভাল হয়। এটি কেবল একজনকে অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ ..."

জনসমাবেশ

সুনানে আবু দাউদ, 4815 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, জনসাধারণের সামনে মিলিত হওয়ার সময় জনগণকে অবশ্যই সর্বজনীন রাস্তার অধিকার পূরণ করতে হবে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের উচিত তাদের দৃষ্টি নত রাখা এবং তাদের জন্য হারাম জিনিসের দিকে তাকাবে না। আসলে, একজনের উচিত তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের জিহ্বা এবং কানকে একইভাবে রক্ষা করা। এটি অর্জন করা হয় যখন কেউ এমন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়।

এই হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল, তারা যেন তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এতে বক্তৃতা আকারে ক্ষতি, যেমন অশ্লীল ভাষা এবং গীবত করা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। যদি তারা এটি করতে না পারে, তবে তারা অন্তত যা করতে পারে তা হল তাদের শারীরিক এবং মৌখিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, অন্যকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে একজনের কথার মাধ্যমে শান্তির ইসলামিক অভিবাদনের সূচনা করা এবং অন্যের কাজ এবং অন্য বক্তৃতায় শান্তি দেখানো অন্তর্ভুক্ত। নিজের কথার মাধ্যমে অন্যের কাছে শান্তি প্রসারিত করা এবং তারপর তাদের কাজ এবং অন্য কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা খাঁটি ভণ্ডামি।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি মুসলমানদেরকে ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার পরামর্শ দেয়। জামে আত তিরমিযী, 2172 নম্বর হাদিসে বর্ণিত তিনটি স্তর অনুযায়ী এটি করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর হল ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের কর্মের সাথে করা। এর পরের স্তরটি হল একজনের কথার সাথে এটি করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, গোপনে অন্তরের অর্থ দিয়ে করা। এ দায়িত্ব সর্বদা ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী এবং নম্রভাবে পালন করতে হবে। যেখানে সম্ভব, অন্যদের বিব্রত এড়াতে এটি ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ভাল পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটি উপযুক্ত সময়ে করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, একজন রাগান্বিত ব্যক্তি শান্ত হওয়ার পরে, কারণ ভুল সময়ে ভাল পরামর্শ প্রায়শই অকার্যকর হয়। প্রায়শই মুসলমানরা সঠিক জিনিসের উপদেশ দেয় কিন্তু তারা যেমন কঠোর উপায়ে তা করে, তারা শুধুমাত্র মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সদয় আচরণের সাথে সঠিক জ্ঞানকে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক যাতে ভালো পরামর্শ অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"সুতরাং আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করা এবং প্রয়োগ করা কঠিন, তাই একজনকে নিরাপদ বিকল্প বেছে নেওয়া উচিত এবং জনসমক্ষে অন্যদের সাথে সামাজিকীকরণ কম করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

উপসংহারে, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা এবং প্রদর্শন করা।

অল ইভিলের চাবিকাঠি

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন মুসলিমকে কখনই মদ সেবন করা উচিত নয়, কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে, কারণ অ্যালকোহল একজনের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল সেবন এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করাকে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের একটি চাবিকাঠি। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, মুসলিমদের এমন কাউকে অভিবাদন না করার পরামর্শ দেয়। নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যে এটি উত্পাদন করে, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

যদিও, অ্যালকোহল আসক্তি ভাঙা কঠিন, তবুও কম নয়, একজনকে অবশ্যই এমন সমস্ত জিনিস এড়াতে কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে যা তাকে এর দিকে প্রলুব্ধ করবে, যেমন খারাপ বন্ধু। তাদের অবশ্যই কাউন্সেলিং সেশনের মতো তাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত সহায়তা ব্যবহার করতে হবে। তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই বিষয়গুলো তাদের এই বড় পাপ থেকে ভালোর জন্য দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে।

সত্যিকারের আভিজাত্য

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। তাকে, এবং তাকে ধূলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, এর ফলে কিছু লোককে এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, নাম তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাদের দৃষ্টিতে মর্যাদা তত বেশি হয়। মহান আল্লাহর। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকেরা তৈরি করেছে, যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

অবশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে, কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেই লোকদের মত যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক ঐতিহ্য ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা, তথাপি তাঁর অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলিমদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে।

অবশেষে, মানবজাতির উৎপত্তির কথা মনে রাখা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে অন্যের প্রতি নীচু দৃষ্টিতে দেখতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। গর্ব একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করবে, যখন এটি তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোন

কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

কৃতজ্ঞতার দুটি অংশ

জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল নেয়ামতের উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তিনি কম নন, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ কখনো কখনো একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন তার পিতামাতা। যেহেতু মাধ্যমগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ভাল চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বদা তাদের আকার নির্বিশেষে অন্যদের কাছ থেকে যে কোনও সাহায্য বা সমর্থন প্রাপ্তির জন্য প্রশংসা করতে হবে। তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনি আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে তাদের সাহায্য করেছে, কারণ তারাই সেই মাধ্যম যা সৃষ্টি ও মনোনীত করেছে। মহান আল্লাহ। একজন মুসলমানের উচিত মৌখিকভাবে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান দিয়ে, তাদের উপায় অনুসারে, যদিও এটি তাদের পক্ষে কেবল একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যার অর্থ, একজন ব্যক্তি, সে মহান আল্লাহকে সরাসরি দেখানোর সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না এবং তাই তাকে নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যদি একজন মুসলিম আশীর্বাদ বৃদ্ধি করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে যেমন আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি।

কৃতকর্মের বিনাশ

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সমস্যা মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনি সেই নিয়ামত দান করেছেন যা হিংসা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে বরকত বাজেয়াপ্ত করার জন্য তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন ঈর্ষাকারী মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী নিজে আশীর্বাদ না পায়। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিককে তাদের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকার পাপ নয়, তবে হিংসা যদি পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে তা অপছন্দনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষাকে কখনই অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দিতে হবে না।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে আশীর্বাদ বরাদ্দ করেন। অর্থ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দান করেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহারে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। এটি আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে, কারণ এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

উপরন্তু, এটি মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা ক্রমাগত ঈর্ষাকারী কখনই পায় না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্নীতি

জামে আত তিরমিযী, 1337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

একটি অভিশাপ মহান আল্লাহর রহমত অপসারণ জড়িত. যখন এটি ঘটে, তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী শান্তি ও সাফল্য সম্ভব হয় না। ঘুষের মাধ্যমে ধন-সম্পদের মতো যা কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তা উভয় জগতেই বড় কষ্ট, চাপ ও শাস্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যদি না কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। যেহেতু ঘুষ বেআইনি, সেহেতু যে কোনো ভালো কাজ যা ব্যবহার করা হয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। এমনকি যদি ঘুষ গ্রহণকারী কোনোভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, মানুষের বিরুদ্ধে তাদের পাপ বিচার দিবসে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে ঘুষের বড় পাপ বিশ্বের সমস্ত অংশে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পার্থক্য শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে

এবং আরও উন্নত দেশে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘুষের সাথে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে উপহার দেওয়ার জন্য, যা তাদের নয় এমন কিছু লাভ করার জন্য। শুধুমাত্র একটি ঘুষ একটি পাপ হিসাবে রেকর্ড করা হবে না যখন কেউ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়. এক্ষেত্রে অভিশাপ যে ঘুষ খায় তার উপর।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমরা যদি ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই সেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হয় তখনই তা প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করবে। এই লোকেদের এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দেখেন যে তারা নিজেরাই দুর্নীতির চর্চা করে। কিন্তু যদি সমাজ, ব্যক্তি পর্যায়ে, এই অনুশীলনগুলি প্রত্যাখ্যান করে, তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না, কারণ তারা জানে যে লোকেরা এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

সঠিকভাবে কমান্ডিং

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে জনপ্রিয়তা অর্জনের মতো অন্যান্য কারণে উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করেন এবং একদিকের আসনে সন্তুষ্ট হন না, কারণ তারা একটি কেন্দ্রীয় আসন চান। যখন তাদের উদ্দেশ্য এমন হল, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব সরিয়ে দিলেন এবং এইভাবে তাদের এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

"তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে, কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলিমদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যদিও উপদেষ্টার সংখ্যা কয়েক বছর ধরে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন

সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কারণ এটি অতীতের জাতিগুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলিমদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস আছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন ব্যক্তিকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত, কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ না করে বাধ্যতামূলক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে, সঠিকভাবে, অর্থ, তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলীর সাথে তাদের পূরণ করা।

একজন মুসলিমের উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদিসে উল্লেখিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের নিজেদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। কারও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের

টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একজনের পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখা একজনকে তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে কিনা, যেমন কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

পরিশেষে, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মূল হাদীসে উল্লিখিত মানসিকতা থেকে দূরে থাকবে, বিশেষ করে, যখন তারা ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করবে, কারণ একজন ব্যক্তি সহজেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার উপায় হতে পারে। ইসলামের উপর একাডেমিক অধ্যয়ন যা তাদের জীবন ও আচরণের উপর কোন ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে না। শেষোক্ত মনোভাব সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কেউ গবেষণা ও জ্ঞানের বিষয়ে অধ্যবসায় বজায় রাখে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না। এটিকে সহজেই এমন জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেননি বা যা হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে আলোচনা করেননি। নির্দেশনার এই দুটি উত্সে আলোচনা করা হয়নি এমন সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক এবং তাই উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে এই দুই সূত্রে হেদায়েত নিয়ে আলোচনা করা যেত। অতএব, নির্দেশের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত যে কোনো ধর্মীয় জ্ঞান প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্যই গবেষণা ও কাজ করতে হবে, অন্য সব ধর্মীয় জ্ঞান এড়িয়ে চলতে হবে।

গর্বিত

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে, তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

“আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের আসল মর্যাদা সম্পর্কে

অবগত নয়। তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের অনেক পাপের কারণে মহান আল্লাহ তায়ালার অপছন্দের সময় তারা করেছেন এমন কিছু অকৃত্রিম এবং অসম্পূর্ণ ভাল কাজের কারণে তারা মহান। উপরন্তু, অন্যের দিকে তাকানো বোকামি কারণ কেউ নিজের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। অর্থ, তারা যাকে তুচ্ছ মনে করে সে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে অথচ সে কাফের হয়ে মারা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে নিজের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়, কারণ মহান

আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে, তা কার কাছ থেকে আসে তা নির্বিশেষে, কারণ তারা জানে যে সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অন্যের দিকে অবজ্ঞা না করে, তারা অন্যদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আন্তরিক কর্মের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করে, সর্বাবস্থায় আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন। তারা বুঝতে পারে যে একজনের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করবেন, সে অনুযায়ী তারা অন্যদের সাথে আচরণ করবেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম

সহীহ বুখারি, 39 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ধর্ম সহজ এবং সোজা। এবং একজন মুসলিমের নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয়, কারণ তারা তা পালন করতে পারবে না।

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের অতিরিক্ত বোঝার দাবি করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সরলতার শিক্ষা দেয়, যা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। একজন মুসলিমের উচিত প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা, যেগুলো নিঃসন্দেহে রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করার জন্য তাদের শক্তি একজন মুসলিমকে তাদের বহন করার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের 286 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর

আমল করতে পারে। এটি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর প্রেমকে আকর্ষণ করে।

যদি কোন মুসলমান এই আচরণে অটল থাকে তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজেদের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হবে। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে পারে। এবং অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার মাধ্যমে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে। তাই ভারসাম্যই সর্বোত্তম, যা ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

ইসলাম যেমন সহজ, তেমনি হালাল ও হারাম স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং মেনে চলা সহজ। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের উপর গবেষণা ও কাজ করে নিজের বা তাদের নির্ভরশীলদের জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করা উচিত নয় যা নির্দেশনার অর্থের দুটি উৎস, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত নয়। যখন কেউ এই দুটি সূত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন তারা ইসলামকে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করা সহজ মনে করবে।

পরিশেষে, বর্ধিতভাবে একজনকে তাদের পার্থিব জীবনকে সহজ রাখার চেষ্টা করা উচিত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ অতিরিক্ত অপচয় ও অপচয় এড়িয়ে তাদের চাহিদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী বস্তুগত জগতের জন্য চেষ্টা করে, যেমন হালাল সম্পদ। এটা যত বেশি মেনে চলবে তাদের পার্থিব জীবন ততই স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। যখন এটি তাদের সরল ধর্মের সাথে মিলিত হয়, তখন এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

প্রকৃত জ্ঞান

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সব কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। কিছু গাছ অন্যদের উপকার করার জন্য এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে, যেমন একটি ফল গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফলগুলি খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা, কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার সাথে তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া একজন ডাক্তারের মতো যে মানুষের চিকিৎসা করার জন্য তাদের ওষুধের জ্ঞান বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। একইভাবে তারা নিজের বা অন্যদের উপকারে আসে না, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী এবং তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ একজন মুসলমানও না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে একটি গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে জ্ঞানের বই বহন করে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

উপরন্তু, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। এটা নিছক বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের

সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

অবশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল অন্যদের কাছে সঠিকভাবে দৃঢ় প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের অর্পণ করা হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। বরং তর্ক-বিতর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং অন্যদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর।

বাস্তব বিনয়

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। নিরর্থক জিনিসগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসে সেগুলি একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা হবে এবং তারা প্রায়শই পাপ করার প্রথম পদক্ষেপ। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও গোপন ভিত্তি, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ও বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন ও ব্যবহার।

মহান আল্লাহর কাছে বিনয়, মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা কখনই মৃত্যুর মুখোমুখি হবে তা নিশ্চিত নয়। এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবী তাদের স্থায়ী বাড়ি নয় এবং তারা অবশ্যই এটি থেকে সরে যাবে। এটি মনে রাখা একজনকে তাদের গন্তব্যের অর্থ, পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবে। এই প্রস্তুতির সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর স্মরণ এড়িয়ে চলে, সে তাদের পরকালের অনিবার্য সফরের প্রস্তুতিকে অবহেলা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করবে এবং তাদের আশীর্বাদ ও সম্পদ দুনিয়াকে উপভোগ ও সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করবে । এই মনোভাব একজনকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখবে এবং এর ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা অপ্রয়োজনীয়তা ছাড়াই, কারণ এগুলো মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যেও একজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা পাবে। এই সাফল্য এবং শান্তি তাই শুধুমাত্র এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলি উপভোগ করার চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে অর্জিত হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সঠিকভাবে অভিনয়

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুসারে নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয়, কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির থেকে অনেক উচ্চতর। মধ্যপন্থা একজনকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনো অবহেলা থেকে বিরত রাখে, তা সে আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতিই হোক না কেন। সংযম একজনকে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা অতিরিক্ত, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়াই বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় আছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, মুসলিমরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপরন্তু, কেউ যত ভালো কাজই করুক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য তারা কখনই পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে না। এই তথ্যগুলি বোঝা একজনকে অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের ভালবাসা অর্জন করা

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিভাবে আল্লাহর ভালবাসা, মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং মানুষের ভালবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর ভালবাসা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে, যা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে। অর্থ, একজন মুসলিমের উচিত এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। জড় জগতের কোন কিছু যা এই জিনিসগুলিতে সাহায্য করে তা বাস্তবে জাগতিক জিনিস নয়। অতএব, তাদের এড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে যা এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেয় বা বাধা দেয়। যখন কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে।

এভাবেই একজন মুসলিম বিশ্বকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়। এভাবেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে, কারণ এই মনোভাব তাদের তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা মহান আল্লাহর ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবশেষে, একজন মুসলমান তাদের পার্থিব সম্পদ কামনা না করে মানুষের ভালোবাসা পেতে পারে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি তখনই অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে যখন তারা অনুভব করে যে অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পত্তি কামনা করে বা যখন অন্যরা সক্রিয়ভাবে পার্থিব জিনিসগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করে যা তারা নিজেরাই চায়। অর্থ, নিজের যা আছে তা হারানোর ভয় এবং অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি কামনা করে তা হারানোর ভয়, অন্যের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। যদি একজন মুসলিম এই হাদীসের প্রথম অংশের উপর আমল করার পরিবর্তে নিজেকে দখল করে তবে এটি তাদের অতিরিক্ত পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখবে যা অন্যরা কামনা করে, কারণ এই আকাঙ্ক্ষাগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের জন্য। আর যদি কোনো মুসলমান অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে, যা সুনানে আন নাসাই-এর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, যা প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন, তাহলে তারা মানুষের ভালোবাসাও লাভ করবে।

তর্ক

জামে আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে চলে, যদিও তারা সঠিক হয়, তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর দেওয়া হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য তর্ক বা বিতর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে বিজয়ী হওয়া কোনোভাবেই কারো পদমর্যাদা বাড়ায় না। উভয় জগতেই একজনের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন তারা তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো, কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এই সঠিক মানসিকতা যা 16 অধ্যায় আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং মনে করিয়ে দিন আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে একজন মুসলমানের তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ এই মতবিরোধকে ধরে রাখে, সময়ের সাথে সাথে এটি তাদের এবং অন্যদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এটি এমনকি মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যদের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই নীতি বোঝা এই পৃথিবীতে শান্তি খোঁজার একটি শাখা।

ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার সাথে দ্বিমত পোষণকারী অন্যদের সাথে তর্ক করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। পরিবর্তে, একজনের উচিত তাদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাদের

অধিকার পূরণ করা, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের সাথে অযথা মেলামেশা এড়িয়ে চলা।

গসিপ ছড়ানো

সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ায়, তা সত্য হোক বা না হোক, যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ভেঙ্গে ও ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান, কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয়। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দাকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র সময় গল্প বহন গ্রহণযোগ্য যখন কেউ একটি বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা হয়.

একজন মুসলমানের জন্য এটি একটি কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

“হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও…”

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 12:

"কেন, যখন তোমরা এটা শুনেছ, তখন কি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের [অর্থাৎ একে অপরকে] ভালো মনে করেনি এবং বলে নি, "এটি একটি প্রকাশ্য মিথ্যা"?

একজন মুসলিমের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরানে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের বা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ…"

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির সাথে অন্যদের নিয়ে গসিপ করে, সে অন্যদের সাথেও সেই ব্যক্তির সম্পর্কে গসিপ করবে।

পরিশেষে, গল্পের বাহক মানুষের সাথে অন্যায় করেছে, যতক্ষণ না তাদের ভুক্তভোগীরা তাদের প্রথমে ক্ষমা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। যেহেতু মানুষ এতটা করুণাময় এবং ক্ষমাশীল নয়, এটি গল্প বাহককে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে, বিচারের দিনে গল্প বাহক তাদের শিকারের পাপ

গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পরিশেষে, মূল হাদিসে জান্নাত হারানোর সতর্কবাণী একজন গল্পকারের জন্য সহজেই ঘটতে পারে, কারণ তারা যে বিদ্বেষপূর্ণ গসিপ শুরু করেছিল তা সহজেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রদায় এবং এমনকি বিশ্ব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ফলস্বরূপ, গল্পের বাহক যিনি পরচর্চার সূচনা করেছেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির পাপের অংশীদার হবেন যারা এই গসিপ নিয়ে আলোচনা করে। এবং তাদের পাপ তাদের মৃত্যুর পরেও বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের শুরু করা গসিপ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা এড়িয়ে চলার মাধ্যমে এই বিপজ্জনক পরিণতি এড়াতে হবে, ঠিক যেমন তারা অন্যদের তাদের সম্পর্কে গসিপ করা অপছন্দ করে। যদি একজনকে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতেই হয় তবে তাদের ইতিবাচক উপায়ে তা করা উচিত অন্যথায় তাদের চুপ থাকা উচিত।

আপনার যত্ন অধীনে

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে সেই সমস্ত আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন একজনের দেহ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখকে হালাল জিনিস দেখার জন্য, তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল ও উপকারী কথা বলার জন্য এবং তাদের সম্পদকে উপকারী ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদেরও প্রসারিত করে, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেমন

তাদের জন্য প্রদান করা এবং নম্রভাবে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করা। একজনের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে পার্থিব বিষয় নিয়ে। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে, কারণ এটি এখন পর্যন্ত শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই আল্লাহকে মানতে হবে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদিস অনুসারে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ এবং তাই বিচারের দিনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতিটি সর্বদা [যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে]।"

বিশ্ব জড়ো হয়েছে

জামে আত তিরমিযী, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিপদ থেকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং সারাদিনের জন্য খাবার খায়, সে যেন পৃথিবী। তাদের জন্য জড়ো হয়েছে।

এই দিন এবং যুগে, যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ অনিরাপদ দেশে বসবাস করছে, একজন মুসলিম যে নিরাপত্তার আশীর্বাদ পেয়েছে তার উচিত তাদের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ থেকে বিরত থেকে। নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তের মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মসজিদে জামাতের নামাজ এবং জ্ঞানের ধর্মীয় সমাবেশের জন্য ভ্রমণের সুবিধা নেওয়া উচিত।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের কাছে এই নিরাপত্তার অনুভূতি প্রসারিত করা, যাতে পুরো সমাজ বিপদ থেকে নিরাপদ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সহজ কথায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে মান্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সুবিধা নিতে হবে, কারণ এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা প্রায়শই সত্যই প্রশংসা করা হয় যতক্ষণ না এটি হারিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তারা অবশেষে তাদের সুস্বাস্থ্য হারালে তাঁর সমর্থন পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে একই সৎ কাজ করার জন্য সওয়াব পাবে যা তারা সুস্থ থাকার সময় করত, এমনকি যদি তারা তাদের অসুস্থতার কারণে সেগুলি আর না করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তাদের এই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করার মধ্যে এই বস্তুগত জগতে নিজের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অতিরিক্ত অপচয় এবং অপচয় এড়ানো যায়।

একজন ব্যক্তির প্রধান উদ্বেগের একটি হল তাদের বিধান। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিদিনের রিজিক পান তার উচিত তাদের অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চিন্তা করা এবং চাপ না দিয়ে আগামীকালের জন্য পরিকল্পনা করা, কারণ তাদের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও একজনকে একটি সরল জীবনধারা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলির জন্য কেউ যত বেশি চেষ্টা করবে, তত বেশি চাপ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, যে একটি বাড়ির মালিক তার দুটি বাড়ির মালিকের তুলনায় কম চাপ এবং জিনিসগুলি মোকাবেলা করতে হবে। এ

কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তাদের পরিবর্তে যাদের কাছে বেশি আছে, কারণ এটি তাদের হতে বাধা দেবে। মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ভুলভাবে অন্যের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, যা তাদের নিজের জীবনের চেয়ে ভালো বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ লোকেরা প্রায়শই সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন আরও ভাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধারণাটি সত্য নয়, কারণ যারা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে তারা হয়তো এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যা অন্যরা তাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় না। একজন বহিরাগত শুধুমাত্র একটি অগভীর দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি তারা পুরো গল্পটি দেখতে পায় তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকেই সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তারা যা-ই হোক বা কত বিখ্যাত হোক না কেন, তাদের নিখুঁত জীবন নেই। প্রায়শই এই ভুল ধারণা মিডিয়ার কারণে হয়। কিন্তু লোকেরা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় যে মিডিয়ার উদ্দেশ্য হল সেলিব্রিটিদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছবি আঁকা যা পড়তে আকর্ষণীয় দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি তারা শুধুমাত্র চিনির প্রলেপ ছাড়াই তথ্য জানায়, তবে তাদের বেশিরভাগ গ্রাহক তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

মুসলমানদের অবশ্যই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি শয়তানের একটি হাতিয়ার যারা এটি ব্যবহার করে মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই হাদীসে যে সঠিক মন-মানসিকতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি

অকৃতজ্ঞ হতে বাধা দেবে। যখনই একজন মুসলিম অকৃতজ্ঞ বোধ করে তখনই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত অগণিত লোকের দিকে যারা গুরুতর দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করবে, তিনি তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য। এই কৃতজ্ঞতা কার্যত দেখানো হয় যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

ঘাস বেড়ার অন্য পাশে সবুজ নয়, এটি আসলে নিজের পাশে যথেষ্ট সবুজ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সর্বদা তাদের থেকে ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের পালন করা উচিত। এই মনোভাব একজনকে অলসতা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখবে যখন তারা তাদের থেকে কম নিবেদিত ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ইসলামের প্রতি কম নিবেদিত অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা এমনকি একজনকে তাদের পাপের ন্যায্যতা এবং ছোট করতে উত্সাহিত করতে পারে, যা অবলম্বন করা একটি বিপজ্জনক

পথ। যারা ইসলামের প্রতি আরও নিবেদিত তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের উত্সর্গে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

বিচার কর্ম

জামে আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ধার্মিকতা হল উত্তম চরিত্র এবং একটি পাপ একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এর কাজকারী অন্যরা এটি সম্পর্কে জানতে অপছন্দ করবে।

এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে, সকল কল্যাণ ও ন্যায়পরায়ণতার মূল হচ্ছে উত্তম চরিত্র। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়ে। আর এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। এটি পূর্ণ হতে পারে যখন একজন মানুষের সাথে একইভাবে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা জরুরী কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় এটিই হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যে নামায ও রোযা রাখে তার সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটিও নির্দেশ করে কিভাবে একজনের কর্মের বিচার করতে হয়। একটি পাপ এমন কিছু যা একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তৈরি করে এবং পাপী অন্যদের তাদের কর্ম সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া অপছন্দ করে। যদি

একজন মুসলিম এই উপদেশ মেনে চলে তবে তারা বেশিরভাগ পাপ থেকে দূরে থাকবে, কারণ মানুষ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা তাদের অধিকাংশ পাপ করার সময় সতর্ক করে। এই দোষী বিবেক প্রকৃতপক্ষে, একটি প্রমাণ যে একজনের আত্মা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করার জন্য পূর্বাভাসিত হয়েছে, কারণ একজন ব্যক্তি পাপের প্রতি নেতিবাচক বোধ করে, এমনকি যখন তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে তারা মানুষের দ্বারা তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে না, যেমন পুলিশ হিসাবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমদেরকে এখনও ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এই অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ সমস্ত পাপের সাথে ঘটে না এবং তারা যদি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তবে তারা এই সতর্কীকরণ ব্যবস্থাটি হারাবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এটি কম নয়, এটি এখনও পাপ থেকে একটি দুর্দান্ত প্রতিরোধ, যা মুসলমানদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

প্রকৃত ধৈর্য

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

প্রথমত, ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, যখনই তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, যা কিছু চয়ন করেন তা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হন। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেমন কোনো আত্মাকে তাদের সামলানোর চেয়ে বেশি বোঝা দেন না, তাই ধৈর্য প্রদর্শন না করার এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার অজুহাত কাউকেই ছাড়েন না। একটি অসুবিধার সূত্রপাত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে থাকে, অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দেয় যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে, এটি ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য দেখানো। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

মুসলমানদের অধিকার

সহীহ বুখারী, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে, যদিও জবাব তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূরণ করতে হবে। কাউকে শান্তির ইসলামী অভিবাদন জানানো এবং তারপর তাদের কাজ বা অন্য কথার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা অত্যন্ত ভণ্ডামি। উপরন্তু, এই শান্তি অবশ্যই অন্যদের দেখানো উচিত যারা উপস্থিত নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে দুজন মুসলমান একে অপরকে অভিবাদন জানায়, তাদের কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমেও অন্যের ক্ষতি করা উচিত নয়। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল অসুস্থদের দেখতে যাওয়া। একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা দেওয়া হয়। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যায় তবে অসুস্থদের বেশিরভাগই এই সহায়তা পাবে। একটি সুবিধাজনক সময় ব্যবস্থা করার জন্য একজন মুসলমানকে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার আগে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা ও কাজ পরিহার করতে হবে, যেমন পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন

মুসলিম আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের অস্বস্তি এড়াতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

পরবর্তীতে, একজন মুসলমানের, যখন সম্ভব, অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত, কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুবিধা, যার মধ্যে একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। যেমন একজন অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নিতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে চায়, তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। উপরন্তু, একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তার মতো আরও কোনো সহায়তা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করার একটি চমৎকার উপায়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন তারা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য চায়। প্রকৃতপক্ষে, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করেন, তিনি তাঁর সমর্থন লাভ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের উচিত খাবার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা, যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কাজ না হয়, যা আজকের যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়, কারণ এটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং স্বর্গীয় শাস্তির আমন্ত্রণ। এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া উচিত যেখানে হালাল জিনিসগুলি সংঘটিত হয় এবং উপকারী পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একজনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা নিরর্থক এবং মন্দ

কাজ এবং কথাবার্তা এড়াতে পারে অন্যথায় সামাজিকতা এড়িয়ে যাওয়া তাদের জন্য ভাল।

পরিশেষে, আলোচনার মূল হাদিসটি মুসলমানদেরকে সেই মুসলমানের জন্য দো'আ করার পরামর্শ দিয়ে শেষ হয় যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি একজনকে সর্বদা অন্যদের, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে। তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের উপকার করার জন্য চেষ্টা করা, যার ফলে তাদের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা কামনা করা বা আশা করা উচিত নয়, যেমন তাদের পক্ষে একটি প্রার্থনা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

অন্যদের ত্যাগ করা

সহীহ মুসলিমের ৬৫৩৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা পার্থিব কারণে অন্য মুসলমানদের পরিত্যাগ করে। যদিও ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা বৈধ, তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা অনেক বেশি শ্রেয়। এই আচরণ পাপীদেরকে তাদের পরিত্যাগ করার চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে উত্সাহিত করতে অনেক বেশি কার্যকর হবে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মুসলমানদেরকে একত্রিত হতে এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ ঐক্য শক্তির দিকে নিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ থাকায় তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করা একটি কারণ যে সময়ের সাথে সাথে

মুসলমানদের সাধারণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে যদিও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্থিব বিষয়ে মুসলমানদেরকে তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে যেখানে তারা অন্য মুসলমানকে এড়িয়ে যেতে পারে। এই ছাড়ের কারণ হ'ল নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে এবং বেশিরভাগ লোকের এটি অর্জনের জন্য সময় লাগে এবং জাগতিক সমস্যাটি উপলব্ধি করার সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা মূল্যবান নয়। যারা তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সংগ্রাম করে তাদের এই ছাড়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং যার সাথে তারা রাগান্বিত তা এড়িয়ে চলা উচিত, যেমন একজন প্রায়ই রাগ করার সময় এমন কিছু করে এবং বলে যা উভয় জগতের আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম মানুষের মানসিকতার সাথে পুরোপুরি উপযোগী এবং তাই আচরণবিধি নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনায় নেয়।

যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ের জন্য অন্য মুসলমানদের তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করে, তার ভয় করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমতে তাদের পরিত্যাগ করা হবে, যেমনটি তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেমন আচরণ করেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জান্নাতের গ্যারান্টি

সহীহ বুখারী, 6474 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তাদের মুখ ও সতীত্ব রক্ষা করে।

উল্লিখিত প্রথম জিনিসটি একজনের বক্তৃতা রক্ষা করার ইঙ্গিত দেয়। অর্থ, একজন মুসলিমকে অবশ্যই গীবত করার মতো সব ধরনের মন্দ কথা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ বিচারের দিন কাউকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সমস্ত নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা কারণ এটি শুধুমাত্র একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে। উপরন্তু, নিরর্থক বক্তৃতা প্রায়শই পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ, তাই এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয় ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচিত প্রধান হাদিসটি হারাম খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ দেয়। এর ফলে একজনের সমস্ত সৎ কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে, তাদের উদ্দেশ্য নির্বিশেষে। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেভাবে একজনের উদ্দেশ্য, ইসলামের বাহ্যিক

ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা । ইসলামের এই দুই ভিত্তিকে সংশোধন না করে কেউ ইহকাল ও পরকাল উভয়েই শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।

আলোচিত প্রধান হাদীসের দ্বিতীয় দিকটি মুসলমানদেরকে তাদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়। একজন মুসলমানকে এই অর্জনের একটি উপায় দেওয়া হয়েছে, তা হল বিবাহ। যদি একজন মুসলিম বিয়ে করার মতো সঠিক অবস্থানে না থাকে, যেমন আর্থিকভাবে, তাহলে তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করে। সহীহ বুখারি, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিজের সতীত্ব রক্ষা করা অত্যাবশ্যক, কারণ অবৈধ সম্পর্ক সবসময় অবাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত সন্তানের দিকে পরিচালিত করে, নিজের অংশীদারদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয় এবং ঘর ভাঙা হয়, যা অপরাধ বৃদ্ধি করে। , মানসিক ব্যাধি এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা ব্যাপকভাবে।

পরিশেষে, যেহেতু এই দুটি দিক একত্রিত হয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই এই কারণেই আল মুজাম আল আওসাত, 992 নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে বিয়ে করাকে একজনের বিশ্বাসের অর্ধেক পূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জান্নাতে প্রবেশ করা

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

প্রথমটি হল হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিজের জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সম্পদের মতো অবৈধ জিনিস প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা এড়ানো। সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, হারাম রিযিক ব্যবহারকারী মুসলিমের নেক আমল মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। হালাল রিযিক পাওয়া ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর, এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। যেহেতু নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য হালাল রিযিক বরাদ্দ করা হয়েছিল, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানকে তাই পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে এটি পাওয়ার জন্য তাদের শক্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। তারা এটা গ্রহণ করবে। এটি তাদের বেআইনী অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা। এর অর্থ কেবল তাদের শেখা নয় বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের উপর অভিনয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন মুসলিমকে কখনই তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হবে বা তাদের ভুল ব্যাখ্যা করতে হবে না। তারা তার ঐতিহ্যের অগ্রাধিকারের ক্রম পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয় অর্থ, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি প্রথমে অ-প্রতিষ্ঠিত অর্থ, অ-নিয়মিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা উচিত। যেহেতু মহানবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের বাস্তব আদর্শ, তাই বাস্তবিকভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে ইহকাল বা পরকাল উভয়েই সফলতা ও শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো মানুষের ক্ষতি থেকে দূরে রাখা। এটি পূরণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। যে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এর পরিবর্তে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখবে না বরং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সাহায্য করবে।

পবিত্র কুরআনের অনুসরণ

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় এটি অনুসরণ করবে বিচারের দিন এটি দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে কাজ করবে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন পবিত্র কুরআনের বাস্তব বাস্তবায়ন। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলির উপর কাজ করে। কিন্তু যারা এটিকে উপলব্ধি ও আমল করা এড়িয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তারা বিচারের দিন এই সঠিক দিকনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবলমাত্র তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত, যা একটি অসুবিধার সময় সরানো হয় এবং তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল দুনিয়ার কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর জন্য পথ প্রদর্শন করা। পবিত্র কুরআন না বুঝে ও আমল করা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ আবৃত্তি কেবল যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কেনেন তবুও এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

ইবাদতের চেয়ে উত্তম

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা, এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে, স্বেচ্ছায় নামাজের 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলিকে কার্যত বাস্তবায়ন করা। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শুধুমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ের উপর আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা 1000 সাইকেল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে, যদিও তারা বাস্তবে এর উপর আমল না করে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা বোঝে না বলে ইতিবাচক উপায়ে আল্লাহর প্রতি তাদের আচরণ ও আনুগত্য উন্নত করার সম্ভাবনা কম। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য

পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় ইবাদত করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

উপরন্তু, কেউ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহর ইবাদত বা আনুগত্য করতে পারে না এবং জ্ঞান ছাড়া মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি না বুঝেই পাপ করবে, কারণ তারা জানে না কোন কাজগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শই তাদের পূর্ণ শর্ত এবং শিষ্টাচারের সাথে ভাল কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাই তাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবী ইবাদত ঘাটতি হবে। অথচ জ্ঞানীরা হয়ত কম ভালো কাজ করবে কিন্তু তারা সেগুলো সঠিকভাবে করবে যাতে অজ্ঞ ইবাদতকারীর চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

পাঁচটি প্রশ্ন

জামে আত তিরমিযী, 2417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার পা নড়বে না।

প্রথমটি তাদের জীবন সম্পর্কে এবং তারা এটি দিয়ে কী করেছিল। এটি একজন ব্যক্তিকে দেওয়া সময় বোঝায়। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে মৃত্যু প্রায়ই অপ্রত্যাশিত সময়ে আসে। একজন মুসলমানের অনুমান করা উচিত নয় যে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে, কারণ এটি হওয়ার আগেই অনেকে মারা যায়। বাস্তবে, একজন যে বয়সেই পৌঁছান না কেন, সবাই স্বীকার করে যে তাদের জীবন এক ঝলকানিতে চলে গেছে। একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া, যখন তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। এমনকি যদি কেউ এই বয়সে পৌঁছেও, যেহেতু তারা তাদের জীবনে জড় জগতে নিমগ্ন ছিল, তাদের পরিবেশের পরিবর্তন তাদের চরিত্র এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে বিলম্ব করার পরিবর্তে তাদের দেওয়া সময়কে কাজে লাগানো, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে, তা নির্বিশেষে তারা কতদিন বেঁচে থাকুক। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় সে দেখতে পাবে যে তারা তা অনর্থক কাজে নষ্ট করছে, যা তাদের উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে বাধা দেয়, কারণ তারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করেনি। . অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

নিজের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়া বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনাও হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের পুরস্কার পালন করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী প্রশ্নটি হবে তাদের জ্ঞান এবং তারা তা দিয়ে কী করেছে। মুসলমানদের জন্য দরকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করুন। যে অজ্ঞ থাকে বা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় তার উভয় জগতেই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা নেই।

একজন ব্যক্তি তখনই তাদের কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছাবে যখন তারা প্রথমে সঠিক পথটি খুঁজে পাবে এবং তারপরে নেমে যাবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সঠিক পথের অর্থ খুঁজে না পায়, জ্ঞান অর্জন করতে না পারে বা তার জ্ঞানের ওপর যাত্রা, অর্থ, আমল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা পাবে। উপকারী জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয় তা সমস্ত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে জ্ঞানের অপব্যবহার উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

কিয়ামতের দিন তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তাদের সম্পদ সম্পর্কে, তারা কীভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কীভাবে ব্যয় করেছে। প্রথমত, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কেবল বৈধ সম্পদ পাবে এবং সন্দেহজনক বা অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলবে। অবৈধ সম্পদ শুধুমাত্র একজনের সমস্ত সৎ কাজকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কারও ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে এর থেকে আসা সবকিছুই হারাম বলে বিবেচিত হবে এবং তাই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা । একজন মুসলমান হালাল সম্পদ অর্জন করতে এবং তা হালাল জিনিসগুলিতে ব্যয় করতে স্বাধীন, যেমন নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনগুলি অপচয়, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পূরণ করা। সম্পদ উভয় জগতেই একজন ব্যক্তির জন্য একটি মহান আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে যখন তা প্রাপ্ত এবং সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা না হলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য বড় আফসোস হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন ধনী ব্যক্তিদের সামান্যই কল্যাণ হবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করে। , মহিমান্বিত। অনর্থক কাজে ব্যয় করার আগে, বিচার দিবসে যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করেছে তাদের জন্য যে মহান পুরস্কারটি দেওয়া হবে তা হারানোর বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে এবং পাপপূর্ণ এবং অনর্থক ব্যয় এড়াবে।

চূড়ান্ত প্রশ্ন হবে একজনের শরীর এবং কীভাবে তারা এটি ব্যবহার করেছে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিকে ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। এটি সত্য কৃতজ্ঞতা এবং তাই আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মন্দ এবং নিরর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে, কারণ শেষেরটি বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনা হবে এবং এটি প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

উপরন্তু, তারা তাদের শারীরিক শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে যেদিন তারা হারায় এবং আর সৎ কাজ করতে সক্ষম হয় না। আশা করা যায় যে যারা তাদের শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে তাদের দুর্বলতার সময়ে মহান আল্লাহ তাকে সমর্থন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে একই পুরষ্কার দেওয়া হবে, এমনকি তারা একই ভাল কাজগুলি না করলেও। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভালোকে পেছনে ফেলে

জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু সৎ কাজের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানকে তাদের মৃত্যুর পরেও উপকৃত করে, যেমন চলমান দান, উপকারী জ্ঞান এবং একজন ধার্মিক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। তাদের মৃত পিতা-মাতা।

পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। এর একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য তাদের সামনে আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি মুসলমানদেরকে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায়, যেখান থেকে তারা এবং অন্যান্য লোকেরা উপকৃত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলিমকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলিমকে সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতি চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং যদি এটি ধার্মিক হয় তবে তাদের তা করার শক্তি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের উচিত এমন কিছু প্রস্তুত করা যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে, যাতে তারা কেবল আখেরাতের জন্যই কল্যাণ

প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চলমান দাতব্যের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা থেকে সৃষ্টি অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়, যেমন পানির কূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি থেকে সৃষ্টি উপকৃত হবে দাতা তাদের মৃত্যুর পরেও পুরস্কার পেতে থাকবে।

উপকারী জ্ঞানের মধ্যে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের উপকার করে। সুনানে আবু দাউদ, 3641 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, দরকারী জ্ঞান পিছনে রাখা সমস্ত মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য। তাই মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ায় মনোনিবেশ না করে এই ঐতিহ্যকে বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করতে হবে। মূল হাদিসের এই অংশটিও একজনকে উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে উত্সাহিত করে, কারণ অন্যকে শেখানোর আগে একজনকে প্রথমে শিখতে হবে। যদি কেউ শিখতে এবং শেখানোর জন্য সংগ্রাম করে, তবে তাদের উচিত অন্য কাউকে শেখার এবং শেখানোর জন্য সংগঠিত করা, যেমন জ্ঞানের ছাত্রকে স্পনসর করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা জ্ঞানের এই শিক্ষার্থীর দ্বারা ছড়িয়ে পড়া যে কোনও দরকারী জ্ঞানের পুরষ্কারের পুরো অংশ পাবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয়টি তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কেউ তার সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী লালন-পালন করে। অন্যথায়, তারা তাদের মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে বিরক্ত করবে না। এটি অর্জন করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। অর্থ, একজন পিতা-মাতাকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হতে হবে। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে

তাদের সন্তান তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে থাকবে তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পরে, কারণ তাদের সন্তান নিয়মিত তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।

অভিশপ্ত কি?

জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, এই জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত, যা এর সাথে সম্পর্কিত, জ্ঞানী। ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র।

মহান আল্লাহর স্মরণ স্মরণের সকল স্তরকে পরিবেষ্টন করে। যথা, অভ্যন্তরীণ নীরব স্মরণ, যার মধ্যে রয়েছে নিজের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। জিহ্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, যা হয় ভালো কথা বলার মাধ্যমে অথবা নীরব থাকার মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি হল কার্যত মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যে ব্যক্তি এটি করে সে নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যে কোন কিছু যা মহান আল্লাহর স্মরণের দিকে নিয়ে যায়, তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, যেমন বর্জ্য ছাড়া ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তুগত জগতে প্রচেষ্টা করা, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে এমন যে কোনো কাজ যা জাগতিক বা ধর্মীয় বলে মনে হয়, যতক্ষণ না এর মধ্যে মহান আল্লাহর আনুগত্য জড়িত থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র উভয়ই একমাত্র ব্যক্তি যারা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করবে, কারণ জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অমান্য করে, এমনকি এটি উপলব্ধি না করে, কারণ তারা জানে না কোনটি পাপ বা সৎ কাজ। কিছু ক্ষেত্রে, কেউ এমনও বিশ্বাস করতে পারে যে তারা কঠোরভাবে তাঁর আনুগত্য করছে যদিও তারা এটি থেকে দূরে রয়েছে। জ্ঞানী এবং জ্ঞানের ছাত্ররা জানে যে কীভাবে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে একজনকে তাদের জ্ঞানের উপর আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে, কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী নয়।

উপসংহারে বলা যায়, বাস্তবে বস্তুজগতে আসলে কিছুই অভিশপ্ত নয়। এটা কিভাবে একটি জিনিস ব্যবহার করা হয় যা নির্ধারণ করে যে এটি অভিশপ্ত কিনা। যেমন, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা হলে তা উভয় জগতেই মহা নিয়ামত। কিন্তু যদি এর অপব্যবহার হয় বা মজুত করা হয় তাহলে তা উভয় জগতের মালিকের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটি এই বিশ্বের সমস্ত জিনিসের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেরা এবং খারাপ জায়গা

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে যেতে নিষেধ করে না এবং সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজার এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের কাছে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া, কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায় তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াবে, যার মধ্যে অন্যদের উপর অন্যায় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতি সামাজিকতা এড়ানো উচিত , কারণ এটিই সমাজে ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র

ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। নবী মুহাম্মদ সা. একটি লাইব্রেরি থেকে একজন ছাত্র যেমন উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, একইভাবে, মুসলমানরা মসজিদগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। , সঠিকভাবে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্যগুলির একটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার জায়গা, যা হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে। মসজিদগুলি একজনকে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে সঠিক উপায়ে অগ্রাধিকার দিতে উত্সাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ পরিহার করে, সে প্রায়শই অনর্থক ও অর্থহীন কাজে তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করে এবং তাই উভয় জগতের কল্যাণ লাভে তারা হারায়।

একজন মুসলমানের শুধু মসজিদকে অন্য জায়গার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

আমাদের একজন

জামে আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি ছোটদের প্রতি দয়া দেখাতে, বড়দের সম্মান করতে এবং আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভাল এবং মন্দ নিষেধ।

ধর্ম, বয়স বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এটি নিঃসন্দেহে অন্যদের দ্বারা সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, কেউ একজন প্রকৃত মুসলমান বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুবকদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করা, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তরুণদের শিক্ষা দেওয়া উচিত উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের মাধ্যমে, কারণ এটি অন্যদের, বিশেষ করে যুবকদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের নেতিবাচক বা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার কারণে তাদের শুধুমাত্র ভাল লোকেদের সাথে যেতে উত্সাহিত করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিশেষে, তাদের দেখানো উচিত যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম যা তাদের প্রচুর বৈধ মজা করার অনুমতি দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4835 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তরুণদের প্রতি দয়াশীল হওয়া তাদের অন্যদের প্রতিও দয়াশীল হতে শেখাবে। যে অন্যদের প্রতি করুণা দেখায় সে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনদের সম্মান করার মধ্যে রয়েছে তাদের সঙ্গে ধৈর্যশীল হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্ক না করা। একজন মুসলিম বড়দের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে তবে সর্বদা ভাল আচরণ এবং সম্মান বজায় রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই সর্বদা সমর্থন করা উচিত যার মধ্যে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বড়দের সম্মান দেখানোর অর্থ এই নয় যে তাদের আল্লাহকে অমান্য করার অনুমতি দেওয়া উচিত। একজনের উচিত মন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সদয়ভাবে আপত্তি করা এবং কারো বয়স তাকে তা করতে বাধা না দেওয়া। আলোচ্য প্রধান হাদীসের শেষ অংশে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহজ কথায়, একজন প্রবীণদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল তারা যখন বয়স্ক হয় তখন অন্যরা তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। কঠোরতা প্রায়ই মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যখন সম্ভব, একজনকে ব্যক্তিগতভাবে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া উচিত, কারণ প্রকাশ্যে তা করা লোকেদের বিব্রত করতে পারে। একজন বিব্রত ব্যক্তি ভালো পরামর্শে মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। একজন মুসলমানের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা মানুষকে প্রভাবিত করুক বা না করুক, কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। তারা তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই দায়িত্ব থেকে কখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নির্ভরশীলদের পরিচালনা করা তাদের কর্তব্য। পরিশেষে, একজনের উচিত তাদের নিজের উপদেশ অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা, অন্যথায় অন্যদের কাছে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে যাবে।

আশীর্বাদ পালন

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে, অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে, সম্পদ। তাদের উত্তরাধিকারী।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যদি কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, তাহলে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায়, তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে তাকে বিচারের দিন খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। অথবা যদি তাদের উত্তরাধিকারী আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তবে এটি নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই একটি বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে, কীভাবে সঠিকভাবে দোয়া ব্যবহার করতে হয় তা না শেখায়। তাদের উপর একটি দায়িত্ব। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একজনের পরিবার এবং সমস্ত পার্থিব নিয়ামত যা তারা জমা করে রেখেছিল তা তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের কাজই তাদের কাছে থাকবে। সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, তাদের অবশ্যই তাদের পার্থিব নিয়ামতগুলোকে ভালো কাজে রূপান্তর করতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথে তাদের নিঃসঙ্গ কবরে নিয়ে যায়। .

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা এই পৃথিবীতে একটি চাপপূর্ণ জীবন যাপন করবে, এমনকি যদি

তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, যেমন আল্লাহ, মহান, হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, শুধুমাত্র তাদের মনের শান্তি দান করেন যারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে তাঁর খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং বিচার দিবসে তারা খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে তাদের কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা হল] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা কাজে ভালো করছে।"

বিশ্বের ক্রীতদাস

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে এবং নিজেদের কামনা-বাসনা ও অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হালাল অথচ অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের পেছনে ছুটছে। এই আচরণ তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য সঠিকভাবে করতে বাধা দেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দেয়। এটি উভয় জগতে চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা না করে, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

বরং মুসলমানদের উচিত ধৈর্য ধরতে এবং তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শেখা, কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের সমৃদ্ধি। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অর্থ, দরিদ্র, যদিও তার কাছে অনেক কিছু থাকে। ধন। যদিও, সন্তুষ্ট ব্যক্তি লোভী নয়, যার অর্থ অভাবী, এবং এটি তাদের ধনী করে তোলে, যদিও তাদের কাছে এই পৃথিবীর সামান্য কিছু থাকে। একজন মুসলিমের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তা দেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

একটি ভাল শেষ

জামে আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে দান করা মহান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং একজনকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

এই দাতব্য বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছামূলক দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসে উল্লিখিত হিসাবে, দাতব্য একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ সম্পদ প্রায়শই মানুষের কাছে একটি প্রিয় পার্থিব জিনিস। তাই যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা ত্যাগ করে, অভাবগ্রস্তদের দান করার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে তাঁর ক্রোধ, তাদের অবাধ্যতার কারণে সৃষ্ট ক্রোধকে সরিয়ে দেন। যখন এটি ঘটবে তখন ব্যক্তিটি মহান আল্লাহর রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে, যা তাদেরকে এই পৃথিবীতে নিরাপদে যে সমস্ত অসুবিধা, প্রলোভন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তার পথ দেখাবে, যাতে তারা যখন তাদের মৃত্যুতে পৌঁছায়, তখন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করে। উচ্চতর, অর্থ, একজন সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে।

একটি খারাপ মৃত্যু যখন কেউ তাদের বিশ্বাস ছাড়া মারা যায়। এটি ঘটতে পারে যখন একজন দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী হয়, যা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ফল। ইসলামী জ্ঞান যত বেশি লাভ করবে এবং তার উপর আমল করবে, তাদের ঈমান তত শক্তিশালী হবে। একটি মন্দ মৃত্যুও ঘটতে পারে যখন কেউ বড় পাপের উপর অবিরত থাকে, যেমন ফরজ নামাজ ত্যাগ করা। এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় গিয়ে ঠেকে যাবে, তা বোঝাতে কোনো পণ্ডিত লাগে না। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে,

একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দাতব্য দান করাকে অভ্যাস করা, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, পরিমাণে নয়, আন্তরিকতা দেখেন। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে দেওয়া একটি খেজুরও একটি পাহাড়ের চেয়েও বড় মুসলিম সওয়াব অর্জন করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দাতব্য একটি ছায়া

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 603 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসে প্রত্যেকে তাদের দানের ছায়ায় দাঁড়াবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পাওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ, কারণ বিচারের দিনে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গ্রীষ্মের দিনের উত্তাপ সহ্য করার জন্য মানুষ হিমশিম খায়, ছায়া ছাড়া কিয়ামতের তাপ তারা কীভাবে সামলাবে?

একজন মুসলমানের তাই পরিমাণ নির্বিশেষে নিয়মিত দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণকে পালন করেন না, তিনি গুণ, অর্থ, আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, সহীহ বুখারি, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি নিয়মিত করা, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কর্মের প্রতিদান দেবেন যদিও তা একটি পরমাণুর আকারেরও হয়। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

"অতএব যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে"

অতএব, এটি একটি শক্তিশালী ছায়া লাভের আশায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুসলমানদের কোন অজুহাত নেই যা তাদের একটি মহান দিনের তীব্র তাপ থেকে রক্ষা করে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং সমর্থন

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1081 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের বিধান, খোদায়ী সমর্থন এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে আশীর্বাদ লাভ করতে হবে তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কাজটি হল, মৃত্যুর আগে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। যেহেতু মৃত্যুর সময় অজানা, এই হাদিসটি আসলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয় যখনই কেউ পাপ করে, অর্থাৎ বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, আবার একই বা অনুরূপ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সম্ভব হলে, লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহ, এবং মানুষের সম্মানে।

প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল যে একজন মুসলিমকে দায়িত্ব, অসুস্থতা বা অসুবিধায় ব্যস্ত হওয়ার আগে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে এবং অনর্থক এবং পাপ কাজগুলি এড়িয়ে চলে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিচার দিবসে তারা যে মহান অনুশোচনার মুখোমুখি হবেন যখন তারা তাদের দেওয়া পুরষ্কার লক্ষ্য করবে যারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেছে, যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। তারা এমন একটি সময় বা দিনে ভালো কাজ স্থগিত করবেন না যেখানে তাদের পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই এবং এমনকি যদি তারা সেখানে পৌঁছায় তবে তারা ভাল কাজ করার সঠিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে। আশা করা যায় যে এই আচরণকারীকে

মহান আল্লাহ তায়ালা সমর্থন করবেন, যখন তারা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত সৎ কাজ করার মতো অবস্থায় থাকবে না। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের সময়কে কম করে এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা যা তাদের দুনিয়া বা পরকালের জন্য উপকারী নয়। এর পরে, তাদের উচিত সেই জিনিসগুলি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা যা কেবলমাত্র এই দুনিয়ায় তাদের উপকার করে এবং আখিরাতে তাদের উপকারে আসে এমন কাজগুলিতে আরও মনোনিবেশ করা, যা সংজ্ঞা হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই পৃথিবীতেও তাদের উপকার করে। যে ব্যক্তি এতে অটল থাকবে সে তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, সঠিক উপায়ে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, তাঁকে অনেক বেশি স্মরণ করে। মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ তিনটি স্তরে গঠিত। প্রথমটি হল অভ্যন্তরীণ স্মরণ অর্থ, একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র তাকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোন প্রত্যাবর্তন বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না। দ্বিতীয় স্তরটি হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, ভাল কথা বলা এবং অনর্থক ও পাপপূর্ণ কথা পরিহার করা। এবং সর্বোচ্চ স্তর হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, নিজের কর্মের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার দান করা। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী, এর অর্থ হল নিজের সাধ্য অনুযায়ী দান করা, তা বেশি হোক বা কম। মহান আল্লাহ, পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন না, তিনি গুণগত অর্থ,

একজনের আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই। উপরন্তু, নিয়মিতভাবে একবারের পরিবর্তে নিয়মিত দান করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নিয়মিত কাজগুলি অল্প হলেও মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি প্রিয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যারা অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করতে চান তারা প্রকাশ্যে দিতে পারেন। এটি তাদের অনুপ্রেরণার কারণে দানকারীদের সমান পুরষ্কার অর্জন করতে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা প্রদর্শনের ভয়ে ভীত, যা তাদের পুরস্কার বাতিল করে, তাদের উচিত গোপনে তা করা। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য ইসলাম মুসলমানদের জন্য অনেক পুরষ্কার লাভের জন্য অনেক বিকল্প এবং সুযোগ প্রদান করেছে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ধার্মিকদের সাথে যোগদান করা

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলিম তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে গণনা করতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 9:

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের

মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলমান হিসাবে বিচার করা হবে। কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 58:

"এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে এবং অন্যায়কারী সমান নয়। তোমরা খুব কমই স্মরণ কর।"

পরিশেষে, মূল হাদিসটি ভাল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, কেউ যদি ধার্মিকদের অনুকরণ করতে চায় তবে তাদের দুনিয়াতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এই সঙ্গ এবং অনুকরণ ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকৃত ভালবাসা পরকালে তাদের প্রিয়জনের সাথে এক করে দেয়। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ মানব

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি মানুষকে বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নেক আমলের মাধ্যমে ছোটখাটো পাপ মোচন করা যায়। অনেক হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি, 550 নম্বর। এটি পরামর্শ দেয় যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহগুলিকে মুছে দেয়, যতক্ষণ না বড় পাপগুলি এড়ানো যায়। .

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত খারাপ সঙ্গ এবং যে সমস্ত পাপ বেশি হয় সেসব স্থান পরিহার করে ছোট-বড় সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা

যাতে তারা এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যা পাপ প্রতিরোধ করে, যেমন দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর ভয়। তাদের শিখতে হবে কিভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, যাতে তারা পাপপূর্ণ উপায়ে তাদের ব্যবহার এড়াতে পারে। এবং যখনই একটি পাপ ঘটে তখনই তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। এবং তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে, হাল ছেড়ে না দিয়ে।

গীবত এবং অপবাদ

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত হল যখন কেউ তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে, যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এ দুটিই বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে ভাইয়ের লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর নেক আমলগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের

গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গীবত করা তখনই বৈধ যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে, পুরোপুরি জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের কেবল তখনই অন্যের সম্বন্ধে শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ যদি সে অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বললে কিছু মনে না করে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা তাদের গীবত করা এবং অন্যের অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

একজনকে গীবতকারী এবং নিন্দাকারীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা সমস্যা সৃষ্টিকারী, যারা শীঘ্রই বা পরে, তাদের গীবত করবে বা অপবাদ দেবে। তাদের উচিত অন্যদেরকে এই বড় পাপ থেকে সাবধান করা, যতক্ষণ না তারা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কখনই অন্যদের সম্পর্কে বলা গসিপ বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ বেশিরভাগ গসিপ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা বা এটি অনেক মিথ্যার সাথে মিশ্রিত। একজনের পরিবর্তে অন্যের সম্মান রক্ষা করা

উচিত , যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। জামি আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে তারা যে গসিপ শোনে তা উপেক্ষা করা উচিত এবং তাদের প্রতি তাদের আচরণকে কখনই প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের অধিকার পূরণ করা উচিত।

একজন মুসলমানকে কখনই বোকা বানাতে হবে না যে অন্যের গীবত করা এবং অপবাদ দেওয়া সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্যের পাপ মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কখনোই একজনের পাপের তীব্রতা কমাতে পারে না এবং অন্যের পাপ পাপ করার ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। এটা এমন এক মূর্খ মনোভাব যা একজন জাগতিক বিচারকও মেনে নেবেন না, তাহলে একজন মুসলমান কিভাবে মহান আল্লাহ বিচারকদের কাছে এটা মেনে নেবেন বলে আশা করা যায়?

জান্নাতে যাওয়ার নিরাপদ পথ

জামে আত তিরমিযী, 1855 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে।

প্রথমটি হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করা। অর্থ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। এর ফলে তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রকৃত অর্থ। আনুগত্য অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত করার বাইরেও প্রসারিত।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো। এটি একটি মহান কাজ যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9-11:

"আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ, অনুমোদনের জন্য]। আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে এমন একটি দিনকে ভয় করি যা কঠোর ও কষ্টদায়ক।" সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দীপ্তি ও সুখ দেবেন।"

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ায়, তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত নিয়মিতভাবে সব ধরনের দান করার চেষ্টা করা, তার পরিমাণ নির্বিশেষে, যেমন মহান আল্লাহ গুণগত অর্থের বিচার করেন, একজনের অভিপ্রায় সহীহ বুখারী, ১নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল শান্তির ইসলামি শুভেচ্ছা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্ম ও কথার মাধ্যমে সকলকে শান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই সৎ কাজের প্রকৃত অর্থ পূরণ করা। কাউকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন জানানো এবং তারপর তার কাজ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তার ক্ষতি করা মুনাফিক।

একজন সত্যিকারের মুসলিম ও মুমিনকে অবশ্যই তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যকে নিজের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থন প্রদান করা হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে আচরণ করতে চায়।

একটি বিশেষ দলিল

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত লোকেরা যে সমস্ত সৎ কাজ করে থাকে তা তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁর জন্য। সরাসরি পুরস্কৃত করা হবে।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস একটি অনন্য ধার্মিক কাজ, কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ কেবল তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ হারিয়েছে, এমনকি যদি তারা তাদের সারা জীবন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, সঠিকভাবে রোজা তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ উপবাসে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক

হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা অবস্থায়ও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত, কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোযার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সর্বোচ্চ স্তরের রোজা হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়, অর্থাত্‍, কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদ যেমন তাদের সময়কে এমনভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে যা পাপ বা নিরর্থক।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবে রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখবে এবং এর পরিবর্তে নিয়তি ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে চিনতে পারে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য করা এবং তা পরিহারযোগ্য হলে অন্যদের জানানো না, কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

বান্দা আল্লাহ, মহান, ভালবাসেন

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বান্দাকে ভালবাসেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তাকওয়া। এর অর্থ হল তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে এবং তারা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়া। এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়সমূহ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান

আল্লাহর উপর একজন ব্যক্তির আস্থা হ্রাস করে। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম তা দেবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ অন্যের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অলসতাকে উত্সাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা করে আচরণ করতে স্বাধীন এবং এখনও তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। , তারা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে. এটাই সঠিক মনোভাব যা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বেনামী। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি বা খ্যাতি অর্জনের জন্য পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। এই মনোভাব অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন প্রদর্শন, যা একজনের সওয়াবকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা এবং তারা যদি প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে, মানুষকে খুশি করার জন্য

তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন না করে, কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

কৌতুক

জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোককে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত ঠাট্টা করা এড়ানো নিরাপদ, যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে যদিও তারা সর্বদা সত্য কথা বলে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে, সে মুখোমুখি হবে। একটি আধ্যাত্মিক রোগ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজাহ, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে, কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে চলে তবে সে কখনই সঠিকভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, যেমন তারা যখন ভাল আদেশ দেয় এবং

মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্বের সাথে না নেওয়া, এমনকি তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্যও হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক প্রায়ই রসিকতার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ তর্ক-বিতর্ক এবং মারামারি রসিকতা হিসাবে শুরু হয়।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা মুখের হাসি এড়ানো উচিত, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলিমকে যেকোন মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত এমনকি তামাশা করার সময়ও, কারণ এর ফলে তারা জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। মিথ্যা বলার মতো পাপ এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা

পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন, তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। তাই একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হল যে মানুষ সবসময় দুঃখী এবং বিষণ্ণ মেজাজে থাকা উচিত।

মিথ্যা শপথ

সহীহ বুখারী, 2673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরয নামাযের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাহলেও এর ফলাফল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত ঘটে থাকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে মুসলিমরা সম্পদ এবং সম্পত্তির মতো তাদের নয় এমন কিছু নেওয়ার জন্য আইনি আদালতে মিথ্যা দাবি করে। সহীহ বুখারী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও তাই করেছেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

"... সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস একজন ব্যক্তিকে কঠোর সতর্কবাণী দেয় যে মিথ্যা সাক্ষী হতে আন্তরিকভাবে তওবা করে না। যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন তারা নড়বে না যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু

নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিম, 353 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে পাপ করে। এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা সাক্ষীর নেক আমল ভিকটিমকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভিকটিমের পাপ মিথ্যা সাক্ষীকে দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা প্রাপ্তির উপায়ের কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপরে তা দান করে তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং একটি পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে, কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র

বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্পদের সাথে যা কিছু করবে তা অনুগ্রহের অনুপস্থিত এবং একটি পাপ হবে কারণ এটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আইনি আদালতের মামলায় শপথের অধীনে হোক সবসময় সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা পাপের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিচার দিবসে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কী ঘটতে পারে যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, আইনী আদালতের মামলার মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলিম ও বিশ্বাসীর চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের মাল থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে এবং তাদের সম্পদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের এবং তাদের সম্পদের সাথে ব্যবহার করুক।

ভাল আচরণ

জামে আত তিরমিযী, 1977 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন যা একজন সত্যিকারের মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রথম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল অন্যের সম্মানকে অপমান করা। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী তাদের কথাবার্তা বা শারীরিক কাজের মাধ্যমে অন্যের সম্মানের ক্ষতি করে না। মহান আল্লাহ মুসলমানদের সম্মানকে পবিত্র করেছেন যেমন তাদের জান ও মাল পবিত্র। সুনানে ইবনে মাজা, 3933 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী অন্যের নিজের বা সম্পদের ক্ষতি করতে পারে না, সে অবশ্যই অন্যদের অসম্মান করবে না। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের সম্মান লঙ্ঘিত হলে তাদের সম্মান রক্ষা করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে এবং এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক এবং তাদের সাথে আচরণ করুক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। এটি একটি মন্দ অভ্যাস কারণ একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করছেন, যা কিছু বা কারো কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এটি ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, যখন তাকে

মক্কার অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তাকে অভিশাপদাতা হিসাবে মহান আল্লাহ প্রেরিত করেননি, বরং মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য অন্যদের কাছ থেকে দূরীভূত হওয়ার জন্য দো'আ করে, সম্ভবত তাদের কাছ থেকে তা সরিয়ে ফেলা হবে। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বা জিনিসকে অভিসম্পাত করেছে তা না বললে অভিশাপ তার কাছে ফিরে আসে। এটা প্রাপ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা না. অতএব, মুসলমানদের এই পাপকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় না কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর লক্ষণ নয়। তারা বরং মহান আল্লাহর রহমত সকলের উপর অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। এটি তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের সাথে অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। কেউ যদি অন্যকে অভিশাপ দেয় তবে তারা অভিশপ্ত হবে কিন্তু যদি তারা অন্যের সাথে করুণার আচরণ করে তবে তাদের সাথে করুণার আচরণ করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল অনৈতিক পাপ করা। এর মধ্যে নিজের এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার সকল ছোট-বড় গুনাহ যেমন ফরজ সালাতকে অবহেলা করা এবং গীবত করার মতো ব্যক্তি ও অন্যদের মধ্যেকার পাপ অন্তর্ভুক্ত। এই পাপগুলি ভাল আচরণের স্বীকৃত মানগুলির বিরুদ্ধে। এবং এটি সেই সমস্ত পাপকেও নির্দেশ করতে পারে যা প্রকাশ্যে করা হয়। এগুলি গোপন পাপের চেয়েও খারাপ, কারণ তারা অন্যদের অনুসরণ করতে এবং খারাপ কাজ করতে উত্সাহিত করে। এই কারণেই জিহ্বার পাপ, যেমন গীবত, বেশিরভাগ সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অভ্যাস হয়ে উঠেছে, যেমন এটি জনসমক্ষে সংঘটিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যে মন্দ কাজ করে সে তার নিজের পাপের বোঝা বহন করবে এবং সেই সাথে

অন্যদেরকে যে পাপের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি ভাল আচরণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে, যা জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ অনুমান করতে পারে অনৈতিকতার মন্দতা সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনৈতিকতার সাথে যুক্ত পাপগুলিকে সর্বদা সমস্ত সমাজ দ্বারা মন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজনকে কেবল অনৈতিক পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে না বরং খারাপ সঙ্গ এবং যে জায়গাগুলিতে এই পাপগুলি বেশি সংঘটিত হয় সেগুলি থেকেও দূরে থাকতে হবে। তাদের এই বিষয়ে দৃঢ় থাকা উচিত এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করা উচিত, যেমন তাদের নির্ভরশীলদেরও তা করতে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একজন প্রকৃত মুমিন ফাউল নয়। অর্থ, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করে কার্যত খারাপ আচরণ করে না এবং তারা ভাষায়ও নোংরা নয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই খারাপ বৈশিষ্ট্যটি এমন লোকেদের মধ্যে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে যারা এখনও নিজেদেরকে শুদ্ধ হৃদয়ের দাবি করে, বিশেষ করে তাদের ভাষায় অত্যন্ত নোংরা। এটি তাদের ঘোষণার বিরোধিতা করে কারণ ভিতরে যা আছে তা বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, অশ্লীল আচরণ বিশেষ করে, অশ্লীল ভাষা পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য এটি শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনকে মনে রাখতে হবে যে নোংরা কথা প্রায়ই খারাপ কাজের দিকে পরিচালিত করে, তাই একজনের জন্য তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা চুপ থাকে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে হেফাজত করুন, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

আসল তীর্থযাত্রা

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা তাদের আখিরাতে শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলি তাদের কাছে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে ঘরে ফিরে আসবে, কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের শেষ যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং শপিং ট্রিপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটি অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেরা হয়ে উঠছে

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

প্রথমটি হল, সর্বোত্তম ইবাদতকারী সেই যে হারাম কাজ পরিহার করে। এর মধ্যে সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ পরিহার করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, কারণ সেগুলো পরিত্যাগ করা বেআইনি। এর মধ্যে রয়েছে পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এড়ানো। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে কখনই সম্পদের মতো অবৈধ বিধান প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে তাদের সমস্ত সৎ কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে, কারণ ভাল কাজের ভিত্তি অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা । একজন মুসলিমকে সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। যা সন্দেহ সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলা একজনের বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করবে, তখন তার সমস্ত নেক ইবাদত ও নেক আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের

জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই ধনী, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে, যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা তাদের দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ পাবে না। এটি তাদের মনে করবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মনের এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত, মহান, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা তার পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাগুলি না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, যার মধ্যে

রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা, তাহলে তারা হবে। মনের শান্তি প্রদান করা হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন হল প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিমের 174 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার গুরুতরতা নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়? দয়ার অর্থ হল আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো একজনের উপায় অনুসারে তাদের যা ভাল তা সাহায্য করা। তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি তাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের প্রতিবেশীদের জন্য বিঘ্ন এবং অস্বস্তির কারণ হতে পারে যেমন উচ্চ শব্দ।

তাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ক্ষমা করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সীমা অতিক্রম না করে, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। সহজ কথায়, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। এটা শুধু কথার মাধ্যমে ঘোষণা না করে ব্যবহারিকভাবে দেখানোটা জরুরি। একজন মুসলমানকে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে, যেমন মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সাহায্য করুক। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বর একটি হাদিসে পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি যেমন পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফল হতে চায়, তেমনি একজনকে এটি অর্জনে অন্যদেরকেও ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করতে হবে। একইভাবে একজন মুসলিম চায় যে তাদের নিজের এবং সম্পদ অন্যের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকুক, যা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাথে আচরণ করতে হবে। একইভাবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, শত্রুতা এবং ঘৃণা দূর করে এবং একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, যেমন ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং সহনশীলতা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, অত্যধিক হাসি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে হত্যা করে। এই মানসিকতা একজনকে সবসময় মজার বিষয় নিয়ে ভাবতে এবং আলোচনা করতে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়াতে চায়। মৃত্যু ও পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং কেউ যদি সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং আলোচনা করা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এটি একটি মৃত আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রফুল্ল এবং আশাবাদী হতে হবে তবে তাদের অবিরাম রসিকতার মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই মনোভাব নিরর্থক এবং এমনকি পাপপূর্ণ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়।

পরিত্রাণ মানে

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একজন মুসলমানের মন্দ কথা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার প্রথম ধাপ এবং এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। বিচার এর দিন। একজন মুসলিমের উচিত ভালো কথা বলার চেষ্টা করা অথবা চুপ থাকা। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে, এমনকি তাদের নীরবতাও একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি ইসলামিক জ্ঞানের মতো দরকারী জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার

জন্য তাদের সময়ও খালি করে দেবে, যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সামাজিকীকরণ অকারণে সময়ের অনন্য আশীর্বাদকে নষ্ট করে, যা কেটে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। যারা নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করেছে তারা এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবে এবং বিচারের দিনে একটি বড় আফসোসের সম্মুখীন হবে , বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে তাদের পুরস্কারের সাক্ষী । উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এটি একজনকে আত্ম-প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধা দেয়। একজন ব্যক্তি জীবনে সঠিক পথে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিফলনের অভাব একটি লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যেখানে একজন ব্যক্তির তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোন দৃঢ় নির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে নির্ভরশীল হতে এবং মানুষের প্রতি আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ এবং দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখন সামাজিকতার মাধ্যমে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নিজের পাপের জন্য কাঁদা। এই আচরণ একজনের পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা দেখায়, যা আন্তরিক অনুতাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4252 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া, যদি না এটি আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সম্মানে যে কোনো অধিকার মিস বা লঙ্ঘন করা হয়েছে তা পূরণ করুন। ইসলাম পরিপূর্ণতা দাবি করে না, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি অকৃত্রিম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যখন কেউ পাপ করে তখন

আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে সংশোধন করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে।

থিংকিং থিংস থ্রু

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, কারণ মুসলিমরা যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি সম্পাদন করার আগে তাদের চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক, অসুবিধা এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে হ্রাস করবে।

অ্যাকশনে ত্বরা করুন

জামে আত তিরমিযী, 2306 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জিনিস ঘটার আগে মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমটি হল অপ্রতিরোধ্য দারিদ্র্য। এটি আর্থিক সমস্যাগুলিকে নির্দেশ করতে পারে যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . উপরন্তু, সম্পদের উপর জোর দেওয়া একজনকে বেআইনি দিকে ঠেলে দিতে পারে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে হারামের মধ্যে নিহিত যে কোন সৎ কাজ মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে, 2342 নম্বর। মহান আল্লাহ তায়ালা নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য বিধান বরাদ্দ করেছেন, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সংখ্যা 6748. অতএব, একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত যে যতক্ষণ না তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে হালাল উপায়ে এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হালাল রিজিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁর বান্দাদের জন্য যা উত্তম তা বেছে নেন। তিনি কারও ইচ্ছা অনুযায়ী দেন না, কারণ এটি সম্ভবত তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এবং অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন..."

পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, এমন একটি সময় আসার আগে যখন তারা দান করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য সঠিক আর্থিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, ধন-সম্পদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আগেই মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরা করা উচিত। সম্পদ নিজেই মন্দ নয় কিন্তু কীভাবে একজন ব্যক্তি এটি অর্জন করে এবং ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে এটি হয় তাদের জন্য একটি মহান আশীর্বাদ বা উভয় জগতে তাদের জন্য একটি বড় বোঝা হতে পারে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে এবং সম্পদ জমা করে বা অপব্যয় করে, তাহলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য মহা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

কিন্তু কোনো মুসলমান যদি অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে তাদের চাহিদা ও নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্জন করে এবং তাদের নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য উপায়ে ব্যবহার করে, তবে তারা উভয় জগতেই প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করবে। . অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল একটি দুর্বল ব্যাধি। এটি অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগে একজনের ভাল স্বাস্থ্য ব্যবহার করার জন্য একটি সতর্কতা। যারা অসুস্থতা বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত, পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফলতা লাভের চেষ্টা করা এবং বিশ্বের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করে নিয়মিত মসজিদে যাত্রা করার জন্য জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়ার জন্য এমন সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য শারীরিক শক্তি

রাখে না। নিজের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম যখন তা হারাবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে এবং তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

এটি আলোচনার অধীন প্রধান হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বিষয়ের সাথে যুক্ত, যথা, বার্ধক্য। বার্ধক্যে পৌঁছনোর আগেই একজন মুসলিমের উচিত তাদের যৌবন এবং শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো। এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা এবং নিজের মানসিক শক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। বৃদ্ধ বয়সে তারা ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং আমল করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে এতে দেরি করা উচিত নয় কারণ তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপরন্তু, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়, তাদের জন্য ইসলামী জ্ঞান শেখা কঠিন হবে, কারণ শেখার প্রধান বয়স হল যখন একজন কম বয়সী। অবশেষে, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবুও তাদের পক্ষে জ্ঞান বাস্তবায়ন করা আরও কঠিন হবে, কারণ বয়স্ক লোকেরা তাদের অভ্যাসের সাথে আরও সহজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তাই তাদের আচরণ ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। অতএব, একজনকে তাদের মানসিক শক্তি ব্যবহার করতে দেরি করা উচিত নয় যখন তারা অল্প বয়সে দরকারী জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করে। পরিশেষে, বার্ধক্য হওয়ার আগে এইভাবে আচরণ করা জরুরী, যেমনটি সহীহ বুখারী, 6390 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সময় অজানা। একজন মুসলমানের গাফিলতিতে বেঁচে থাকা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের মৃত্যু অনেক দূরে, কারণ অগণিত লোক তাদের আয়ুতে পৌঁছানোর অনেক আগেই মারা যাবে এবং মারা যাবে। কিংবা তাদের এমনভাবে বেঁচে থাকা উচিত নয় যেন তারা একেবারেই মারা যাচ্ছে না। দীর্ঘ জীবনের আশা থাকাকে সমস্ত মন্দের মূল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ এটি একজনকে ধার্মিক কাজগুলি করতে বিলম্বিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা আগামীকাল সেগুলি সম্পাদন করতে পারে। এটি তাদের আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের উন্নতির জন্য অনেক সময় আছে। এবং দীর্ঘ জীবনের আশা থাকার কারণে এই পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাশিত দীর্ঘ জীবন আরামদায়ক করার জন্য পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এই বিষয়গুলি একজনকে পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। মুসলমানদের তাই দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা কমানো উচিত যাতে তারা ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয় এবং তাদের মনোযোগ স্থায়ী পরকালের দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের দেরি করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আজকের মতো কাজ করা উচিত যা তারা আশা করে যে তারা কখনই আসবে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেন না যেখানে তারা কখনই পৌঁছাতে পারে না, যেমন তাদের অবসর গ্রহণ, যে দিনের জন্য তারা নিশ্চিতভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যেমন তারা মারা যাবে। এছাড়াও, তাদের সৎকর্ম সম্পাদনের জন্যও সচেষ্ট হওয়া উচিত যা তাদের জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হলে তাদের উপকার করবে, যেমন একটি চলমান দাতব্য, যা দাতার উপকার করে, যতক্ষণ দাতব্য অন্যদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল খ্রীষ্ট বিরোধীদের আগমন। এই ঘটনা একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখবে এবং পরিবর্তে তাকে কুফরের দিকে প্ররোচিত করবে। এর থেকে একটি শিক্ষা নেওয়ার বিষয় হল সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যেভাবে একজন ব্যক্তি যে সীমান্তের কাছাকাছি যাত্রা করে তার এটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, অনুরূপভাবে, একজন মুসলিম যে প্রলোভনে আবদ্ধ থাকে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার এবং সৎকাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে স্থান এবং জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলে যা তাদের পাপের জন্য প্রলুব্ধ করে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত জিনিস, স্থান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ বা প্রলুব্ধ করে তাদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তাদের ঈমানের হেফাজত করা এবং তাদের নির্ভরশীলদের নিশ্চিত করা। তাদের সন্তানদের হিসাবে, একই কাজ.

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষকে সৎ কাজ করতে বাধা দেয়, তা হলো শেষ কিয়ামত।

এই যখন শিঙা বিস্ফোরণ ঘটবে. তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ বলে মনে করবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে গাফেল হয়ে জীবনযাপন করে, সে এই পৃথিবীতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা সহ্য করা তাদের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং সাড়া একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

সমস্ত অসুবিধা

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে তার আকার নির্বিশেষে কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমন ছিদ্র করা। একটি কাঁটা, বা কোন মানসিক অসুবিধা, যেমন চাপ, মহান আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তাদের পাপ মুছে ফেলা ছাড়া।

এটি ছোট পাপকে বোঝায়, কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি ঘটে যখন একজন মুসলিম কষ্টের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য দেখাতে পারে। এটি সত্য ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। সুনানে আন নাসাই, 1870 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে, কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্যতা দেখিয়ে তার পুরস্কার নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ছোটখাট পাপগুলোকে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মুছে ফেলার পর বিচার দিবসে পৌঁছানো অনেক ভালো। একজন মুসলমানের উচিত ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ছোটখাটো পাপ মোচনের জন্য সৎ কাজ করার চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোন শারীরিক বা মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত তাদের ছোটখাট পাপ মুছে ফেলার এবং একটি অগণিত পুরস্কার পাওয়ার আশায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

যে ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত অসুবিধার মোকাবিলা করে, যার মধ্যে রয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা বা অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের আচরণে আন্তরিক অনুশোচনা যোগ করা, তাদের ছোট ও বড় উভয় গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যারা অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার এবং এর মধ্যে রয়েছে, করা। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার জন্য।

একজন এই পদ্ধতিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়েছে, তারা উভয় জগতের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কখনই পূর্ণ নয়

সহীহ বুখারী, 6439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছে স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে তারা আরেকটি কামনা করবে এবং ধূলিকণা ছাড়া আর কিছুই তাদের পেট ভরবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন যারা তাঁর কাছে তওবা করে।

এই হাদিসটি অনেক বেশি পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। তাদের সাথে সমস্যা, এমনকি যদি তারা বৈধ হয়, তা হল যে একটি ইচ্ছা পূরণ করা কেবল আরও বেশি করে। একটি দরজা অন্য দশজনের দিকে নিয়ে যায়। এবং এটি কখনই শেষ হয় না যদি না কেউ এই আচরণ থেকে অনুতপ্ত হয় বা যখন তারা মারা যায় এবং তাদের কবরের ধুলো শেষ পর্যন্ত তাদের পেট পূর্ণ করে। হালাল পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিও বেআইনি আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করতে পারে, কারণ অনেক লোক যারা হালাল আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে হারামের মধ্যে শেষ হয়েছিল। একজন ব্যক্তির যত বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে তত বেশি অভাবী হয়, যা দরিদ্র হওয়ার অপর নাম। এই দারিদ্র্য কখনই শেষ হয় না, সে যতই অর্জন করুক বা কত ইচ্ছা পূরণ করুক না কেন। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তির অপরিহার্য চাহিদা পূরণ হয়, কারণ এটি মহান আল্লাহ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু রাজাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন মুসলিমের উচিৎ এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন বাড়াবাড়ি, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে। এবং এই প্রকৃত দারিদ্র্য এড়াতে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হ্রাস করা উচিত এবং পরিবর্তে হৃদয় ও আবেগের নিয়ন্ত্রকের সাথে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজা উচিত, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। উপায় তাকে আনন্দদায়ক. অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিত লাগে না যে, যারা তাদের হালাল বা হারাম ইচ্ছা পূরণে মগ্ন, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তারা কখনই শান্তি পায় না, তারা যতই পার্থিব সম্পদের মালিক হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা মনের শান্তি থেকে সবচেয়ে দূরে এবং উদ্বেগ, চাপ এবং বিষণ্নতার সবচেয়ে কাছের এবং মাদক ও অ্যালকোহলে সবচেয়ে বেশি আসক্ত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

ভাগ্যবান

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের দরকারী জ্ঞানের উপর কাজ করে। জ্ঞান তখনই উপকারী যখন কেউ এর উপর কাজ করে, অন্যথায় এটি এমন কিছু যা বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ না করা এবং সাফল্য লাভের আশা করা সেই ব্যক্তির মতো বোকামি যার কাছে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যের মানচিত্র রয়েছে তবুও এটি ব্যবহার করে না এবং এখনও নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা করে। জ্ঞানের উভয় দিক পূরণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমটি হল এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে এর উপর আমল করা। একজন মুসলিমকে জান্নাতের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্যে নেমে যেতে হবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা। অতিরিক্ত সম্পদ হল সেই সম্পদ যা একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর পর অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অবশিষ্ট থাকে। একজন মুসলিমের উচিত অদূর ভবিষ্যতের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করা এবং তারপর বাকিটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা, যেমন দাতব্য। তারা যেন তা অনর্থক বা গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বা সঞ্চয় না করে। বাস্তবে সম্পদ মজুদ করা এটিকে অকেজো করে তোলে, কারণ এই অভ্যাসটি এর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। সম্পদ যা সমাজে সঞ্চালিত হয় তা সকলের জন্য উপকারী

যেখানে মজুদ করা কেবল ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। এবং বাস্তবে এটি তার মালিকের উপকারে আসে না, কারণ তারা তাদের জীবনে এটি উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তবুও পরকালে এর জন্য দায়ী করা হবে। একজন মুসলমানের হয় অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করা এড়িয়ে চলা উচিত অথবা অন্তত পক্ষে তা সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা উচিত। উপরন্তু, এই উপদেশটি একজনের সমস্ত আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিরর্থক বা পাপপূর্ণ জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি কেবল একজনের মূল্যবান সম্পদের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে এটি তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের দেওয়া পুরস্কারটি পালন করবে। পরিশেষে, নিরর্থক এবং পাপী জিনিসগুলি উভয় জগতেই কেবল চাপ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি একজন মহান আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য করে, কারণ তাকে সত্যিকার অর্থে স্মরণ করা মানে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল অতিরিক্ত শব্দ রোধ করা। মন্দ কথা সবসময় এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলিও এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা প্রায়শই খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তির বেশিরভাগ সমস্যা, অসুবিধা এবং তর্কের সম্মুখীন হয় অপ্রয়োজনীয় শব্দ এবং কথোপকথনের কারণে। তাই একজন মুসলিমের হয় ভালো কথা বলা উচিত

নয়তো চুপ থাকা উচিত, যা সহীহ মুসলিম, ১৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

খোশখবর

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হ'ল দুর্বলতা, দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে না, তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন পার্থিব জিনিসের কারণে বা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। তারা বুঝতে পারে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ তাদের রয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে এবং সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। তাই তাদের গর্ব করার কিছু নেই। উপরন্তু, তারা বুঝতে পারে যে ভাল কাজ করা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ একটি ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, শক্তি এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। উপরন্তু, শুধুমাত্র একজন মূর্খই গর্বকে গ্রহণ করে কারণ কেউ তাদের চূড়ান্ত ফলাফল বা অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি জানে না। অর্থ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন এমনকি অবিশ্বাসের অবস্থায়ও। এই সত্যগুলি বোঝা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলিম সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে এবং সত্যের পক্ষে

দাঁড়াতে ভয় পায় না এবং তাদের নম্রতা তাদের প্রকাশের কারণ হয় না। অন্যের চোখে অপমানিত এবং অসম্মানিত।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহান আল্লাহর অবাধ্য না হয়ে সম্পদ ব্যয় করা এবং দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করা। এর মধ্যে এমন কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এই দুনিয়ায় বা পরকালে প্রকৃত উপকার লাভ করে। এটি অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই নিজের প্রয়োজন এবং নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে ব্যয় করা প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে একটি সৎ কাজ। এই সঠিক ব্যয়ের মধ্যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত।

দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো সব ধরনের সাহায্য এবং সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এইভাবে অন্যদের সাহায্য করবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর সমর্থন পাবে। জামি আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করে সে ব্যর্থ হতে পারে না, কারণ মহান আল্লাহর সাহায্য সব কিছুকে জয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের কাজগুলো করার মাধ্যমে একজনকে সর্বদা আন্তরিক থাকতে হবে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা দাবি করে না। একজনকে অন্যদের সাহায্য করা উচিত যেমন তারা অন্যরা তাদের সাহায্য করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল আলেম ও জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা করা। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা তাদের সঙ্গীকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন করা কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য

গ্রহণ করবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ ধার্মিকদের সঙ্গী এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তখন তারা কেবল ধার্মিক বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করবে না বরং এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করবে। এবং এর ফলে তারা পরকালে ধার্মিকদের সাথে পরিনত হবে। সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সৎভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে সমস্যা, সমস্যা এবং তর্কের সম্মুখীন হয়েছে তার বেশিরভাগই সামাজিকীকরণের ফলাফল। সঠিক লোকেদের সাথে মেলামেশা করলে এই সমস্যাগুলো ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিকদের সাথে মেলামেশা করা একজনকে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। একজন মুসলমানের উচিত ধার্মিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে থাকা উচিত অন্যথায় নির্জনতা খোঁজা, কারণ নিরাপত্তা এই দিন এবং যুগে বিশেষত এর মধ্যেই রয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল হালাল রিযিক উপার্জন। এটা বুঝতে হবে যে কারো জীবনের ভিত্তি যদি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে তার উপরে যা কিছু তৈরি করা হবে তা হবে নাপাক। যে ব্যক্তি হারাম লাভ করে এবং ব্যবহার করে তার সৎকাজ যেমন দান-খয়রাত প্রত্যাখ্যাত হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেভাবে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, একইভাবে ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, তাদের রিজিক, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তিত হতে পারে না, তাই হারাম প্রাপ্ত এবং ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এটি এই পৃথিবীতে অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু তারা হারামের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করে তা হয়ে যায়। তাদের জন্য চাপের উৎস, এবং এটি একটি

মহান দিনে একটি কঠিন শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল সৎ আচরণ করা, এমনকি যখন কেউ গোপনে থাকে এবং অন্যের পর্যবেক্ষণ থেকে দূরে থাকে। এই মুসলমান সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয় যে ঐশী দৃষ্টি প্রতিনিয়ত তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ তারা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সত্ত্বেও সৎ আচরণ করে। যেহেতু এই মুসলিমরা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তার উপর আমল করেছে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেছে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। তার উপর তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এটি তখন হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন নামায পড়া, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের পর্যবেক্ষণ করে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখে, কারণ তারা ঐশ্বরিক দৃষ্টির প্রতি খুব বেশি মনোযোগী এবং সতর্ক থাকে। এই আন্তরিকতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একান্তে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল সর্বজনীন মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। অর্থ, এই মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে মহৎ চরিত্র প্রদর্শন করে, কারণ তারা বোঝে যে একজন প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারা অন্যদের জন্য তাদের ভালবাসার প্রমাণ দেয় যে তারা নিজের জন্য যা চায় তা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কারণ এই বাস্তব বাস্তবায়ন একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে হাদিস পাওয়া গেছে। তারা শুধুমাত্র সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত মহান আল্লাহর প্রতি সৎ আচরণ করে না বরং সৃষ্টির প্রতি মহৎ চরিত্রও দেখায়, কারণ তারা সচেতন যে একজন প্রকৃত মুমিন ঈমানের উভয় অংশই পূরণ করে, যথা , মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। যে ব্যক্তি লোকেদের প্রতি উত্তম চরিত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা জড়িত যে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, সে দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে যাদের তারা অন্যায় করেছে এবং প্রয়োজনে তারা তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল দুষ্ট লোকের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। এর মানে হল যে তারা ভাল জিনিসগুলিতে অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এবং যারাই অংশ নিচ্ছে বা সংগঠিত করছে তা নির্বিশেষে খারাপ জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় যারা তারা কি করছে তা দেখার পরিবর্তে কে কিছু করছে তার উপর নির্ভর করে অন্যদের সাহায্য করা বা না করা বেছে নেয়। এটি এমনকি পণ্ডিতদের এবং ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করেছে, যারা প্রায়শই শুধুমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করে। মুসলমানরা যদি সামাজিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের প্রভাবিত করতে চায় তবে এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে, কারণ তারা সর্বদা এই দায়িত্ব পালন করেছে, লোকেরা ভাল জিনিসের সংগঠিত বা নেতৃত্ব দিচ্ছে না কেন। পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি খারাপ সঙ্গী এবং গুনাহের সাথে বেশি সম্পৃক্ত স্থানগুলির বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। খারাপ সঙ্গী শুধুমাত্র একজনকে খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে এবং অন্ধ আনুগত্য বিকাশ করতে উত্সাহিত করে, যা প্রায়শই একজনকে মন্দ কার্যকলাপে সমর্থন এবং অংশ নিতে উত্সাহিত করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। এটি করা জরুরী কারণ নিজের জ্ঞানকে উপেক্ষা করা এবং এর বিপরীত কাজ করা বড় অজ্ঞতার লক্ষণ। এই ধরনের জ্ঞান মোটেই উপকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। জ্ঞান তখনই উপযোগী যখন এটি সঠিকভাবে কাজ করা হয়, ঠিক যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যায় যখন এটি ব্যবহার করা হয়। জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া কাউকে জান্নাতের পথে নামিয়ে দেবে না, এটি তাদের কেবল অন্ধকারে ফেলে দেবে; বিভ্রান্ত এবং হারিয়ে গেছে।

ভালো উপায়

সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সহজ সৎ কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম ধার্মিক কাজ হল কাউকে তার নির্দিষ্ট বাণিজ্যে, তার উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের পরবর্তী শিক্ষার জন্য বা তাদের পেশার সাথে যুক্ত যেকোনো ফি প্রদান করে তাদের পেশায় কাউকে সমর্থন করতে পারে। এইভাবে সাহায্য করা প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে সমর্থন করার একটি দুর্দান্ত উপায়, কারণ একজন ব্যক্তি যিনি তাদের পরিবারকে সমর্থন করার জন্য উপার্জন করেন তা পরোক্ষভাবে পরিবারকে সহায়তা করে, যদিও এটি পুরো পরিবারকে সমর্থন করার চেয়ে অনেক সস্তা এবং সহজ। উপরন্তু, দাতা তার মৃত্যুর পরেও পুরষ্কার পেতে থাকবে, যতক্ষণ না ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় কাজ করার সময় দাতার সহায়তা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, একজন মুসলমানের উচিত এমন কাউকে সাহায্য করা যার পেশা নেই। এর মধ্যে তাদের বৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া, তাদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান বা ব্যবসার মালিকদের তাদের নিয়োগের জন্য উত্সাহিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এই ধরনের ব্যক্তিকে বৈধ বিধান পেতে সাহায্য করে যাতে তারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজ কারণ যার বৈধ পেশা নেই সে অপরাধের মতো অবৈধ উপায়ে সম্পদ খোঁজার সম্ভাবনা বেশি। মানুষকে একটি বৈধ পেশা পেতে সাহায্য করা তাই সমাজে অপরাধ ও দারিদ্র্য হ্রাস করে। এতে সমাজের সবাই উপকৃত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত জিনিসটি, যা সকল মুসলমান করতে সক্ষম, তা হল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা, কারণ এটি নিজের জন্য একটি দানশীল কাজ, কারণ এটি তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের মৌখিক ও দৈহিক ক্ষতিকে নিজের এবং অন্যের সম্পদ থেকে দূরে রাখাই প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদারের সংজ্ঞা। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যেভাবে কেউ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। সহজ কথায়, যে অন্যকে শান্তিতে রেখে যায় তাকে শান্তি ও পুরস্কার দেওয়া হবে। যে মুসলমান অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এই আচরণে যোগ করে, তাদের উপায় অনুসারে, এমনকি এটি কেবল উত্সাহের একটি ভাল শব্দ হলেও, সওয়াবের উপরে পুরস্কার লাভ করবে এবং এটি উভয় জগতের সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। পরিশেষে, নিজের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে সে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তারা যাদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের গুনাহও নেবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

দুবার বোকা বানানো হয়নি

সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশনে পড়ে না।

এর অর্থ হল একজন বিশ্বাসী কোনো কিছু বা কারো দ্বারা দুবার বোকা হয় না। এর মধ্যে গুনাহ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন পাপ করার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যখন তারা সেগুলি করে, তখন তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বরং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিখে এবং পরিবর্তন করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয়, তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত, কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সতর্কতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাতে তারা আরও ভাল পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আনুগত্য পূরণ করে। হুকুম, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

পরিশেষে, মূল হাদীসটি ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণা দূর করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যকে ক্ষমা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিন্তু ভুলে যাওয়া শুধুমাত্র মানুষের জন্য আবার অন্যায় করার দরজা খুলে দেয়। মানুষ তাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। পরিবর্তে, একজনের উচিত অন্যকে ক্ষমা করা, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের অধিকার পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া, কিন্তু মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সাবধানে চলা উচিত, বিশেষ করে যারা অতীতে তাদের সাথে অন্যায় করেছে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

আর্থিক পরামর্শ

সহীহ বুখারী, 1427 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পদ সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যবাধকতা ও স্বেচ্ছায় দান করার চেষ্টা করে, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে কম দেয় এবং তার পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে সম্পদের মতো জিনিস গ্রহণ করে। এই হাদীসটি অভাবগ্রস্তদের সমালোচনা করে না, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যদের কাছ থেকে নেওয়ার অধিকারী। তবে এটি তাদের সমালোচনা করে যারা দিতে সক্ষম কিন্তু আটকে রাখে এবং যাদের এখনও অন্যদের কাছ থেকে জিনিস নেওয়ার দরকার নেই, তবুও তাদের জিজ্ঞাসা করুন এবং নিন। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, তার আকার নির্বিশেষে, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। প্রতিটি পরমাণুর কল্যাণের মূল্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করবেন। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

এবং মুসলমানদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হলেই অন্যদের কাছ থেকে জিনিস চাওয়া এবং নেওয়া উচিত। অন্যথায়, তাদের অতিরিক্ত চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে অন্য লোকেদের উপর নির্ভরশীল হয়ে

পড়ে এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, এবং তাদের চাহিদা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে, এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট খাতায় রয়েছে।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, দান করার পূর্বে একজন মুসলিমকে প্রথমে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি কেবল একটি নেক কাজই নয়, তবে এটি নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ উপায়ে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হওয়াও পাপ, সহীহ মুসলিম, 2312 নম্বরের একটি হাদিস অনুসারে। .

আলোচ্য মূল হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, সর্বোত্তম সদকা হল যখন কেউ তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন পূরণ করার পর অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়া এবং নিজেকে আর্থিক অসুবিধায় না ফেলে দান করে। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ দান না করে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করতে শেখায়। কাজের পরিমাণের চেয়ে কাজের গুণমান এবং ধারাবাহিকতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জান্নাত ও জাহান্নাম

জামে আত তিরমিযী, 2559 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে জান্নাত কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত এবং জাহান্নাম আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এর মানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া পথের মধ্যে রয়েছে কষ্ট ও কষ্ট। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি কোন ধরণের অসুবিধার মধ্য দিয়ে না গিয়ে এই পৃথিবীতে ভাল লাভ করতে পারে না, যেমন নিজের শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে কীভাবে কেউ বিশ্বাস করবে যে তারা অসুবিধার মুখোমুখি না হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারবে? ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা দেখতে পাবে যে ধার্মিকরা সর্বদা অসুবিধার সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা জানত যে জান্নাতের পথে অসুবিধা রয়েছে তারা অসুবিধার পরিবর্তে গন্তব্যের দিকে তাদের মনোযোগ বজায় রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষা করা হয়নি। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই পৃথিবীতে জান্নাতের স্থায়ী সুখ পেতে একটি অত্যন্ত ছোট মূল্য দিতে হয়. অতএব, তাদের উচিত প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে ক্রমাগত গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং প্রতিটি সময়ে গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা। কষ্ট, ধৈর্য অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা।

জাহান্নামের পথ কামনায় পরিপূর্ণ। এটি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। যদিও এই পৃথিবীতে হালাল আনন্দ উপভোগ করা হারাম নয়, তবুও একজন মুসলিমের উচিত যতটা সম্ভব এগুলিকে কম করা, কারণ এই হালাল ইচ্ছাগুলি প্রায়শই হারাম আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। একজন মুসলমানের কখনই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষার আনুগত্য করা উচিত নয় যদি এর অর্থ তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ ইচ্ছা পূরণের আনন্দ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় যেখানে অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উপসংহারে বলা যায়, পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জাহান্নামে শেষ হলে কেউ ভালো অনুভব করবে না। এবং একটি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের খারাপ লাগবে না যদি তারা জান্নাতে শেষ হয়।

সবচেয়ে পুণ্যবান

জামে আত তিরমিযী, 1660 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন সবচেয়ে নেককার লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহর পথে আন্তরিকভাবে জিহাদ করে।

এর মধ্যে রয়েছে নিজের কু-আকাঙ্খা ও অন্যের মন্দ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা, উদাহরণস্বরূপ, এই জড়জগতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এবং এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক জ্ঞান অনুযায়ী মৃদুভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। একজন মুসলিম এই হাদীসটি পূরণ করবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দায়িত্বের উভয় দিকই পালন করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হল সেই ব্যক্তি যে এর দ্বারা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, লোকদের থেকে তাদের মন্দকে দূরে রাখে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। একজন মুসলমান যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে তাদের এইভাবে আচরণ করা অনুমোদিত

নয়, কারণ তাদের অবহেলা করা একটি পাপ। সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, তাদের মন্দ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মানুষকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং তাদের উচিত তাদের নিজেদের মন্দ লোকদের থেকে দূরে রাখার জন্য। যেহেতু পূর্বের মনোভাব গর্বিত হতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা ধার্মিক এবং অন্যরা পাপী। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন পরমাণুর গর্ব কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা অনেক ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ এটি তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের পাপ করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এটি একজনকে অনেক তর্ক, অসুবিধা এবং সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধা দেয়, যা মূলত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণের কারণে ঘটে। এটি তাদের দায়িত্ব এবং দায়িত্বগুলিতে আরও মনোনিবেশ করার জন্য তাদের সময় মুক্ত করবে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করার জন্য আরও সময় দেয়, যা উভয় জগতে সত্য এবং স্থায়ী সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে তবে এই দিন এবং যুগে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতা এড়ানো অনেক বেশি নিরাপদ।

কারাগার এবং জান্নাত

জামে আত তিরমিযী, 2324 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগত মুমিনের জন্য কারাগার এবং অবিশ্বাসীর জন্য জান্নাত।

মুসলমানদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই দায়িত্বের মধ্যে সৃষ্টির সাথে এমনভাবে আচরণ করাও অন্তর্ভুক্ত যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের সাথে অন্যদের আচরণ করতে চায়। এই কোডের কারণে, মুসলমানরা ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের বিচার করা হবে। এই সত্যের কারণে একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের মন্দ ও নিরর্থক আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা এই কারাগার থেকে মুক্তি পায় এবং পরকালের অনন্ত সুখে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, একজন অমুসলিম এই নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপন করে না এবং তার পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয় যাতে এই পৃথিবী তাদের জন্য একটি স্বর্গের মতো হয়ে যায়, যেখানে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে। কিন্তু এ অবস্থায় মারা গেলে পরকাল তাদের চিরস্থায়ী কারাগারে পরিণত হবে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার নিয়ম-কানুন মেনে চলার মাধ্যমে তাদের জীবনকে সহজ করা। কিন্তু যদি তারা তাদের ভাঙতে থাকে তবে তারা কেবল একের পর এক কষ্টের সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন একজন বন্দী যদি তাদের কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করতে থাকে তবে তাদের কষ্ট হয়।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এর মানে এই নয় যে একজন মুসলিমের জীবন খারাপ। এর অর্থ কেবলমাত্র তারা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সফল হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই একটি নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে, তাদের অবশ্যই তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। সত্য হলো, যে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করে, সে বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও মনে ও শরীরে শান্তি পাবে। এর কারণ হল, মহান, অন্তরের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তাদের অন্তরে সন্তুষ্টি স্থাপন করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি তাদের সরাসরি বিপরীত যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে, যারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করছে বলে মনে হয় কিন্তু উদ্বেগ, চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার চিন্তার সম্মুখীন হয় কারণ তারা মানসিক শান্তি পায়নি। বা শরীর। তাই একজন

মুসলিমকে কখনোই বাহ্যিক চেহারা দেখে বোকা বানানো উচিত নয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

সন্নিকটে

সহীহ মুসলিম, 6833 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার ন্যূনতম দশ গুণ সওয়াব হবে।

ইসলামী শিক্ষা জুড়ে নেক আমল করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা এই হাদীসের মত দশগুণ সওয়াবের পরামর্শ দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাতশত গুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সওয়াব যা গণনা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করে দেন..."

এই পরিবর্তিত পুরস্কার একজনের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক হবেন, তত বেশি পুরস্কৃত হবেন। অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যত বেশি নেক আমল করবে, তত বেশি পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি আরও উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতের মাধ্যমে একটি পাপকে বহুগুণ না করে শুধু শাস্তি দেবেন অথবা তিনি পাপ ক্ষমা করবেন। অতএব, মুসলমানদের কখনই আশা ত্যাগ করা উচিত নয় এবং আন্তরিকভাবে সৎ কাজ করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

আলোচিত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যত বেশি মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। তাকে, মহান আল্লাহর রহমত যত বেশি, তারা পাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের ন্যূনতম প্রচেষ্টা একটি বৃহত্তর করুণা লাভের দিকে পরিচালিত করবে। এই করুণা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক, দেহের শান্তি এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্য পেতে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং এর পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে নিজেদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, সে এই রহমত পাবে না এবং তাই তারা তাদের জীবনে সঠিক পথনির্দেশ পাবে না। পরিবর্তে তারা একের পর এক অসুবিধা, একের পর এক অন্ধকারের মুখোমুখি হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ড্রপ এবং একটি মহাসাগর

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই উপমা দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় বস্তুগত জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না, কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেই পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়া যায় না কেন, তা সর্বদাই অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হয় না, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোকামি, যেখানে তারা পৌঁছতে পারে না, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করা যা তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অনন্ত পরকালের প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর এক ফোঁটা জলকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

তোমার অবস্থা

সহীহ মুসলিম, 7232 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে মানুষ পৃথিবীতে যে অবস্থায় মারা গিয়েছিল সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

এর মানে হল যে, যদি কোন ব্যক্তি ভাল অবস্থায় মারা যায় তবে তারা ভালভাবে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু যদি তারা মন্দ পথে মারা যায় তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাস করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় যে তারা ইসলামে বিশ্বাসী থাকায় এটি গ্যারান্টি দেয় যে তারা মারা যাবে এবং বিচারের দিনে একটি ভাল অবস্থায় উত্থিত হবে। যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং অতঃপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও আলেম লাগে না।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, তারা যে অবস্থায় জীবন যাপন করেছে সে অবস্থায় তাদের মৃত্যু হবে। অর্থ, যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জীবনযাপন করে, তাঁর আদেশগুলি আন্তরিকভাবে পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, তবে তারা অবশ্যই তার উপর নির্ভর করবে। একটি ভাল অবস্থায় মারা

যান এবং তাই একটি ভাল অবস্থায় পুনরুত্থিত হন, যার মধ্যে ধার্মিকদের সাথে উত্থাপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত, যেমন তারা কার্যত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহকে অমান্য করে জাহান্নামের পথে হাঁটা উচিত নয়, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা, এবং বিশ্বাস করা যে তারা কোনো না কোনোভাবে ভালো অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যাতে তারা জান্নাতে ধার্মিকদের সাথে যোগ দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

প্রকৃত সম্পদ

সহীহ মুসলিম, 7420 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একমাত্র সম্পদ যা প্রকৃতপক্ষে অধিকারী তা তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত।

প্রথমটি হ'ল একজন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে খাদ্য প্রাপ্তি এবং খাওয়ার জন্য ব্যয় করে। একজন মুসলমানের উচিত খাবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয় করা কারণ এটি একটি পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

মুসলিমদের জন্য শুধুমাত্র হালাল খাবার গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুযায়ী যদি তারা হারাম খায় তবে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি কারো প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে তাদের বাকি কাজগুলি কীভাবে আল্লাহ কবুল করতে পারেন, মহিমান্বিত? প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 2342, নির্দেশ করে যে হারামের মূলে থাকা যে কোনও ভাল কাজ প্রত্যাখ্যাত। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা ।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এমন মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা সাধারণ খাবার খায় যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য খায় এবং খাওয়ার জন্য বাঁচে না, যাতে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাদের পেটের দ্বারা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হয়।

পরের জিনিসটি একজন তাদের আসল সম্পদ তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করে। আবার, একজন মুসলমানের উচিত বাড়াবাড়ি এবং অপচয় এড়ানো, কারণ এই লোকদেরকে শয়তানের ভাইবোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..*"

সুন্দর, পরিষ্কার এবং সাধারণ পোশাকে একজন মুসলমানের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বর হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের একটি দিক। ইসলাম সুন্দর চেহারার বিরুদ্ধে নয় তবে একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটি ব্যয় না করে সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সম্পদ বা সময়। সুন্দর দেখানোর জন্য উত্সর্গটি কখনই তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব থেকে কাউকে বাধা দেবে না। সত্য হল যে কেউ যত বেশি তাদের চেহারায় লিপ্ত হবে তত বেশি তারা তাদের জীবনের অন্যান্য দিক যেমন তাদের গাড়ি, বাড়ি এবং খাবারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে। এটি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এতে উভয় জগতেই অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে যে সম্পদের মালিক হন তা হল পরকালে তা ব্যয় করার মাধ্যমে যা মহান আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট হয়। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত আশীর্বাদ যা একজনকে দেওয়া হয়েছে, শুধু সম্পদ নয়। এই নিয়ামতগুলোকে কেউ যত বেশি ব্যবহার করবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, উভয় জগতেই তত বেশি শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে প্রথম দুটি জিনিস ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন, কারণ এগুলি তাদের বিধানের একটি অংশ যা পরিবর্তন করতে পারে না এবং আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পৃথিবী এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, তাদের অনুসন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং এর পরিবর্তে শেষ দিকের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রকৃত অর্থে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করার অন্যান্য সকল প্রকার, একজন ব্যক্তির অন্তর্গত নয় এবং অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যদিও বিচারের দিনে তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে।

ধার্মিক হওয়া

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের অধিকার পূরণের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে অন্যদের সাথে আচরণ করা জড়িত যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। যেটা বেআইনীর যত কাছে থাকে তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে ধীরে ধীরে, হঠাৎ করে নয়। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম

একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অনর্থক কথার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

একটি সরল জীবন

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। একজন সাধারণ জীবনযাপনে যত বেশি মনোনিবেশ করবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা তত সহজ হবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে, তারা পার্থিব জিনিসের জন্য তত কম চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি আখেরাতের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে, তারা তত বেশি চাপে পড়বে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের হিসাব যত কঠোর হবে, তাদের শাস্তি তত বেশি হবে। সহীহ বুখারী, ১০৩ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থ অনুযায়ী ব্যয় করুন

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে, কেননা হারামের উপর ভিত্তি করে যে কোন সৎ কাজ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যকে সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা সামান্যই হয়, কারণ মহান আল্লাহ একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা লক্ষ্য করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি কোন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে, তবে তারা তার জন্য দায়ী থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগ করার জন্য তা রেখে দেবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে, এই হাদিসটি কেবল সম্পদ নয়, সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তখন তারা মনের শান্তি, সাফল্য এবং আশীর্বাদের বৃদ্ধি পাবে, যেমন তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি স্পষ্ট করে যে, উভয় জগতের আশীর্বাদ, শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য একজন মুসলমানের ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের শুধুমাত্র সেই আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে হবে যেগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে, তা যত কমই হোক না কেন।

পরকালের জন্য কাজ করা

সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এর ফলে মানুষ পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে কাজগুলো করেছে সে অনুযায়ী ঘাম ঝরাবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

সূর্যকে তাদের এত কাছে নিয়ে আসা হলে বিচার দিবসে পরিস্থিতি কতটা কঠিন হবে তা উপলব্ধি করার জন্য একজনকে কেবল গ্রীষ্মের তীব্র আবহাওয়ার শিকার হওয়ার সময় এবং তাপ কীভাবে তাদের মনোভাব এবং আচরণকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে। বিচার দিবসে তিনি শিথিলতা পাবেন। কিন্তু যারা অলস ছিল, শিথিল ছিল এবং পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিল, বিচার দিবসে তারা খুব চাপের শিকার হবে। সহজ কথায়, যে এখানে চেষ্টা করবে সে সেখানে বিশ্রাম পাবে কিন্তু যে এখানে শিথিল করবে সে সেখানে কষ্ট করবে।

মানুষ যেভাবে এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তারা একটি আরামদায়ক জীবন এবং এমনকি একটি আরামদায়ক অবসর লাভ করতে পারে, যদিও অবসরের বয়সে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয় না, মুসলমানদের উচিত এই পৃথিবীতে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত মহান আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। আশীর্বাদ তাদের দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যাতে তারা তাকে

খুশি করে, যাতে তারা এই পৃথিবীতে শান্তি ও আরাম পেতে পারে এবং যে দিনটি ঘটবে। এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম করা বড় অজ্ঞতার চিহ্ন যা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের দিন, এবং এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম না করা যেদিন তারা পৌঁছানোর এবং অভিজ্ঞতা লাভের গ্যারান্টিযুক্ত, যথা বিচার দিবস।

সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে, এবং মহান আল্লাহ্‌ অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা, যেহেতু একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান, যার মধ্যে সম্পদও রয়েছে, আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবং পৃথিবী। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি

করেছেন। তাই একজন মুসলিমের উচিত হবে অলস হওয়া উচিত নয় যখন তারা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়ের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহর উপর আস্থার দাবি করে।

পরিশেষে, মূল হাদিস বোঝা এবং তার উপর কাজ করা একজনকে তাদের জন্য সরকার বা আত্মীয়দের মতো অন্যদের উপর নির্ভর করার থেকে স্বাধীন হতে উৎসাহিত করে। এর পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বরাদ্দকৃত হালাল রিযিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখবে।

বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরয নামায ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে বসার অনুমতি রয়েছে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের পরে আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে, কারণ মুমিনদেরকে তাদের ফরজ নামাজ

যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

সাকারে ফেলেছে ?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং তাদের সন্তানদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

অন্য একটি বড় সমস্যা যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় তা হল তারা ফরজ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে,

তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এভাবেই তারা গুনাহ করবে। যে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি সে হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"...আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তারা অন্য ধার্মিক কাজগুলো করছেন, যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো দাবী করে নিজেদের বোকা বানানো উচিত নয়। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে এটা করে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার

অনুসরণ করছে, যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

পরিশেষে, প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ফরজ নামায ত্যাগ করার উপর অবিচল থাকে সে হয়তো তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের জীবনের সময় এটি উপলব্ধি না করেও এটি হারাতে পারে। বাধ্যতামূলক প্রার্থনার মতো ক্রিয়া দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে কেউ কখনই নিজেকে বোকা বানাবেন না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যে বাস্তবিক ও অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অতএব, ইসলাম পালন করে না এমন মুসলমান হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই, কারণ এই মনোভাব একজন মুসলমানের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। একজন ব্যক্তি যদি একজন মুসলমানের সংজ্ঞা পূরণ না করে, তাহলে তারা কীভাবে নিজেকে একজন হিসাবে বিবেচনা করবে?

উপাসনার সারাংশ

জামে আত তিরমিযী, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, দোয়া হল ইবাদতের সারাংশ।

কারণ এটা নম্রতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি একজনের দাসত্বের একটি বাস্তব প্রদর্শনী, কারণ মালিকের কাছে চাওয়া বান্দার জন্য উপযুক্ত।

জেনে রাখা জরুরী যে জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, প্রতিটি ভাল দোয়া তিনটি উপায়ে কবুল হয়। তা হয় পূর্ণ হয়, পরকালে সমতুল্য পুরস্কার দেওয়া হয় অথবা একজনের জীবন থেকে সমতুল্য মন্দ দূর করা হয়।

নিম্নলিখিত আয়াতে, মহান আল্লাহ, যারা প্রার্থনা করে তাদের সকলের প্রতি উত্তর দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন। অতএব, একজনকে সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং প্রার্থনায় অবিরত থাকা উচিত। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."

এমনকি প্রার্থনা করার আগেও নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের উপার্জন হালাল এবং তারা যা গ্রহণ করে তা হালাল। জামে আত তিরমিযী, ২৯৮৯ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে তার দো'আ কবুল হবে না।

দোয়ার প্রথম আদব হলো দোয়া করার সময় কিবলামুখী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি। এই কর্মের একটি উদাহরণ সুনানে আন নাসাই, 2899 নম্বরে পাওয়া যায়।

তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করা উচিত, কারণ এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুশীলন। এটি সহীহ বুখারী, 1030 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ এমন একজন ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই লজ্জাশীল এবং উদার, যে তার কাছে হাত তোলে।

প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তারপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করে প্রার্থনা শুরু ও শেষ করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1481 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যে স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ না পাঠায়।

পবিত্র কুরআনে বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে উল্লিখিত বাক্যাংশ সহ মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। মহান আল্লাহর সুন্দর নামগুলো এই ঐশী শিক্ষা জুড়ে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 24:

“তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, প্রযোজক, রূপকার; সর্বোত্তম নামগুলো তাঁরই.."

সর্বোত্তম প্রার্থনা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে পাওয়া যায় এবং তাই ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 41:

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে।"

তবে নির্দিষ্ট কিছুর জন্য দোয়া করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না সেগুলো বৈধ।

পবিত্র কুরআনে যেমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে, একজনের উচিত মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে, তাঁর করুণার আশায় এবং তাঁর মহত্ত্বের ভয়ে প্রার্থনা করা। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 56:

"...এবং ভয়ে ও আকাঙ্ক্ষায় তাকে ডাকুন..."

মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন এই বিশ্বাস নিয়ে উৎসাহের সাথে প্রার্থনা করা জরুরী। উপরন্তু, জামে আত তিরমিযী, 3479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ, মহান, যে ব্যক্তি গাফেল বা বিভ্রান্ত হয়ে প্রার্থনা করে তার প্রতি সাড়া দেন না।

জামে আত তিরমিযী, 3505 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা হয় তখন সর্বদা দোয়া কবুল হয়। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 87:

"...তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তুমি মহিমান্বিত। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

একজনের উচিত তাদের প্রার্থনাকে আমীন শব্দ দিয়ে সীলমোহর করা, কারণ এটি তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। সুনানে আবু দাউদ, 938 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

দোয়া শেষ হওয়ার পর, তাদের মুখের উপর হাত মুছতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অভ্যাস। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনের প্রার্থনায় অবিচল থাকা উচিত, কারণ হাল ছেড়ে দেওয়া একটি তাড়াহুড়োমূলক কাজ যার ফলে প্রার্থনা অপূর্ণ হতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৮৭ নং হাদিসে এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে।

স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অভ্যাস করা উচিত যাতে মহান আল্লাহ তাদের কঠিন সময়ে সাহায্য করেন। মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ফরজ নামাজের পরে এবং রাতের শেষ অংশে করা দোয়া সহজে কবুল করেন। . সহীহ বুখারি, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে রাতের শেষ অংশে ঐশী অবতরণ ঘটে যে সময়ে মহান আল্লাহ ডাকেন এবং প্রার্থনায় সাড়া দেন। সুনানে আবু দাউদ, 521 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যেটি উপদেশ দেয় যে দুই আযানের মধ্যবর্তী দোয়া কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সবচেয়ে কাছের, যখন তারা সিজদা করছে এবং তাই তাদের

উচিত এই সময়ে তাঁর কাছে দোয়া করা। এটি সুনানে আন নাসাই, 1138 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 1046 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি শুক্রবারে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা সহজেই দোয়া কবুল করেন। রোজাদার যখন ইফতার করে তখন তাদের দোয়াও কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1753 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তাদের জন্য দোয়া করতে বলা উচিত, যেমনটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 1441 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দোয়া প্রার্থনার মতো। দেবদূতদের জমজমের পানি পান করার সময় যে দোয়া করা হয় তা সর্বদা কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 3062 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 2540 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস বৃষ্টিপাতের সময় দোয়া কবুল হওয়ার পরামর্শ দেয়। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মানুষকে তাদের অনুপস্থিতিতে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। যদি কেউ কোন প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তবে তারা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কারণ তারা কবুল হবে। জামে আত তিরমিযী, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদীসটি উপদেশ দেয় যে মুসাফিরের দুআ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। অবশেষে, একজনের উচিত তাদের পিতামাতাকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করা কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

কেউ কেউ নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, কারণ তারা দাবি করে যে তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং কাউকে তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে চান না। যদিও এটি একটি বাস্তবতা, তবুও দোয়া করা উত্তম, কারণ এটি সকল নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য এবং পবিত্র কুরআনে এর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার রব বলেন, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব।" প্রকৃতপক্ষে, যারা আমার উপাসনাকে অবজ্ঞা করে তারা অবজ্ঞার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

দোয়া করা হল মহান আল্লাহর কাছে নম্রতা ও দাসত্ব প্রদর্শনের একটি চমৎকার উপায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3370 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই। অবশেষে, মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন যখন একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন না, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর থেকে স্বাধীন, যা সত্য নয়। জামি আত তিরমিযী, 3373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের মধ্যে যে দোয়াগুলো পাওয়া যায় তা কর্মের জন্য গৌণ। অর্থ, প্রায়োগিক আনুগত্যের একটি কাজের পরে প্রার্থনা করা হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রার্থনাগুলি কাজকে সমর্থন করে। অতএব, মহান আল্লাহর বাস্তব আনুগত্য ব্যতীত দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবীগণের অভ্যাস ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম প্রার্থনা করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা তাকে খুশি করে। এমনকি আলোচ্য প্রধান হাদীসটি ব্যবহারিক ইবাদতের গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা প্রার্থনা দ্বারা সমর্থিত। মিনতি ব্যবহারিক আনুগত্য প্রতিস্থাপন করতে পারে না, তারা পরিবর্তে তাদের সমর্থন করে। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়কেই উপস্থিত থাকতে হবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"...তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ এটিকে উন্নীত করে..."

সহজ এবং সুখবর

সহীহ বুখারী, 6125 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিনিসগুলিকে কঠিন করার পরিবর্তে অন্যদের জন্য সহজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এবং অন্যদের সুসংবাদ দিতে এবং তাদের ভয় না.

একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে নিজের জন্য সহজ করা, যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা। এটি তাদের অপব্যয় বা অযৌক্তিক না হয়ে বৈধ জিনিস উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় সরবরাহ করবে। একজন মুসলিমের উচিত স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজের ব্যাপারে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের উপর বোঝা চাপানো নয়, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে দেওয়া, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে, যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে, বিশ্বাস করে এটি একটি বোঝা ধর্ম যদিও এটি একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি থেকে দূরে সরে যাবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পূরণ করতে খুব বেশি সময়

লাগে না এবং তাদের জন্য ভাল এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে মজা করার জন্য প্রচুর সময় রেখে যায়।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অলস হওয়া উচিত এবং অন্যদেরকে অলস হতে শেখানো উচিত, কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পূরণ করতে হবে, যদি না কেউ ইসলাম দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। যে অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, কেবল নিজের ইচ্ছা।

অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে না। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি হতে পারে। অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার জন্য একটি মুসলিম তাই কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের অধিকার দাবি করা উচিত. এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করবেন না বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিভাবক তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং নিজেরাই করতে পারেন, যদি তাদের কাছে সমস্যা ছাড়াই তা করার উপায় থাকে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা দেখতে পায় যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উভয় জগতেই কঠিন করে দেন।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলমানদেরকে যে মহান পুরস্কার দান করেন, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে। এই পন্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করে, আশা করে যে তারা সফল হবে, তখন একজন মুসলমানের উচিত তাদের তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়কে উদ্‌বুদ্ধ করা।

একটি ভারসাম্য সর্বোত্তম যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশা ব্যবহার করে, পাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর আনুগত্য ও ভয়কে উত্সাহিত করতে। এবং যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে বা অন্যদেরকে দেখে যারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে, একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে সঠিক মধ্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

পার্থিব জিনিসের অবস্থা

সহীহ বুখারী, 6501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পার্থিব জিনিস যা সামাজিক মর্যাদায় উত্থিত হয় শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা নিচু করে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের একটি পার্থিব শিক্ষা এবং একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি একজনকে অবৈধ সম্পদ এড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের মতো একজনের দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব বর্ণনা করার একটি উদাহরণ সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মূল হাদিসের অর্থ হল, পার্থিব সাফল্যকে এক নম্বর অগ্রাধিকারে পরিণত করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব সাফল্য লাভ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যাবে। এই বিবর্ণতা ঘটবে যখন কেউ জীবিত থাকবে বা তাদের সাফল্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যখন তারা মারা যাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অগণিত লোক সাম্রাজ্য তৈরি করেছে এবং পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তবুও তাদের সকলেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। কত লোকের নাম এখনও আকাশ স্ক্র্যাপার জুড়ে প্লাস্টার করা হয়েছে, অল্প সময়ের পরে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে এবং তারা ভুলে গেছে?

এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সমস্যায় পড়লে তাকে সফলতা দেওয়া হবে না। মুসলমানদের উচিত বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং বিপত্তির সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জড় জগতের বরকত ও সফলতাকে কাজে লাগিয়ে আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়াই মূল বিষয়। হালাল পার্থিব সাফল্যের জন্য চেষ্টা করে কেউ এটি অর্জন করতে পারে; অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করে মহান আল্লাহ ও মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুন। এবং তাদের তাদের পার্থিব সাফল্যকে পরকালে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করা। যদি তাদের পার্থিব সাফল্য খ্যাতি বা রাজনৈতিক হয়, তবে তাদের উচিত অন্যদের উপকার করার জন্য তাদের প্রভাব ব্যবহার করা, কারণ এটি তাদের পরকালে সাহায্য করবে। এভাবেই একজন তাদের পার্থিব সাফল্যকে তাদের পরকালের উপকারে ব্যবহার করে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় নিজের উপকার করার লক্ষ্য রাখে সে পরকালে লাভবান হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালে নিজেদের উপকার করার লক্ষ্য রাখে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। এটি অনিবার্যভাবে ম্লান হওয়ার আগে এবং পরে তাদের পার্থিব সাফল্য থেকে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

প্রতিশোধ নেওয়া

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলমানের উচিত ধৈর্য ধরে রাখা, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা কারণ এটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়। , তাদের পাপ ক্ষমা করা. অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

যাদের অন্যদেরকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং তারা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং তাদের প্রতিটি ছোট-বড় গুনাহ যাচাই করে দেখেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, মনের শান্তি দূর হয় যখন কেউ তাদের বিরক্ত করে এমন প্রতিটি ছোট সমস্যা ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করতে শেখা একজনকে ছোটখাটো সমস্যাগুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

অবশেষে, মূল হাদিসের অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। উপরন্তু, এমনকি যখন একজন অন্যকে ক্ষমা করে, এর অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে সামাজিকতা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটি কেবল তাদের আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করা উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অবশ্যই অন্যের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের সাথে অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে।

সত্য নির্দেশনা মেনে চলুন

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি উত্স থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসগুলির উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও সেগুলি নেক আমল হলেও, সে এই দুটি হিদায়াতের উত্সের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয়, তবুও তারা মুসলিমদেরকে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়, যা কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা ও বানোয়াট অভ্যাস বেছে

নেয়, যদিও সেগুলি পাপ নাও হয়, এই দুটি পথনির্দেশের উৎসের উপর জ্ঞানার্জন ও আমল করে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, অজ্ঞতার কারণে যখন কেউ এমন কাজ করতে থাকে যা সরাসরি নির্দেশনার দুটি উত্সের সাথে যুক্ত নয়, তখন তারা সহজেই এমন অনুশীলন ও বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি মুসলিমকে পাপ ও বিপথগামীতার পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যে জানে যে তারা হারিয়ে গেছে সে সম্ভবত অন্যদের পরামর্শ দিলে তারা গ্রহণ করবে এবং তাদের দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু যিনি মনে করেন যে তারা সঠিক পথে আছেন তিনি তাদের দিক পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুব কম, এমনকি যখন তাদের জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণ আছে এমন অন্যদের দ্বারা সতর্ক করা হয়। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশের দুটি সূত্রে পাওয়া জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা এবং তার উপর কাজ করা এবং অন্যান্য কাজগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে মনে হয়।

একটি ক্লিন হার্ট

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় যে পরিবার, বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায় থেকে, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন পিতামাতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এটি দ্বারা প্রভাবিত হবে, যদিও তারা এটি ঘটতে চায় না। এই শত্রুতা এখনও

ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে, যদিও তাদের আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

যে ক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, সেক্ষেত্রে অন্য একজনকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করেই নেতিবাচক কথা উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা। অন্যথায়, তারা ভালভাবে খুঁজে পেতে পারে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব একে অপরের থেকে আলাদা এবং আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তাকে অবশ্যই বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক বিষয়গুলিতে ফোকাস করা এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে মনে রাখবেন যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। যে ব্যক্তির সম্পর্কে তারা নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি তাদের অবশ্যই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, মানুষের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এইভাবে আচরণ করা অন্যদের সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট একজনের হৃদয়ে নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করবে।

নিখুঁত বিশ্বাস

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত যা ভালবাসেন, যেমন পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে ভালবাসা। এই ভালবাসা কার্যত দেখাতে হবে নির্দেশনার এই দুটি উৎস শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় অন্যান্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত করে, যেমন সৎ কাজ এবং মসজিদ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা তা পরিহার করে এবং অন্যকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই কোন গুনাহের কারণ হবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায় যা একজন অন্যকে দিতে পারে, যেমন শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন, শুধু সম্পদ নয়। যখন কেউ দান করবে, তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা করবে যার অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে, যেমন আন্তরিক উপদেশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কারও অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই দোয়াগুলি প্রদান করা এবং ভাগ করা অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা এই বরকতগুলি দান করার জন্য দিয়েছেন। অন্যদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9:

"[বলেছি], "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখ [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা চাই না।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কাছে থাকা নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে আটকে রাখা। কে তাদের কাছ থেকে কিছু চাইছে এই মুসলমান তা পর্যবেক্ষণ করবে না বরং তারা অনুরোধের পিছনে কারণটি মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তারা আশীর্বাদ বন্ধ করে দেবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এর মধ্যে রয়েছে গীবত করা বা ক্রোধ প্রকাশের মতো মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয় এমন বিষয়ে কথাবার্তা ও কাজ বন্ধ রাখা। এই মুসলিম তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন এটি মহান আল্লাহকে খুশি করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রগামী হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বিরত থাকবে।

উপসংহারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এগুলি একজনের আবেগের উপর ভিত্তি করে এবং তাই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জন করে। এটা অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, ফোকাস এবং কর্মকে সর্বদা মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি মূল হাদীসে বর্ণিত চারটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা সহজ মনে করবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পুরস্কার রক্ষা

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই মুসলিমটি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের উচিত ছিল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তান যদি একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তাহলে সে তাদের উদ্দেশ্যকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটি শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব, যেমন একজনের কথা ও কাজ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

দুঃখের সময়

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। একজন ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যু কামনা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয়, তবে তাদেরও জবাবদিহি করা হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

ইসলাম বোঝা নয়

সহীহ মুসলিম, 7129 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সঠিক সময় বেছে নিতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি চাননি। অতিরিক্ত বোঝা বা তাদের বিরক্ত করা।

যদিও, একজন মুসলমানের কাছে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি শেখা ও আমল করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই, কারণ এটিই ঈমানের দাবির বাস্তব প্রমাণ, কোনটিই কম নয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যদের সাথে তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী আচরণ করা যাতে তারা নিজেরাও বিরক্ত না হয় এবং অন্যকেও ইসলাম থেকে বিরক্ত না করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং উপহার দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কারো কারো অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী উপবাস করার শক্তি আছে আবার কারোর নেই। কেউ কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করার জন্য দিন কাটাতে মানসিক শক্তি রাখেন, যেখানে অন্যেরা থাকে না। কেউ কেউ আনন্দের সাথে অন্যদের সাথে সারাদিন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, অন্যদের তা করার মতো মনোযোগ বা মানসিক শক্তি নেই। এর অর্থ এই নয় যে যারা এই কাজগুলো করার শক্তি রাখে না তারা খারাপ মুসলিম কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির তাদের সামর্থ্য, শক্তি, উদ্দেশ্য এবং তারা যে কাজ করেছেন তার বিচার করবেন। এই আলোচনার অর্থ হল স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের বা অন্যদের প্রতি খুব

বেশি কঠোর হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানকে একটু একটু করে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিরক্ত না হয় এবং সম্পূর্ণরূপে হাল ছেড়ে দেয়। যদি একজন মুসলিমকে স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার শক্তি দেওয়া হয়, তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের এই মঞ্জুরি দেননি। এটি বোঝা অহংকারের মারাত্মক পাপকে প্রতিরোধ করবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের জন্য, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম, কয়েকটি বাধ্যবাধকতা সহ, যার লক্ষ্য তাদের উভয় জগতে সাফল্য এবং শান্তি অর্জনে সহায়তা করা।

ভদ্র হওয়া

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“সুতরাং আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই নবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারবে না এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

কঠোরতা শুধুমাত্র মানুষকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করে এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানকে এড়িয়ে চলতে হবে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু এটি মুসলমানদের শেখায় যে তারা অন্যদের সুবিধা নিতে না দিয়ে সাধারণভাবে তাদের পথ হিসাবে ভদ্রতা গ্রহণ করতে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, একজন অন্যের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যের প্রতি তাদের কথাবার্তা ও কাজে কঠোরতা দেখায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। পক্ষান্তরে, তারা যদি অন্যদের জন্য নম্র আচরণ করে, অন্যদের জন্য সহজ করে, অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং অন্যের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন।

একটি বিশ্বাসী এর বৈশিষ্ট্য

জামে আত তিরমিযী, 1964 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন এবং একজন মন্দ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীকে নিষ্পাপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ তারা সবসময় অন্যদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করার পরিবর্তে অন্যের কথা এবং কাজকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করে। তারা অন্যদের সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত রায় দেয় না, জেনে রাখা ভাল মানুষ পরিবর্তন করতে পারে এবং তারা তাদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। জামে আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে অন্যের জন্য ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুমিনের চিহ্ন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সমর্থন করে যেমন, আর্থিক এবং মানসিক সমর্থন দ্বারা এটি প্রমাণ করে। . তারা একটি সরল এবং সোজা সামনের মানসিকতা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা অন্যদের সাথে একটি আগাম এবং স্পষ্টভাবে আচরণ করে। অর্থ, তারা ট্রিকির সাথে যুক্ত সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলে , যেমন দ্বিমুখী হওয়া।

এই হাদিসটি একজন বিশ্বাসীকে মহৎ বলে বর্ণনা করে কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই উত্তম চরিত্রের সাথে কাজ করে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক নিয়ত এবং কার্যত তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে। তার উপর। এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে

ব্যবহার করতে পারে। তারা ঈমানের অন্য দিকটিও পূরণ করে যা হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে তাদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা, যার মধ্যে তাদের নির্ভরশীলদের মতো অন্যদের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের আভিজাত্য তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ প্রকৃত আভিজাত্য আচার-আচরণের সাথে জড়িত, পার্থিব সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার সাথে নয়।

অন্যদিকে একজন দুষ্ট ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যের বিপরীত আচরণ করে। বিশেষ করে, তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছে যে অধিকারের কাছে ঋণী তার ব্যাপারে তারা প্রতারক এবং বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদের অধিকার পূর্ণ দাবি করে কিন্তু অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়। তারা বেআইনি উপায় সহ প্রয়োজনীয় যেকোন উপায়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়াতে তারা কে ভুল করে তা নিয়ে চিন্তা করে না। তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করে। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে আভিজাত্য সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পদের সাথে নিহিত থাকে এবং ফলস্বরূপ, তারা যে কোনও মূল্যে এই জিনিসগুলি অর্জনের চেষ্টা করে, এমনকি তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হয়। তারা যা কিছু অর্জন করে তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা কখনই মানুষের সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। তাদের প্রতি দেখানো শ্রদ্ধা বা ভালবাসার যে কোনো বাহ্যিক রূপ জাল এবং বদ্ধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত, এমন কিছু যা তারা ভালভাবে জানে, যদিও তারা স্বীকার করতে ভয় পায়।

উপসংহারে, মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের ঘোষণার উপর নির্ভর করবে না বরং ইসলামে আলোচিত মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করবে, কারণ বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহারিক ধার্মিক কর্ম এবং আচরণের প্রয়োজন যাতে তারা সফল হয়। উভয় জগতে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

নবী মুহাম্মদের নৈকট্য, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক

জামে আত তিরমিযী, 484 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে যে ব্যক্তি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে সেই ব্যক্তি হবে যে তার প্রতি সর্বাধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। .

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ পবিত্র কুরআনে মৌখিকভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং অনেক হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৩৩৭০ নম্বরে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৩৩ আল আহজাব, আয়াত ৫৬ :

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ নবী এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বরকত বর্ষণ করেন [তাঁকে তা করতে বলেন]। হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি রহমত প্রার্থনা কর এবং [আল্লাহর কাছে] শান্তি প্রার্থনা কর।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি সঠিকভাবে তার প্রতি আশীর্বাদ ও অভিবাদন পাঠাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তার ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের কথাকে সমর্থন করতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ যা একজনকে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াত, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 31 নং আয়াতটি পূরণ করার অনুমতি দেয়:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাদের পার্থিব কর্তব্যকে অবহেলা না করে এই জড় জগতের উপর পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে দেয় । অর্থ, এটি তাদের দেখাবে যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করা। এটি একজনকে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে নেভিগেট করার অনুমতি দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়ই হোক না কেন, বস্তুজগত, তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অন্যান্য লোকেদের কাছে নিজেকে নিবেদিত করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত না গিয়ে। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করার অনুমতি দেবে কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির প্রতি অবহেলা বা অতিরিক্তভাবে নিজেকে নিবেদিত না করে।

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন না, যা অনুসরণ করা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এটি অর্জন করতে পারে তবে এর জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রকৃত অর্থ এটাই। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে বাস্তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে এবং এর ফলে তারা পরকালে তার সাথে যুক্ত হবে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যবসা করা

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের বক্তব্যে সৎ হওয়া উচিত যারা জড়িত তাদের কাছে লেনদেনের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মুসলিমরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে প্রতারণা করা এড়ানো। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে

সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। যেভাবে একজন মুসলমান আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করে না, সেভাবে অন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা উচিত নয়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ প্রথাগুলি এড়ানো। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইনে সন্তুষ্ট না হয় তবে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে একজন ব্যক্তির ব্যবসায়িক সাফল্যকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য স্বস্তি ও শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের উৎস হয়ে উঠেছে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সন্দেহজনক এবং বেআইনী

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং মদ পানের মতো অধিকাংশ হারাম জিনিস সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে না। অতএব, তাদের স্পষ্ট জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা উচিত। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি, বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলিমের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

এই হাদিসটি ইসলামের মৌলিক এবং সুস্পষ্ট শিক্ষাগুলিকে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে এবং যে বিষয়গুলিকে নির্দেশিত করার দুটি উত্সে স্পষ্ট করা হয়নি বা আলোচনা করা হয়নি: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তাকে। যদি এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে সেগুলি নির্দেশনার দুটি সূত্রে আলোচনা করা হত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পাশবিক বিষয় নিয়ে বিতর্কে এত বেশি মনোনিবেশ করে, যে বিষয়গুলোকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না, তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে সেই বিষয়গুলো থেকে বিভ্রান্ত করে যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে।

অন্যদের বাদ দিয়ে

সুনানে ইবনে মাজাহ, 3775 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে যদি তৃতীয় কেউ উপস্থিত থাকে তবে তারা একান্তে কথা না বলুন, কারণ এটি তাদের অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

ইসলাম যেহেতু একতাকে উৎসাহিত করে, এমনকি ছোট ছোট কাজ যা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসে এমন একটি ভাষায় কথা বলাও রয়েছে যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল সর্বদা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এটি এমন একটি কারণ যা মুসলমানদেরকে তাদের চেনা বা অচেনা লোকদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে একান্তে কথা বলা এই দায়িত্বের পরিপন্থী কারণ এটি অন্যদের অস্বস্তিকর বোধ করতে পারে। শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুজন লোকের গোপনে কথা বলা উচিত অন্যথায়, তাদের অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ না হয় তৃতীয় ব্যক্তি চলে যায় বা অন্য কেউ দলে যোগ দেয় যাতে তৃতীয় ব্যক্তিটি বাদ না বোধ করে।

একজন মুসলমানের উচিত এই শিক্ষাটি বাস্তবায়ন করা, অন্যদেরকে তাদের জীবনের সমস্ত দিক ও পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। এর একটি দিক হল মানুষের সাথে এমনভাবে আচরণ করা যা একজন অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চান। তাদের উচিত প্রকাশ্যে অন্যদের বিব্রত করা এড়িয়ে যাওয়া এবং তাই গোপনে এবং নম্রভাবে ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। তাদের স্বাগত জানানো উচিত যাতে অন্যরা তাদের চারপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মহান

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য অন্যের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সচেষ্ট হওয়া উচিত, কারণ অপূর্ণ চাহিদা মানুষকে অস্বস্তি বোধ করে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক

জামে আত তিরমিযী, 2018 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিনি যে ধরণের লোকদের অপছন্দ করেন তার উল্লেখ করেছেন এবং সেইজন্য বিচারের দিন তাঁর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবেন।

প্রথম প্রকার হল যারা অতিরিক্ত কথা বলে। এটি অপছন্দের কারণ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তার নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যা পাপ নাও হতে পারে তবে প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, অনর্থক কথাবার্তা শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে বক্তার জন্য বড় আফসোস হবে। আর যে অতিরিক্ত কথা বলে তার দৈহিক পাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে, জামে আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। , অন্যদের সাথে বিতর্ক এবং সমস্যা। এই সমস্ত জিনিসগুলি প্রায়শই অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন অন্য লোকেদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যিনি অত্যধিক কথা বলেন তিনি প্রায়শই জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হন এবং ফলস্বরূপ তারা তাড়াহুড়ো এবং ভুল বিচার করে। এটি কেবল তাদের জন্য উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী প্রকারের ব্যক্তি হল উচ্চস্বরে যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অহংকার ও প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত এবং কৃত্রিমভাবে কথা বলে। এই ব্যক্তি অন্যদের দেখাতে চায় যে তারা কতটা জ্ঞান রাখে যার ফলে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তি প্রায়শই মহান

আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এর ফলে তারা তাদের সৎ কর্মের জন্য পুরস্কার হারাবে। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার পেতে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি হলেন অহংকারী ব্যক্তি। এটি একটি মন্দ এবং মূর্খ মানসিকতা কারণ একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যখন স্রষ্টা ও প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তখন তার কাছে থাকা কিছু নিয়ে কীভাবে গর্ব করা যায়? এটা তার মতই মূর্খ যে অন্যের সম্পত্তি ও দখল নিয়ে গর্ব করে। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি অন্যের কাছ থেকে আসে এবং একজনকে অন্যের দিকে তাকানোর কারণ করে। সত্যকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তা কার কাছ থেকে আসুক না কেন, কারণ সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মহান আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। অন্যের দিকে তাকানো মূর্খতা কারণ এই পৃথিবীতে বা পরলোকগত কোন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে সে মহান আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হতে পারে এবং তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই মারা যেতে পারে, কারণ তাদের বিশ্বাসের সাথে কেউ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। এটা মনে রাখা অহংকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত.

উপর অধিষ্ঠিত

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একজনের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মুছে ফেলে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার মধ্যে মানসিক শান্তি মিথ্যা বিশ্বাস করা সহজ হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ করার

মানসিকতা গ্রহণ করা সহজ হয়ে উঠেছে , যারা বিশ্বাসকে খালি অভ্যাসগুলিতে হ্রাস করেছে যার কোনও প্রভাব নেই যে তারা কীভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহর ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছে যার ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তবুও উভয় জগতে শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা করে। যে কোনও বিবেকবান ব্যক্তির দ্বারা বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এমন কিছু হয়ে উঠেছে যা মানুষকে আলিঙ্গন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে সরে আসা কঠিন হবে এবং এমনকি একজনের পরিবার এবং বন্ধুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ না করে ইসলামের শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। কিন্তু যদি কেউ অবিচল থাকে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার যে কোনো ক্ষতি যেমন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সম্মানের হারানোর মতো, অনেক উন্নত কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন, যথা, মানসিক এবং শরীরের শান্তি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আর মহান আল্লাহ তাদের জন্য পরকালে যা রেখেছেন তা অনেক বড়। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক ও নিয়ামত দুনিয়াতে তাদের জন্য চাপ ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং পরকালে তারা যা পাবে তা হবে আরও খারাপ। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মুসলমানদের উচিত পার্থিব কামনা-বাসনা যা ব্যাপক হয়ে উঠেছে তাতে বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও মানুষ এড়িয়ে চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যদি তারা এই হাদীসে বর্ণিত পুরস্কার পেতে চায়।

বেশি প্রশংসা করা

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমে পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়, যা প্রায়শই ঘটে যখন কেউ অন্যের প্রশংসা করে। এমনকি যদি এটা সত্যও হয়, মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা করা, বিশেষ করে অজ্ঞদের, তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য, কারণ এটির একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলিমকে অন্যের প্রশংসা করে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের কাজ এবং ভিতরের লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। সত্য হল, অন্যের সমস্ত গোপন দোষ ও পাপ যদি অন্যরা জানত, তবে কেউ অন্যের প্রশংসা করত না। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই হাদিস সম্পর্কে

অন্যদের উপদেশ দেওয়া উচিত এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা উচিত।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা করা গ্রহণযোগ্য। একজনকে অবশ্যই অতিরিক্ত প্রশংসা করা এড়াতে হবে, সর্বদা সত্যকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করার জন্য এটি করা উচিত। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন, তাদের স্কুলের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং যখন তারা ইসলামের দায়িত্ব পালন করে।

ব্যক্তিগত কথোপকথন

জামে আত তিরমিযী, 1959 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেকেরই লোকেদের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার বদ অভ্যাস রয়েছে। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে খারাপ বৈশিষ্ট্য যা একজন সত্যিকারের মুসলমানের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে, যখন এটি স্পষ্টতই নয়। একজন মুসলমানের সবসময় কথোপকথনে বলা কথাগুলো গোপন রাখা উচিত যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয় যে তারা যার সাথে কথোপকথন করেছে সে তথ্যটি তৃতীয় পক্ষের কাছে উল্লেখ করার বিষয়ে কিছু মনে করবে না। যদি তারা তা করতে পারে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসাই নং 4204-এ পাওয়া একটি হাদিসে অন্যের প্রতি আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তার কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় কিছু মনে করবে না, তবুও, এটি নিরাপদ এবং উচ্চতর। এখনও তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করা থেকে বিরত থাকতে।

মূল হাদীসের উপর আমল করা জরুরী কারণ এটি গীবত ও পরচর্চার মতো পাপ থেকে বিরত রাখে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির বিকাশ রোধ করে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথনগুলি প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সব শুধুমাত্র ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ তাদের জীবনের প্রতি

সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগ লোকের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের সম্পর্কে তাদের যা বলা হয়েছিল তার কারণে তারা সরাসরি তাদের কাছ থেকে যা দেখেছিল তা নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৬০৬৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৮:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আপনাকে আমানত প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের কাছে তারা প্রাপ্য..."

একজনের অন্যের কথার সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

বাগান বা পিট

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের আমলের স্বরূপ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায়। যদি কোনো মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে তা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের নিয়ামতগুলো ব্যবহার করবে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে, যে বাড়িতে তারা কেবল অল্প সময়ের জন্য

থাকবে, তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ কখনই ভুলে যাবেন না যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিস, যেমন তাদের ব্যবসা, তারা তাদের বেশিরভাগ শক্তি উৎসর্গ করে, যখন তারা তাদের কবরে পৌঁছে তখন তাদের পরিত্যাগ করবে। শুধু তাদের আমলই তাদের সাথে থাকবে, একই আমল যা নির্ধারণ করবে তাদেরকে জান্নাতের বাগানে রাখা হবে নাকি জাহান্নামের গর্তে।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তিকে অনুমান করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তার বিশ্বাস তার জান্নাতের বাগান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। বিশ্বাস হল একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা একজনের কাজের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। অন্তরে যা আছে তার জ্ঞানী এই নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদিও সে ঈমানদার... আমরা অবশ্যই তাদের [আখেরাতে] তাদের পুরষ্কার দেব যা তারা করত তার সর্বোত্তম অনুসারে।"

আর সত্য হলো, ঈমান যেমন একটি বৃক্ষের মতো, তেমনি এটিকে অবশ্যই সৎকর্মের দ্বারা পানি ও পুষ্ট করতে হবে। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসের গাছটিকে লালন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের কবরে পৌঁছানোর আগেই এটি শুকিয়ে যায়।

ভালবাসা

সুনানে আবু দাউদ, 5130 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা কাউকে বধির ও অন্ধ করে দিতে পারে।

এর মানে হল যে, কোন কিছুকে অতিরিক্ত ভালবাসা কাউকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে তার ত্রুটি এবং এর নেতিবাচক প্রভাব তার প্রেমিকের উপর, যেমন মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং যখন কেউ তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় তখন তা অর্জন করা হয়। তার উপর। এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের জিনিসের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত নয় বরং এর অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি তাদের ভালবাসা কখনই অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। এটি তখনই হয় যখন একজনের ভালবাসা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। এই বেঞ্চমার্ক। যদি কোনো কিছুর প্রতি কারো ভালোবাসা বা কেউ তাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয় এবং পরিবর্তে তাকে নিরর্থক বা পাপ উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে, তবে এটি তাদের জন্য খারাপ, যদিও তারা তা করেও। অবিলম্বে এটা বুঝতে না. কিন্তু কারো ভালোবাসার ফলে যদি কোনো কিছুর প্রতিফলন না ঘটে তাহলে দেখায় তাদের ভালোবাসা অস্বাস্থ্যকর নয়।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসাকে অন্য সব কিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ এটি তাদের সমস্ত পার্থিব জিনিস এবং সম্পর্ককে তাদের জীবনে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করতে

এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করবে। কিছু বা অন্য কারো প্রতি অত্যধিক ভালবাসা।

অতিরিক্ত ভালবাসা একজনকে তাদের প্রিয়জনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অবলম্বন করে। এটি একজনকে তাদের প্রিয়তমকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করতে উত্সাহিত করে, এমনকি তারা ভুল হলেও। এই আনুগত্য এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য থাকা আবশ্যক তাকে অতিক্রম করতে পারে। এই অন্ধ আনুগত্য একজনকে তাদের প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে উত্সাহিত করতে পারে, যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি এতটাই অন্ধ এবং বধির হয়ে যেতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার প্রিয়জনের জন্য ভালবাসতে, ঘৃণা করতে, দিতে এবং বন্ধ করতে শুরু করে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর প্রতি অকৃত্রিমতা বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু একজন শয়তানের কাছে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

"[ইবলিস] বললো, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [অর্থাৎ মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতা] আকর্ষণীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। ব্যতীত, তাদের মধ্যে আপনার আন্তরিক বান্দারা।"

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যাই ভালোবাসুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা এটি থেকে বিদায় নেবে বা এর প্রতি তাদের অনুভূতি পরিবর্তিত হবে, কারণ ভালবাসা একটি চঞ্চল জিনিস। একমাত্র ব্যতিক্রম হল মহান আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা, যা কেবল সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হবে এবং মৃত্যুর পরে আরও শক্তিশালী হবে।

বিশ্বাসীরা আয়না

সুনানে আবু দাউদ 4918 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মুমিনরা একে অপরের আয়নার মতো।

এর অর্থ এই যে, একজন ব্যক্তি যেভাবে নিজের বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার জন্য আয়না ব্যবহার করে, তাদের উচিত অন্যদেরকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা তাদের চরিত্রের বাইরের এবং ভিতরের ত্রুটিগুলি দূর করতে পারে। একজন মুসলমান যেভাবে আয়নায় দেখে তার শরীরে বাহ্যিক ত্রুটি রেখে যাওয়া অপছন্দ করে, একইভাবে তাদের উচিত হবে অন্য মুসলমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা না দিয়ে আন্তরিকভাবে পরামর্শের মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করা। যারা তাদের সঙ্গীর ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করে তারা প্রকৃত বন্ধু নয়, একজন প্রকৃত বন্ধু হিসাবে সর্বদা তাদের সঙ্গীর জীবনকে ইহকাল এবং পরকালের জন্য আরও ভাল করতে চায়। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। যে কোনো ব্যক্তি যে তাদের সঙ্গীকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি আনতে চায় না বা চেষ্টা করে না, সে ভালো বন্ধু নয় এবং তারা এই হাদীসে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, সমাজ অনেক মুসলমানকে বুঝিয়েছে যে একজন ভালো বন্ধু তাদের বন্ধুকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করে, এমনকি যদি তারা ভুলও হয় এবং শুধুমাত্র এমন কথাই বলে যা তাদের খুশি করে। যদিও অন্যদেরকে ভালো বোধ করানো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা এড়ানো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত, একজন ভাল বন্ধু সর্বদা তাদের বন্ধুর কাছে সত্য তুলে ধরেন, এমনকি যদি এটি তাদের বিরক্ত করে, কারণ তারা তাদের বন্ধু কামনা করে না। পার্থিব বা ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বিপথগামী হওয়া।

এটা জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক উপদেশ অবশ্যই সদয় এবং নম্রভাবে দেওয়া উচিত কারণ লোকেরা প্রায়শই অন্যদের কঠোরভাবে উপদেশ দিয়ে উন্নতি থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। উপরন্তু, এটি অন্য ব্যক্তির বিব্রত এড়াতে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ একজন অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ খুব কমই একটি ভাল ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

এই হাদিসটি উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনের বন্ধুরা তাদের বন্ধুর অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে। এটি সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন এবং তাদের বন্ধুদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করুন। এটি একমাত্র বন্ধুত্ব যা উভয় জগতের একজনকে সত্যিকার অর্থে উপকৃত করবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

আয়না যেমন একজন ব্যক্তির চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি মুসলমানরা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইতিবাচক উপায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য। যখন কেউ খারাপ আচরণ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তখন এটি কেবল অমুসলিমদের এমনকি

অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এই অপপ্রচার এমন একটি বিষয় যার জবাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে।

অবশেষে, মূল হাদিসটি অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আন্তরিকভাবে আচরণ করার গুরুত্বও নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের অন্যের কষ্টকে তাদের নিজের কষ্ট হিসাবে দেখা উচিত, তাদের অন্যের চাপকে তাদের নিজের চাপ হিসাবে দেখা উচিত এবং তাই অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সাহায্য। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিজেকে রক্ষা করা

জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

একজন মুসলমান যেমন তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে অন্যের সম্মান রক্ষা করতে চায়, তেমনি তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেও অন্যের সম্মান রক্ষা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নিজের জন্য যা চায় তা অন্যের জন্য ভালবাসাই একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য, জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা যখন অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, যেমন গীবত বা অপবাদ, নির্বিশেষে তারা যা বলছে তা সত্য বা না। এটি অন্যের দোষ গোপন করার একটি দিক এবং মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, উভয় জগতে তাদের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন আচরণ করা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ, যা একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। জামি আত তিরমিযী, 2688 নম্বরে পাওয়া গেছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম অন্যদের সমর্থন করে উপকৃত হয়, তাই এমনকি তারা যদি অন্যের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের অন্তত নিজের স্বার্থে এই পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত। এই বাস্তবতা সমস্ত ভাল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন দাতব্য। একটি ভাল কাজ করার সময় তারা যে পুরষ্কার লাভ করে তার মাধ্যমেই কেবল নিজেরাই উপকৃত হয়। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করার জন্য কারো

প্রয়োজন নেই এবং অভাবীকে একভাবে বা অন্যভাবে সরবরাহ করা হবে। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমে পুরস্কার লাভের সুযোগ দেন।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় যখন তারা এটি করার সুযোগ এবং শক্তি থাকে, ক্ষতির ভয় ব্যতীত, তার ভয় করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের সম্মান রক্ষা করবেন না এমন সময় এবং স্থানে যেখানে এটি হবে। অন্যদের দ্বারা লঙঘন করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে, কেয়ামতের দিন।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদীসটি যেমন অন্যের সম্মান রক্ষার পরামর্শ দেয়, তেমনি এটি পরোক্ষভাবে অন্যের সম্মান লঙঘন না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। বিশেষ করে, এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে। .

হিসাব ছাড়া জান্নাত

সহীহ বুখারী, 5705 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে 70,000 মুসলমান বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সাথে নিজেদের আচরণ করে না। এটি হল যখন কেউ পবিত্র কুরআন বা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলির সাথে যুক্ত শব্দগুলি পাঠ করে এবং অসুস্থতা বা সমস্যার চিকিত্সার জন্য নিজের বা অন্যদের উপর আঘাত করে। এই পদ্ধতিটি অনেক হাদিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হালাল, যেমন সহীহ বুখারি, 5741 নম্বরে পাওয়া যায়। বেআইনি ধরন হল যখন কেউ শয়তানী শব্দ ব্যবহার করে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত, বৈধ মন্ত্রগুলি অনুমোদিত, কিছু মুসলমান তাদের সাথে এতটাই মগ্ন এবং সংযুক্ত হয়ে পড়ে যে তারা মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করার চেয়ে তাদের উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে। অর্থ, তারা প্রায় আচরণ করে যদি তারা একটি মন্ত্র করে তবেই নিরাময় হবে, যেন নিরাময়ের শক্তি এতে নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আস্থার বিরোধিতা করে, যেমন বাস্তবে, সবকিছুর উৎস একমাত্র আল্লাহ। তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত ওষুধ বা মন্ত্রের মতো উপায়ে কিছু লোককে নিরাময় করতে বেছে নেন। একজন মুসলিমের কখনই মন্ত্রের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত নয়, তাদের ছাড়া সফল ফলাফল বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এটি তার অনুরূপ যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি আবৃত্তি করে বিশ্বাস করে যে তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অসুস্থতা এবং দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে না বা তারা বিশ্বাস করে যে তারা কোনওভাবে একজনের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, যা সম্পূর্ণ অসত্য। মহান আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করেন এবং তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে বা ছাড়াই তা করতে পারেন। অর্থ, তিনি কিছু অর্জনের জন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি যে উপায়গুলি প্রদান করেছেন, যেমন

ওষুধ, ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং সর্বাবস্থায় তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাই ভয় করা উচিত নয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমরা কখনই আঘাত করব না; তিনি আমাদের অভিভাবক।" আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

উপরন্তু, আধ্যাত্মিক মন্ত্রে নিজেকে নিমগ্ন করা প্রায়শই একটি খারাপ অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায় তারপরে তারা প্রথমে ভয় করত, প্যারানয়া। প্যারানয়া একজনকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করতে দেয়। এটি কেবল বিশ্বাসের দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে নিজের সম্পর্কের ক্ষতি করে।

উপরন্তু, ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল মহান আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্য, মন্ত্র না করা। একজন মুসলিম বৈধ মন্ত্র ব্যবহার করতে পারে তবে এটি বোঝা সবচেয়ে ভাল যে সাহায্যের উৎস হলেন আল্লাহ, মহান এবং তিনি তাদের জন্য অন্য কিছু নির্ধারণ করলে তার সাহায্যকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না বা তাদের সাহায্য করতে পারে না।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর অত্যধিক নির্ভর করার সাথে আরেকটি সমস্যা, যেমন মন্ত্র, এই যে এই লোকেরা যখন প্রথমে নিজেদেরকে এবং তাদের

আচরণকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে হবে কিনা এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে তা দেখার পরিবর্তে সমস্যার সম্মুখীন হয়, মহিমান্বিত, ধৈর্য সহকারে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করে, তারা অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ লোকেদের দিকে ফিরে যায় যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে পার্থিব জিনিসগুলি ঠিক করার দাবি করে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই লোকেরা শুধুমাত্র একজন মুসলিমকে এমন একটি অসুস্থতা অবলম্বন করে যা তাদের প্রাথমিক সমস্যা যেমন প্যারানিয়া থেকে অনেক বেশি খারাপ। তারা মুসলমানদের বোঝায় যে তাদের সমস্যাগুলি হয় অতিপ্রাকৃত প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যেমন জিন বা কালো জাদু যা তাদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করেছে। জ্বীনদের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের পার্থিব বিষয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা খুবই বিরল। এটি মুসলমানদের ক্ষুদ্র জিনিসগুলির জন্য মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে এবং এমনকি এটি তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের প্রতি সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের এমন মূর্খ লোকদের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেবে যারা এমনকি তাদের নিজের সমস্যাগুলিও ঠিক করতে পারে না, অন্যের সমস্যার সমাধান করতে দেয় না। দৃঢ় বিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধা দেবে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে বুঝতে দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তা করতে পারবে না যদি না মহান আল্লাহ তা অনুমতি দেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের উপকার করতে পারে না। এবং প্রতিটি ঘটনা এবং পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি সেট এবং অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে। ইসলামী শিক্ষার সর্বত্র এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া সুদূরপ্রসারী হাদীস।

পরিশেষে, ইসলামী শিক্ষার মূলে নেই এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিজেকে নিমগ্ন করাও একজনকে মহান আল্লাহর ভান্ডারের সাথে এমন একটি দোকানের মতো আচরণ করতে উত্সাহিত করে যেখানে কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস কেনা হয়।

এটি গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং নির্দোষ মনোভাব, কারণ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি এমন ক্রেডিট কার্ড নয় যা পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি শিশু বা একটি ভিসা এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের স্থানটি জানতে হবে এবং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে আচরণ করতে হবে এবং গ্রাহক হিসাবে কাজ করতে হবে না। তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থিত উপায়ে মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। হেদায়েতের দুটি উৎস এবং মহান আল্লাহর প্রতি গ্রাহকের মনোভাব গ্রহণ করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করা। তারপর সর্বাবস্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল এই মুসলিমরা বিশ্বাস করে না বা অশুভ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ ৯০৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ এইভাবে আচরণ করা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করার মতো, অর্থ, শিরক।

অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হল এটি একজনের আচরণ এবং কর্মকে প্রভাবিত করে। যদিও কালো জাদু এবং দুষ্ট চোখ বাস্তব, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পাতার ওড়না থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মহাবিশ্বের কিছুই মহান আল্লাহর পছন্দ এবং ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অশুভ অশুভ নিয়ে মাথা ঘামা না বা ডাইনি ও জাদুকরদের ভয় না করে অবিচল থাকা কারণ তারা এমন কিছু ঘটাতে পারে না যা মহান আল্লাহ তায়ালা চাননি। পরিবর্তে, একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা উচিত, তাকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং তাদের বৈধ কাজ ও পছন্দগুলি চালিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র মন্দ জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমর্থনে এবং পরাক্রমশালী পছন্দ ও আদেশের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, মহান আল্লাহ।

অন্যদের সান্ত্বনা

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1601 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয় তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সকলের জন্য নিশ্চিত, এটি একটি দুর্দান্ত পুরস্কার পাওয়ার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তার মতো একজনের উপায় অনুযায়ী অসুবিধার সম্মুখীন পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অগ্নিপরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যেগুলি ধৈর্যশীল হওয়ার গুরুত্ব এবং মহান পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। তাদের মনে করিয়ে দিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলা উচিত যে জিনিসগুলি শুধুমাত্র একটি সঙ্গত কারণে ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তির এই সৎ কাজটি করার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু সমর্থনের কথাই যথেষ্ট যাতে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সেখানে থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদান করার জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোন কথা না বলা হয়।

এই মনোভাব সহজেই গৃহীত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

পরিশেষে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানরা এই সৎ কাজটি করার সময় তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করে অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটি করুন এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখানোর জন্য এটি করবেন না বা ভয়ের কারণে করবেন না। অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। যারা অন্যের জন্য কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা তাদের কাজ থেকে তাদের পুরষ্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি অর্পণ করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম এবং এটি তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের লক্ষণ। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

“এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামি আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একজনকে স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করা উচিত, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে,

একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারী হিসাবে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়া সহজ মনে করুন।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও আশা ত্যাগ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ অনুতাপ ও সাফল্যের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। মানুষকে প্রতি দিন ও রাতে সুযোগ দেওয়া হয় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে পারে। মহান আল্লাহ যে মহান করুণা প্রদর্শন করেন তার প্রশংসা করা উচিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন নন তবুও তাদের নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সফল হতে পারে। তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এই সুযোগগুলো নিতে হবে এবং তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষকে এড়িয়ে চলা

সহীহ বুখারী, 6032 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিচারের দিন তারাই নিকৃষ্ট লোক যারা তাদের খারাপ আচরণের কারণে এড়িয়ে যায়।

এই ব্যক্তি বিশেষ করে মানুষের প্রতি খারাপ চরিত্রের অধিকারী। তারা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে অন্যদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যেমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করে, যেমন শারীরিক সহিংসতা এবং ভয় দেখানো। হাশরের দিনের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ খারাপ চরিত্র হবে তা বিচার করতে পারে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মন্দ আচরণ একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে।

একজন মুসলমানের উচিত ঈমানের উভয় দিক পরিপূর্ণ করার গুরুত্ব বোঝা। প্রথমটি হল মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সৎ চরিত্র প্রদর্শন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমানের আরেকটি দিক হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য ব্যবহারিকভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে অন্যদের ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজন সত্যিকারের মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এতে নিঃসন্দেহে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন কেউ চায় যে লোকেরা তাদের সাথে দয়া ও সম্মানের সাথে আচরণ করুক।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে সর্বদা অন্যদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায় করা এড়িয়ে চলতে হবে। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এটি স্পষ্ট করে যে মন্দ আচরণ এই পৃথিবীতে একাকীত্বের দিকে নিয়ে যায়, কারণ কোনও ভদ্র ব্যক্তি এই ধরনের মন্দ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না এবং এটি উভয় জগতে সমস্যা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়।

শ্রবণ এবং কথা বলা

সুনানে আবু দাউদ, 4992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে অন্যের কাছে যা কিছু শোনে তার কথা বলাই তাদের পাপ করার জন্য যথেষ্ট।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, একজনকে প্রথমে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা শুধুমাত্র বৈধ বক্তৃতা শুনেছে, কারণ পাপপূর্ণ বক্তৃতা জড়িত এমন কথোপকথনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তাদের উভয় জগতে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলমানের উচিত অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা যুক্ত কথোপকথন এড়ানোর চেষ্টা করা, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের প্রদত্ত পুরষ্কারগুলি পালন করে। যারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা যা শুনেছে তা অন্যদের সাথে সম্পর্কিত না করে, কারণ এটি সহজেই গীবত এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা বড় পাপ। এটি প্রায়শই ফাটল এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে, কারণ মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয় যখন তারা এমন কিছু শুনতে পায় যা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করা উচিত যদি তারা পাপ এড়াতে পারে এবং যদি তথ্য অন্যদের জন্য উপকারী হয়। উপরন্তু, তারা যে তথ্য দেয় তা অবশ্যই যাচাই করা এবং খাঁটি হতে হবে, কারণ যাচাই করা হয়নি এমন জিনিসগুলিকে পৌঁছে দেওয়া পবিত্র কুরআনের আদেশের

পরিপন্থী। যে মুসলমান মানুষের উপকার করতে চায় সে এইভাবে কাজ করে তাদের ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান কর, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে, কারণ নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ বক্তৃতা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ এবং সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনর্থক বা পাপপূর্ণ কথা শোনা থেকে বিরত থাকার জন্য একজনকে অবশ্যই ভাল সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। এটি তাদের তৃতীয় পক্ষের কাছে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ বক্তৃতা দিতে বাধা দেবে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমান যেমন তাদের আলোচনার বেশিরভাগ বিষয় অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া পছন্দ করে না, তেমনি অন্যরা যা বলে তার সাথেও তাদের আচরণ করা উচিত নয়।

হৃদয় পরিশুদ্ধ করা

সহীহ বুখারীর ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নেয়ামত ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি যে ভালবাসা রেখেছেন তা দেখানো হয়েছে, সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্য দিয়ে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করা ছেড়ে দেয়, তখন তারা সেই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে যা সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা সমর্থন করা হয়। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে সুস্থ হৃদয় নিয়ে আসে।"

শান্তি ছড়িয়ে দেওয়া

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করে। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিমের 194 নম্বর হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অন্য মুসলমানদেরকে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন না জানিয়ে শুধুমাত্র তাদের সাথে করমর্দনের খারাপ অভ্যাস পরিহার করতে হবে। শান্তির মৌখিক অভিবাদন শুধুমাত্র করমর্দনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরস্কার পাবে, এমনকি অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রেখে অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শন করে শান্তির ইসলামী অভিবাদন সঠিকভাবে

পূরণ করা। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বর হাদিস অনুযায়ী একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিনের সংজ্ঞা। কেউ কাউকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা মুনাফিক। আসলে এই মনোভাব অন্যদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে।

কঠোর অ্যাকাউন্টিং

সহীহ বুখারী, 103 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের আমলের বিচার করবে, বিচারের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও এই জড় জগতের হালাল আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়, তারা প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক বক্তৃতা সাধারণত পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ। উপরন্তু, কেউ যত বেশি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসে লিপ্ত হবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তত বেশি হবে। এক মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন একটি কঠিন দিন হবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন কেউ তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের সময় জাহান্নাম তাদের মুখোমুখি হবে। অতএব, একজনের অ্যাকাউন্টিং যত দীর্ঘ হবে, তারা তত বেশি চাপ সহ্য করবে। যদিও, একজন মুসলিম মহান আল্লাহ ক্ষমা ও রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কম নয়, তাদের জবাবদিহিতা যত দীর্ঘ হবে তত বেশি চাপ তারা সহ্য করবে। বিচারের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে বলে পবিত্র কুরআন অনুসারে, কয়েক দশকের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার অর্থ নেই যদি এর অর্থ হয় যে এমন একটি দিনে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। অধ্যায় 70 আল মাআরিজ, আয়াত 4:

"...একটি দিনে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"

তাই বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতা কম করার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করাই উত্তম। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছেন তার একটি কারণ যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি একটি সাধারণ জীবন যার কারণে গরিব মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের থেকে পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কারণ তাদের হিসাব কম হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4122 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত 80 বছরের বেশি বাঁচে না, তাহলে জান্নাতে প্রবেশে 500 বিলম্বের কারণ হয়ে উঠলে একটি ভোজনবিলাসী জীবন যাপন করার কি কোন মানে হয়? বছর? এই অনুমান, একজন ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি না পেয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যত বেশি হালাল পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হবে, ততই তারা এই দুনিয়ায় চাপের মুখোমুখি হবে, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে তত বেশি বিভ্রান্ত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ, এবং বিচারের দিন তাদের জবাবদিহিতা আরও কঠিন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি সরল জীবন যাপন করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব অনুযায়ী পার্থিব জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই লাভ করে এবং ব্যবহার করে , সে মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবে এবং তারা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত হবে। , যা একটি সহজ চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টিং বাড়ে. কোন পথটি সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করতে পণ্ডিত লাগে না।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধকরণ

সহীহ বুখারী, 528 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষের গুনাহ মুছে দেয় যেমন দিনে পাঁচবার গোসল করলে শরীর ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি শুধুমাত্র ছোট গুনাহকেই নির্দেশ করে, কারণ বড় গুনাহের জন্য আন্তরিক তওবা প্রয়োজন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি ফরয নামায কায়েম করার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক সত্তাকে ছোটখাট পাপ থেকে শুদ্ধ করাই নয়, বরং শুদ্ধির অন্য দিকটিও পূরণ করা, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত না হয়ে সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থ, একজন মুসলমানকে সারাদিনে বারবার আভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে, যেমন তাদের শরীর ফরজ নামাজের মাধ্যমে দিনে পাঁচবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধির মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এটিই ইসলামের ভিত্তি এবং এটিই মহান আল্লাহ কোন কাজের বিচার করার সময় মূল্যায়ন করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। যারা অন্য

লোকের স্বার্থে কাজ করে তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের জন্য বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা যাতে একজন ব্যক্তি তাদের মধ্যে থাকা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয়, যেমন হিংসা, এবং পরিবর্তে ধৈর্যের মতো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। বাহ্যিক শুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একজন মুসলিম যদি সফলতা অর্জন করতে চায় এবং উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার পাশাপাশি তাদের বাহ্যিক সত্তাকেও শুদ্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি নিশ্চিত করবে যে একজন সঠিকভাবে কথা বলে এবং কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি পরিহার করা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করে। এটা তাদেরকে আল্লাহর সকল হক, বিশেষ করে মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। এটি

উভয় জগতেই একটি কঠিন এবং চাপপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

পবিত্র কি

সহিহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদের শেখায় যে সফলতা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা অত্যাবশ্যক।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জনের চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বর, সতর্ক করে দেয় যে যে

ব্যক্তি এটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি তারা অর্জিত জিনিসটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া। একজনের অন্যের সম্পত্তির সাথে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে তারা চায় মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে আচরণ করুক।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্মান লঙঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলিমের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা, তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজনের কেবল অন্যদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলা উচিত যেভাবে অন্যরা তাদের সম্পর্কে কথা বলতে চায়। তাই ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে, তাদের উচিত অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

অভিনয় এখন

2866 নম্বর সুনানে আবু দাউদে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মৃত্যু শয্যায় উপনীত হওয়ার চেয়ে জীবনকালে দান করা 100 গুণ উত্তম।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলমান নির্বোধভাবে বিশ্বাস করে যে তারা হয় তাদের সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাদের নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করতে পারে এবং যখন তারা তাদের মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে তখন তারা প্রচুর পরিমাণে দান করবে। সম্পদের প্রথমত, এই হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম এইভাবে আচরণ করলে তাদের বেশিরভাগ সওয়াব হারাবে। এর কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ এখন তাদের কাছে তুচ্ছ এবং অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ তারা তা তাদের সাথে নিতে পারে না। মহান আল্লাহকে অকেজো কিছু দান করা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরিপন্থী। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং এমন উপায়ে ব্যয় করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের

প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের তাদের শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে পারে এবং এই সময়ে ব্যয় করা তাদের জন্য ততটা ফলপ্রসূ হবে না।

সর্বোত্তম আচরণ

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, যখন তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে এমন সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে যা ভালো এবং মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের পাওনা অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা সেগুলি পূরণ করে। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হবে যে তারা কি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, অর্থ, অন্যের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্র ভঙ্গিতে এবং তারপরও ভাল বিষয়ে সাহায্য করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

একটি পুণ্যময় উপহার

জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে ভালো উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভাল আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। যদি কেউ তাদের সন্তানকে ভাল আচরণ শেখাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে।

একজন পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে ভালো আচরণ শেখাতে পারেন তা হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠতে হবে।

আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তার প্রতিফলন করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু কল্যাণও রেখে যায়, একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

ভাল খরচ

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, কারণ যে বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করার জন্য শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি, তারা তত কম ধার্মিক কাজ করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময় ব্যয় করে যা তাদের চরম ক্লান্তি থেকে স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন রোজা এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করতে বাধা দেয়। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহুর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত, কেবল নির্মাণ নয়, যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

উচ্চতর বেশী

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তারা পালন করা হয়।

এটি তাদের উল্লেখ করে না যারা ইসলামিক বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরিধান করে, কারণ এই লোকেদের অনেকেই অন্যদেরকে আল্লাহ, মহান,কে মোটেও স্মরণ করিয়ে দেন না। এই হাদিসটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর। এটি একজনের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে যা তাদের বাহ্যিক অঙ্গগুলির পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য করবে, যখন তারা এই ধার্মিক মুসলমানদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করবে। আল্লাহ, মহান, পরিবর্তে উপায়ে নিজেদের এবং অন্যদের খুশি. আর এই স্মরণ তখনই বাড়বে যখন এই ধার্মিক মুসলিমরা কথা বলে, কারণ তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কথা বলে, অর্থাত্, তারা মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে এবং শুধুমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ে কথা বলে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, অপছন্দ করে, দান করে এবং বন্ধ করে দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার দিকে নিয়ে যায়।

জাতির শক্তি

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন যেখানে মুসলিমরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করত।

অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি

ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয়, এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পান না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পেছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমানদের উচিত একটি শরীরের মতো কাজ করা, যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয়, তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালোবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে, যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলিমদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায়

অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, সংখ্যা 4681। এই প্রতিযোগিতা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য। এই মনোভাব মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন হারাবে, যা তাদের শত্রুদের তাদের পরাভূত করার দরজা খুলে দেয়।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন, উপভোগ এবং সঞ্চয় করার প্রচেষ্টার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রচেষ্টা এবং অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

পরবর্তী ধাপ হল

সহীহ বুখারী, 1372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুতির একমাত্র উপায় হল তাকওয়া যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই নেক আমলগুলো মহান আল্লাহর অনুমতি ও রহমতে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলমান তাদের পার্থিব গৃহকে আরামদায়ক করার জন্য কীভাবে অনেক সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করবে, যদিও এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান খুব কম, অথচ তারা তাদের কবরকে আরামদায়ক করার দিকে খুব কমই মনোযোগ দেয়, যদিও তারা কবরে অবস্থান করে। দীর্ঘ এবং আরো গুরুতর হবে.

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেবে, তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের আমল তাদের কাছে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেয়ে নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের উচিত হবে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে, এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয় তখন এটি একটি ন্যায় কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনই পরিত্যাগ করবে না কারণ এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 55:

"এটি থেকে [অর্থাৎ, পৃথিবী] আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং তাতেই আমরা তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আমরা আবারও তোমাদের বের করব।"

এড়ানোর জন্য বৈশিষ্ট্য

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খারাপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যা এড়িয়ে চলতে হবে।

প্রথমটি হল লোভ। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

লোভ একজনকে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সময় এবং সম্পদ, নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে যে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের পথ হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। মহান, সকল নেয়ামতের প্রকৃত মালিক ও দাতা।

একজন লোভী ব্যক্তি কেবল তাদের নিজের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তাই সহজেই আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকারকে অবহেলা করে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত অন্য বৈশিষ্ট্য হলো চরম কাপুরুষতা। এই মনোভাব মহান আল্লাহ, এবং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন একজনের নিশ্চিত বিধানের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং বেআইনি উপায়ে তাদের বিধান সন্ধান করতে পারে, যা উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ এমন কোন কাজ কবুল করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা।

উপরন্তু, কাপুরুষ হওয়া একজনকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধা দেয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান যার জন্য প্রকৃত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য

অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি তাদের জনগণের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, একটি কাপুরুষ সহজেই দাবি করবে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, যদিও তারা খুব কমই কোনো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা এটা দাবি করে যদিও পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, যদি একজন ব্যক্তি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে তাহলে সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পালন করবে। এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ কখনো কোনো ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা পূরণ করার ক্ষমতার বাইরে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

ভীরুতা একজনকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই ন্যূনতম লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করবে। তারা তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ এর জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করবে।

সত্যিকারের সৌন্দর্য

জামে আত তিরমিযী, 1999 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেদের সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ উৎসর্গ করতে নিষেধ করে না, কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। সহীহ বুখারী, 5199 নং হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মূল জিনিসটি যা এই পদ্ধতিতে কাজ করাকে অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপ কাজ করার সাথে পার্থক্য করে তা হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি করে। এটি নির্ণয় করার একটি ভাল উপায় হল যে নিজেকে সুন্দর করা কখনই আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করার কারণ হওয়া উচিত নয়, যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। কিংবা নিজেকে সুন্দর করে তোলার ফলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। এবং বাস্তবে একজনের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় তা ব্যয়বহুল নয় এবং এটি খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টাও নেয় না।

এই সৌন্দর্যময় মনোভাব সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন একজনের বাড়ির। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাড়াবাড়ি ও অপব্যয় এড়িয়ে চলে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নিজেদের জন্য পরিমিত উপায়ে জিনিসগুলিকে আরামদায়ক করতে স্বাধীন।

উপরন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থ, চরিত্রের সাথে যুক্ত। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই টিকে থাকবে যেখানে সময়ের সাথে সাথে একজনের বাহ্যিক সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং উদারতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের সাহায্য করবে। মানুষের অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যা মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

প্রিয় নবী মুহাম্মদের বন্ধু, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তার প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, অপচয় এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে শুধুমাত্র যা প্রয়োজন তা অর্জন করে। কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের নামাযে ভালো অংশীদারিত্ব রয়েছে। এর অর্থ হল তারা তাদের ফরয নামায যথাসময়ে আদায় করার মত সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সহ সঠিকভাবে পূর্ণ করে তাদের ফরয নামায কায়েম করে। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় নামায প্রতিষ্ঠা করাও অন্তর্ভুক্ত যা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন স্বেচ্ছায় রাতের নামায। সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি আসলে ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ। নামাজের একটি ভাল অংশের মধ্যে সম্ভব হলে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা দেখে দুঃখ হয় যে কত মুসলমান একটি মসজিদের সান্নিধ্যে বাস করে তবুও তারা কাজ থেকে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জামাতে যোগ দেয় না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হল যে, এই মুসলিম প্রকাশ্যে ও গোপনে মহান আল্লাহকে মান্য করে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। একান্তে এটি করা একজন ব্যক্তির মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, যার অর্থ, তারা কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে মনে রাখেন যে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকে তবে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে, যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল তারা কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। . এই মনোভাব সৎ কাজকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা কোনো প্রকার খ্যাতি বা সামাজিক সম্মান লাভ করা থেকে বিরত থাকে। জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলমানের ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক দুই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ধ্বংস করবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ তর্কাতীতভাবে একজনের বিশ্বাসের জন্য তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি এমনকি খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটি বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যেখানে তারা জড়জগত উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা খোঁজে, তাকে এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু যে ব্যক্তি এটি না চাইতেই তা গ্রহণ করবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্যে থাকাতে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 7148 নম্বর, সতর্ক করে যে লোকেরা মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু বিচারের দিন এটি তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে।

এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

সুনাম অন্বেষণও মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ না করে মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাদের কাজের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

খ্যাতি অন্বেষণের ফলে একজনকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করে, যেমন দ্বিমুখী হওয়া, সবাইকে খুশি করার জন্য। এটি অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর কাছে প্রকাশ্যে অপদস্থ হবে।

যাদেরকে তারা খুশি করতে চেয়েছিল তারা তাদের সমালোচনা করবে এবং ঘৃণা করবে, এমনকি তারা তাদের কাছ থেকে এটি গোপন করলেও।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল, তাদের মৃত্যু দ্রুত আসে, তাদের শোক পালনকারী কম এবং তারা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তা সামান্য।

তাদের মৃত্যু হঠাৎ আসে যাতে তারা দ্রুত এবং দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর অসুবিধা থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যায়।

তাদের শোককারীদের সংখ্যা কম, কারণ তারা সামাজিক সম্মান খোঁজা এড়িয়ে যায় এবং বেনামী থাকতে পছন্দ করে, কারণ তারা অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি দেখানোর ভয় করত। কিন্তু তাদের কাছে যে কয়েকটি শোক আছে তা অনেক ধনী ও বিখ্যাতদের চেয়ে অনেক ভালো। তাদের কিছু শোককারী তাদের দুঃখে আন্তরিক এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমার জন্য সত্যিকারের প্রার্থনা করে যেখানে ধনী ও বিখ্যাতদের অনেক শোককারী এই পদ্ধতিতে আচরণ করে না।

তারা যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা সামান্য, কারণ তারা তাদের আশীর্বাদের সিংহভাগই আখেরাতের দিকে পরিচালিত করেছে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা যা কিছু রেখে গেছে তা অন্যদের হাতে চলে যাবে যারা আশীর্বাদ উপভোগ করবে যখন তারা, মৃত ব্যক্তি, এটি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবে। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাদের একাকী কবরে কেবল তাদের

আমলই তাদের সাথে থাকে। অতএব, তারা তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৎকাজ অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং এর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে যাতে তারা গুনাহ করে। যদিও, তারা উত্তরাধিকার হিসাবে সামান্য কিছু রেখে যায় তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে তাদের সমর্থন করার জন্য পরকালে তাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে যায়। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 18:

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর। এবং প্রতিটি আত্মা আগামীকালের জন্য কী রেখেছে তার দিকে তাকিয়ে থাকুক..."

পরিশেষে, তারা হয়তো অনেক পার্থিব জিনিস রেখে যেতে পারে না, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি, কিন্তু তারা কল্যাণের বিশাল উত্তরাধিকার রেখে যায়, যেমন চলমান দাতব্য এবং দরকারী জ্ঞান, যা তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে তাদের অবশ্যই এই মৌখিক দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম ছাড়া দাবির কোনো মূল্য নেই। এর একটি প্রমাণ হল এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা যা তার বন্ধুত্বের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে পরকালে তার সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"এবং যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে - তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। এবং তারা উত্তম সঙ্গী হিসাবে।"

প্রশ্নসমুহ

জামে আত তিরমিযী, 3120 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার প্রভু কে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং এই বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আদেশের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটিই প্রমাণ যা একজন মুসলমানকে তাদের কবরে সমর্থন করবে যখন তারা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি কিছু অমুসলিমও মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবুও তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেনি। যদি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো, তাহলে এই অমুসলিমরা এই প্রশ্নে সফল হবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা সফল হবে না।

পরের প্রশ্ন হবে আপনার ধর্ম কি? একজন মুসলমান যদি এর সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কেবল ইসলামে বিশ্বাসী নয় বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করার আন্তরিক প্রচেষ্টা জড়িত। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে

দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য করা হয়েছে । একজনের সামাজিক, আর্থিক, কর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন হিসাবে।

এই হাদিস অনুযায়ী শেষ প্রশ্ন হবে আপনার নবী কে? উল্লেখ্য যে, অতীতের কিছু জাতিও তাদের নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলমান যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের কেবলমাত্র মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই, অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে তাদের অনুসরণ করা। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

মহান আল্লাহর রহমত, ভালবাসা এবং ক্ষমা, যা একজন মুসলিমকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

উপসংহারে বলা যায়, লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর যেমন অধ্যয়ন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে কার্যত জ্ঞান না শিখে সফলভাবে উত্তর দেওয়া যায় না, তেমনি কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে না শিখে এবং আমল না করে সফলভাবে কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

মহান আল্লাহর নাম জানা

সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জানা মানে শুধু মুখস্থ করা নয়। এটি আসলে তাদের অধ্যয়ন করা এবং একজনের মর্যাদা এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ করার অর্থ। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই একই বৈশিষ্ট্য অন্যদের জন্য আরোপিত হয়েছে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

সৃষ্টির রেফারেন্সে ব্যবহার করা হলে, করুণাময় মানে নরম-হৃদয় এবং করুণাময়। একইভাবে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সমস্ত ক্ষমাশীল। এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

সুতরাং মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী মুসলমানরা তাদের মর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে প্রথমে ঐশী গুণাবলী ও নামের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপর তাদের চরিত্রে নামের অর্থকে কর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। এই মহৎ চরিত্রটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এগিয়ে পাঠান বা পিছনে ছেড়ে দিন

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষেধ করে না, কারণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজন হতে পারে। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করে তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং যখন এই জিনিসগুলি কাউকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার থেকে বিরত রাখার অনুমতি দেয়, পবিত্র কোরআনে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞা দীর্ঘ, কিন্তু সহজভাবে বলতে গেলে, কেউ এটি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করবে। যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, তারা যে নিয়ামত প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। যিনি এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তিনি একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং দেহের অধিকারী হন।

উপরন্তু, একজনের সম্পদ শুধুমাত্র পরকালে তাদের উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করে, তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে নিজেরাই সৎ কাজ না করেন অর্থাৎ উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয় যে, সৎ কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আশা করা যায় যে তারা এ থেকে সরে যাওয়ার পর অন্যরা তাদের জন্য দোয়া করবে। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র পরকালে যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সম্পদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করা, যেমন তার সন্তানদের শিক্ষার মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যয় করা। নিরর্থক বা পাপী জিনিসের জন্য ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং উভয় জগতে তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা ফরজ দান করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এর উপর দাতব্য।

অধিকন্তু, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য যে,

যদি কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে, তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করেছে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা মানুষকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে, কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অর্থ, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই উপকৃত হয় যখন এটি কাউকে ছেড়ে যায়, অর্থাত, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয়, কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, যদি একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। পরকালের চিরন্তন বাসস্থান, তারাও নির্বোধ। এটি কারো কারো মনোভাব, যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য, অথচ পরকালে তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।
এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, সে পাবে। যে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনা দেয় অথচ তাদের জমাকৃত পাপগুলো অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থানকে আরও খারাপ করে তুলবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নেক আমল করা। প্রতিটি মুসলমানের উচিত মূল হাদিসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং তাই তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা উচিত, তারা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ অস্বীকার করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

ঐক্য

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি হিংসুক আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিগুলিকে অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল

যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যার প্রতি ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তারা যাকে ঈর্ষা করে তার অধিকার পূরণ করে চলা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদেরকে কোন বিশেষ পার্থিব আশীর্বাদ প্রদান করা না হয়ে থাকে তবে এর অর্থ না হওয়াই তাদের জন্য উত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্মান ও সদয় আচরণ করে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসতে থাকা উচিত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই পাপ অপছন্দ করতে হবে কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হতে পারে। ইসলামের সীমারেখার মধ্যে তাদের পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ দেখাতে হবে। তাদের উচিত অন্যদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মৃদু উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর হওয়া প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে

তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়ানো যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে

সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্যান্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা বিচারের দিন অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। একজনকে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদ 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে

লাঞ্ছিত করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং গর্ব একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হল, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন ইসলামী পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে

যাতে তারা মহান আল্লাহর সাথে যেভাবে যোগাযোগ করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপ অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানের এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে

নির্যাতকের নেক আমল নির্যাতিতকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ নির্যাতককে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

মহান আল্লাহর সঙ্গ

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাঁর সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে , যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং এই হাদিসটি ইচ্ছুক চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়। তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং এখনও আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং উভয় জগতে তাদের রহমত দান করবেন। এটা সত্যিকারের আশা নয়, এটা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায়, তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় পোষণ করা উচিত, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময়, একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করে থাকে, যেমনটি পবিত্রভাবে নির্দেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমে ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় নবী মুহাম্মদ সা.

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, যে তাকে স্মরণ করে তিনি তার সাথে আছেন।

বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধির উত্থানের সাথে, এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তির মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা থাকে যখন তারা ক্রমাগত তাদের ঘিরে থাকে এবং তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এমন কাউকে সাহায্য করে। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাকে স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর কাজ করলে মানসিক সমস্যা দূর হবে, যেমন বিষণ্নতা। এ কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অন্যদের মধ্যে থাকা নেককার পূর্বসূরিদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য না পাওয়া পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে এই ঘোষণাকে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি শুধুমাত্র ধার্মিকদের সাথে বা যারা নির্দিষ্ট ভাল কাজ করে তাদের সাথে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের ঈমানের শক্তি বা তারা কত পাপ করেছেন তা নির্বিশেষে পরিবেষ্টন করেছিলেন। অতএব, একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা জরুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণের মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে স্মরণ করার মধ্যে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং স্মরণের সর্বোচ্চ স্তর হল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গ ও সমর্থনে ধন্য হবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি আনুগত্য করবে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তত বেশি তারা তাঁর সঙ্গ লাভ করবে। একজন যা দেয় তাই তারা পাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে একান্তে স্মরণ করবে, তিনি তাকে একান্তে স্মরণ করবেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করবে, সর্বোত্তম, সর্বজনীন অর্থে, একটি সমাবেশে, মহান আল্লাহ তাকে স্বর্গীয় ফেরেশতাদের মধ্যে একটি উত্তম সমাবেশের অর্থে স্মরণ করবেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে পাওয়া অন্যান্য উদাহরণের মতো এটিও ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষাকে নির্দেশ করে, যেমন, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে। আরেকটি উদাহরণ, যা এই হাদীসটিকে নিশ্চিত করে আল বাকারাহ, 152 নং আয়াতে পাওয়া যায়:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে যে সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে তাকে স্রষ্টার দ্বারা দয়া করা হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই জড় জগতে একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তবুও, আশ্চর্যজনকভাবে কেউ কেউ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই জান্নাতের উচ্চ পদ পাওয়ার আশা করে। এই শিক্ষাগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম তাদের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। তারা যত বেশি আনুগত্য করবে আল্লাহর প্রতি, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, বিনিময়ে তারা তত বেশি পাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ যাকে চান যাকে তিনি চান তা দিতে পারেন, তারা তাঁর আনুগত্যের জন্য যতই চেষ্টা করুক বা কম করুক না কেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন যা অনুসরণ করা আবশ্যক, তা হল তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা। আনুগত্য যাতে আরো আশীর্বাদ এবং রহমত পেতে. অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কতটা মহান আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ কামনা করে এবং তারপর সেই অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে।

এই বাস্তবতা এই হাদীসের শেষ অংশে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, তত বেশি তাঁর রহমত তারা পাবে।

দুটি আশীর্বাদ

সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দুটি নিয়ামত রয়েছে যা মানুষ প্রায়শই মূল্যায়ন করে না যতক্ষণ না তারা সেগুলি হারায়, তা হল সুস্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।

সুস্বাস্থ্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আশীর্বাদ লাভের সুবিধা নিতে দেয়। ছোটখাটো অসুখের পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে তারা একজন মুসলিমকে সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল যখন কেউ তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের জন্য, ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে। যারা অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তারা জড় জগতের চেয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু শারীরিক শক্তি রাখে না তখন জামাতের সাথে তাদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাত্রা করার জন্য তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করা উচিত। তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রোজা রাখা, বিশেষ করে শীতের ছোট দিনে, তারা তাদের ভালো স্বাস্থ্য হারানোর আগে। তাদের নিয়মিত স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, কারণ সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

একজনের স্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে তারা অবশেষে যখন এটি হারাবে, মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময়

পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে তারা তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসা করার এবং সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি দিক হল তাদের সাহায্য করা যারা নিজের উপায় অনুযায়ী তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারিয়েছে, যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্য। নিয়মিত অসুস্থদের নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজনকে তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের অসুস্থতার সময় মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। যদিও, যারা তা করে না, তারা এই সমর্থন পাবে না এবং তাই অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার সময় অধৈর্য হয়ে উঠবে। এই নেতিবাচক মনোভাব কেবল তাদের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে এবং তাদের অনেক পুরষ্কার হারাতে হবে।

এই উপাদানের সবকিছু কেনা যায়, এমনকি অবৈধ উপায়ে , সময় ছাড়া। এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার পরে ফিরে আসে না। যদিও এই বাস্তবতা এখনও তাদের ধর্ম নির্বিশেষে কেউ অস্বীকার করে না, তবুও অনেক মুসলিম তাদের দেওয়া সময়কে উপলব্ধি করে না এবং সঠিক ব্যবহার করে না। আগামীকাল পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেবেন এমন মানসিকতা অনেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই আগামীকাল ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত হতে থাকে, যতক্ষণ না অনেক ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। এবং তারা কেবল আগামীকাল এটি উপলব্ধি করতে পারে যখন এটি তাদের মৃত্যুর সময় খুব দেরি হয়ে গেছে। যারা সৌভাগ্যবান তাদের জীবনকালে আগামীকাল

এ পৌঁছাতে পেরেছে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে মসজিদে বসবাস করতে পারে কিন্তু তারা যেহেতু জড় জগতের জন্য অনেক সময় এবং শক্তি উৎসর্গ করেছে তাদের দেহ মসজিদে থাকতে পারে, তাদের হৃদয় ও জিহ্বা এখনও মগ্ন। বস্তুগত জগতে। যারা নিয়মিত মসজিদে যান তাদের কাছে এটা স্পষ্ট। এই মুসলিমরা তাদের বয়স্ক বয়স এবং তাদের পার্থিব মানসিকতার কারণে ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সম্ভাবনা কম। তাই তারা মসজিদে উপস্থিত হতে পারে তবুও তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে পারে।

উপরন্তু, সময়ের সাথে সাথে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজনের দায়িত্ব শুধুমাত্র বৃদ্ধি পায়, যেমন বিয়ে এবং সন্তান লালনপালন। তাই আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা যতক্ষণ না একজন কথিতভাবে আরও মুক্ত হয়, তা নিছক বোকামি। ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদেরকে তাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, জড়জগত থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বগুলিকে অযথা বা অপচয় ছাড়াই পূরণ করার জন্য এবং তারপরে তাদের বাকি প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। স্থায়ী পরকালের জন্য প্রস্তুতি। তাদের উচিত পাপপূর্ণ ও নিরর্থক জিনিসে তাদের সময় কম ব্যবহার করা, যা তাদের ইহকাল বা পরকালের জন্য উপকারী হবে না এবং তাদের সময় এবং সম্পদের বেশি সেসব কাজে উৎসর্গ করা উচিত যা উভয় জগতে তাদের উপকার করবে। এভাবেই একজন তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। কতজন মুসলমান সততার সাথে বলতে পারে যে তারা তাদের সাময়িক দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করেছে?

লালসা

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের ঈমান নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক যেমনটি খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, যেহেতু একজন মুসলমানকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর ধন-সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত, সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলো ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য

লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে, যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টার সাথে আরও বেশি পার্থিব দরজা খোলা এবং ব্যস্ততা জড়িত, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করবে, তত কম মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্যের সন্ধানে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, সে তার দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয়

তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস কখনই একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আলোচ্য প্রধান হাদিসটি যেমন সতর্ক করে বলেছে, একজনের ঈমানের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহুর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে মর্যাদা চায়, যেমন নেতৃত্ব, তাকে এটির সাথে

মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে সাহায্য করা হবে। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য সবচেয়ে খারাপ ধরনের লোভ হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এগুলি এমন দুটি জিনিস যা তাদের আখেরাতের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের বিশ্বাসের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আমল

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করেছেন যেগুলি পালন করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) রোজাকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1639 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, তিনি এই উপদেশ দিয়ে আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে রোজা আগুনের বিরুদ্ধে একটি ঢাল, যেমন ঢাল একজন ব্যক্তিকে লড়াইয়ে রক্ষা করে।

এর অর্থ এই হতে পারে যে, রোজা হল এই দুনিয়ায় কষ্টের আগুন এবং পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। উপরন্তু, রোজা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার বিরুদ্ধে একটি ঢাল, কারণ পবিত্র কুরআন রোজাকে ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের একটি উপায় বলে ঘোষণা করেছে এবং এর একটি দিক হলো মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, রোজা ঢাল হিসেবে কাজ করে যতক্ষণ না কেউ মন্দ কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমে তাদের রোজা নষ্ট না করে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ গ্রন্থে পাওয়া একটি হাদিসে রোজাদারকে

অশালীন আচরণ বা অন্যের সাথে ঝগড়া না করার জন্য সতর্ক করেছেন। বুখারী, সংখ্যা 1894।

জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা চান না যে কেউ যদি অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার না করে তবে তাদের খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করুক। এবং কর্ম। এই আচরণ পরিষ্কারভাবে রোজার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি রোজা তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে প্রভাবিত করা উচিত, কেবল তাদের পাকস্থলী নয়, পাপ থেকে রক্ষা করে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে একটি রোজার সমস্ত শিষ্টাচার ও শর্তাবলী পূরণ করা যাতে তারা সারা বছর এই আচরণটি বাস্তবায়ন করতে পারে, এমনকি তারা রোজা না থাকলেও। এটি একটি প্রকৃত রোজা যা তাকওয়া এবং দুনিয়ার কষ্ট এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, দান গুনাহকে নির্বাপিত করে যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। জামি আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে দান করা মহান আল্লাহর রাগকে নিভিয়ে দেয় এবং একজন মুসলিমকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। একটি খারাপ মৃত্যু হল যখন একজন ব্যক্তি অমুসলিম হিসাবে তাদের বিশ্বাসের অর্থ হারিয়ে মারা যায়। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। সম্ভবত এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, মানুষ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি।

মুসলমানদের খেয়াল রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব দান করার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু ইসলামে দাতব্য অনেকগুলি বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন কাউকে নিরাপদ বোধ করার জন্য তাদের দিকে হাসি দেওয়া, যা জামি আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই কোনও মুসলমান প্রচুর পরিমাণে দান করা থেকে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু একটি কাজের গুণমানকে তার পরিমাণের চেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ করেন, তাই একজনকে দাতব্য কাজের উপর অবিচল থাকতে হবে, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা নিয়মিত এমন আমল পছন্দ করেন, যদিও তা আকারে ছোট হয়। সহীহ বুখারি, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 271:

"আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন, তবে তারা ভাল; কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন কর এবং গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য উত্তম এবং তিনি তোমার কিছু পাপ দূর করে দেবেন।

মূল হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয়টি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই হাদিসটি ইঙ্গিত করে যে এটি দানের মতোই গুনাহ মুছে দেয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামাযের অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা। সেই রাত্রি যখন মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে এই পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দিকে আমন্ত্রণ

জানান। এটি সহীহ বুখারী, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের নামাযের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনা করা হয়। সবসময় উত্তর দেয়।

রাতের নামাজ কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, কারণ এটি তাদের অর্থহীন সামাজিক জমায়েত এড়াতে সাহায্য করে এবং এটি অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকেও রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাতের নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আনুগত্যকারীরা এটি সহজ মনে করে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হচ্ছে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা।

ফরয নামায কায়েম করার অর্থ হল এর সকল আদব ও শর্ত সঠিকভাবে পূরণ করা, যেমন যথাসময়ে আদায় করা। এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং তা ছাড়া দুনিয়া বা পরকালের সফলতা কার্যত অপ্রাপ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, নামাজ কায়েম করা ঈমানকে কুফর থেকে পৃথক করে। যারা নামায কায়েম করতে ব্যর্থ হয় তাদের ঈমান ছাড়াই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর তাদের সীমার বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না, কোন মুসলমানের কাছে তাদের নামাজ কায়েম না করার জন্য অজুহাত নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

সর্বোত্তম চেষ্টা করার দাবি করে ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হওয়া এই সত্যের বিরোধিতা করে। আর পবিত্র কুরআন যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফরজ নামাজ যেহেতু ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেউ যদি তাদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের ইসলামের ঘর ভেঙ্গে পড়বে, তারা অন্য কোন ভাল কাজ করুক না কেন। ফরয নামায অন্য কোন আমল বা অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ফরয নামায হল একজনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। এই বাস্তব প্রমাণ ব্যতীত ইহকাল বা পরকালে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 14:

"... আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে

[অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই সর্বাঙ্গীণ হাদীসের সকল শিক্ষার ভিত্তি হল জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহ্বাকে সংযত রাখা, হেফাজত করা এবং ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখাই সকল কল্যাণের উৎস। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে তাদের বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটি এই ঘোষণা দিয়ে শেষ করে যে, ভাষণই মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ। এটি অন্যান্য অনেক হাদিস দ্বারা সমর্থিত, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি খারাপ শব্দ লাগে। এর কারণ হল অধিকাংশ বড় গুনাহের মধ্যে বক্তব্যের একটি উপাদান থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাজের চেয়ে কথার মাধ্যমে পাপ করা অনেক সহজ। যখন একজন মুসলিম তাদের কথাবার্তা সংশোধন করে তখন তাদের সকল কাজ সঠিক হয়ে যায় কিন্তু তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের খারাপ কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70-71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়বিচারের কথা বল, তিনি [অতঃপর] তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অযথা কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি সময়ের অপচয় এবং বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে। এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি যে সমস্ত তর্ক, সমস্যা এবং অসুবিধার

সম্মুখীন হয় তার অধিকাংশের মূল কারণও নিরর্থক কথাবার্তা। নিরর্থক বক্তৃতা প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার আগে প্রথম ধাপ, যেমন মিথ্যা, গীবত এবং অপবাদ। একজনকে অবশ্যই সমস্ত ধরণের খারাপ কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। উপসংহারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে প্রদত্ত সুদূরপ্রসারী উপদেশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, তাদের হয় ভাল কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe